উৎসর্গ

প্রসিদ্ধ নাট্যকার

অগ্রজ-প্রতিম

শ্রীযুক্ত দাশরথি মুখোপাধ্যায়

করকমলে।

গ্রন্থকার—

বক্তব্য

বহুকাল পূর্ব্বে অধুনা-লুপ্ত 'কল্পদ্রুম' মাসিক পত্রে 'দেবগণের মর্ত্ত্যে আগমন'-প্রণেতার 'আগমনী' নামে কয়েক পৃষ্ঠার একটি লেখা বাহির হইয়াছিল। সেই রচনা অবলম্বনে এই পুস্তকখানি লিখিত হইল।

উপহার

ভগবতীর বিদায়-প্রার্থনা।

দুর্গার মর্ত্ত্যে আগমন

মহা-আগমন

আশ্বিন মাস—পূজার আর দেরী নাই। ভগবতী অত্যন্ত চঞ্চল হইয়া উঠিলেন, এবং সদাশিবের নিকট বিদায় লইবার অবসর খুঁজিতে লাগিলেন। দক্ষ-যজ্ঞের পর হইতে সদাশিব শ্বশুর-বাটীর উপর কিছু অসন্তুষ্ট;—সেখানে সতী যাইতে চাহিলেই তিনি বিরক্ত হন এবং সময়ে সময়ে খুব চটিয়াও উঠেন। তাই ভগবতী সুযোগ বুঝিয়া কথাটা পাড়িবেন, এই স্থির করিয়াছিলেন। কিন্তু বেশী অপেক্ষা করিয়াও আর থাকা চলে না। কারণ, এদিকে দেখিতে দেখিতে পূজার পঞ্চমী আসিয়া উপস্থিত। দুর্গা মনে মনে ঠিক করিলেন যে, যেমন করিয়াই হউক মহাদেবের নিকট বিদায়ের অনুমতিটা আজ লইতেই হইবে।

সন্ধ্যা তখন উত্তীর্ণ হইয়াছে। পঞ্চমীর চাঁদ উঠিয়াছে। আকাশে মেঘ-মলিনতা কিছু মাত্র নাই,—শুভ্র জ্যোৎস্না-স্রোত

দিক্-বিদিক্ প্লাবিত ও পুলকিত করিয়া মধুর মন্থর তরঙ্গে ছুটিয়াছে। একে কৈলাস পর্ব্বত—তাহাতে আবার এমন সুন্দর শারদীয় রাত্রি,—মহাদেবের মনে ভারী স্ফূর্ত্তি হইল। অন্য কেহ হইলে এ সময়ে কবিতা লিখিতে বসিতেন; কিন্তু বাঙ্গালী-বালখিল্য-কবিদের উপদ্রবে কবিতার উপর মহাদেবের মহা অরুচি! —তিনি কৈলাস-শিখরাসীন হইয়া তানপুরা সহযোগে গান ধরিলেন।

ইহাই কতকটা সুসময় মনে করিয়া ভগবতী ধীরে ধীরে মহাদেবের সম্মুখে গিয়া দাঁড়াইলেন। মহাদেব কিন্তু তাঁহাকে দেখিতে পাইলেন না; কারণ, চোখ দুইটি বুজিয়াই তিনি ওস্তাদী ধরণে সুর ভাঁজিতেছিলেন। দুর্গা কিছু মুস্কিলে পড়িলেন। গানে বাধা দিয়া সহসা কথা কহিতে তাঁহার সাহসে কুলাইল না। কিন্তু চুপ করিয়াই বা কতক্ষণ আর দাঁড়াইয়া থাকিবেন! শেষে উপায়ন্তর না দেখিয়া তিনি খক্ খক্ শব্দে কাসিতে লাগিলেন। কাসির শব্দে সদাশিবের চেতনা হইল। তিনি গান থামাইয়া কহিলেন—"কে-ও পার্ব্বতি! হিমে দাঁড়িয়ে কেন?—আমার গান্ শুন্‌তে এসেছ!" পার্ব্বতী সাহস পাইয়া বলিলেন—"নাথ, আজ পঞ্চমী,—পূজার আর দিন নাই। আমার পিত্রালয়ে যাইবার কি হইবে।"

এই কথা শুনিবামাত্র দেবাদিদেব মহাদেব হস্তস্থিত তানপুরা দূরে নিক্ষেপ করিলেন। তানপুরা পর্ব্বত-গাত্রে পড়িয়া চূর্ণ বিচূর্ণ হইয়া গেল। তাঁহার ত্রিনয়ন দিয়া ধক্ ধক্ করিয়া আগুন

জলিতে লাগিল। ভগবতী তাহা দেখিয়া কিঞ্চিৎ ভীত হইলেও চুপ করিয়া থাকিতে পারিলেন না; কহিলেন—"ওকি! আমার পূজা সন্নিকট, সমস্ত দেশ আনন্দে মাতিয়াছে, গ্রামে গ্রামে নগরে নগরে ঢাক ঢোল বাজিতেছে, কত বাড়ীতে বোধন বসেছে ও তদুপলক্ষে নহবৎ বাজিতেছে, স্কুল-কলেজ, আফিস-কাছারী সব বন্ধ হয়েছে, আমি বিদায় চাওয়ায় তুমি ওরূপ হলে কেন?" শিব বলিলেন,—"ছি! ছি! লোকের শ্রদ্ধা-ভক্তি দেখে তুমি যে তাদের কাছে আবার যেতে চাচ্চ, এই ভেবেই আমি বিস্মিত হচ্চি! তোমাকে নিয়ে গিয়ে তাহারা যেরূপ ব্যবহার করে, তাহাতে তাদের মুখ দেখা তো দূরের কথা, যে ব্যক্তি পূজা-বাড়ীতে পরিবার পাঠায়, তাহার পর্য্যন্ত মুখ দেখতে ইচ্ছা করে না।

ভগ।—পূজা-বাড়ীতে নিয়ে গিয়ে আমাকে কি করে যে যার জন্যে তুমি এত রাগ করছো?

শিব।—কিনা করে! অল্প দামের জেলে খাদি কাপড়-গুলো পূজায় দেয়। এমনি জল-পাত্র ও ভোজন-পাত্র দান করে যে, আমরা যেন তাঁদের বাড়ী রেওভাট গিয়ে উপস্থিত হয়েছি। তাঁদের দান-সামগ্রী সাজান দেখে তোমার তৃপ্তি হয় কি না, জানি না; আমার তো সর্ব্বাঙ্গ জ্বালা করে।—যেন ছোট ছোট মেয়েরা খেলা ঘরের ঘর সাজিয়ে রেখেছে। আমাদের খেতে দেয় কেবল কতকগুলো নারিকেলের সন্দেশ। তাতেও আবার মাঝে মাঝে পচা নারিকেলের গন্ধ পাওয়া যায়। ছানার সন্দেশ তো জীবনে দেখতে পেলাম না।

ভগ।—তুমি নাকি জামাই, তাই অমন কথা বলচো। লোকে কথায় বলে—যম, জামাই, ভাগ্না, এ তিন নয় আপনা। তা' তুমি তাঁদের আপনার হবে কেমন করে? তাঁদের যা' জুটবে, তাই দেবেন, তাতে মান-অপমান বোধ করতে নাই। মা-বাপ যে কি বস্তু, তুমি তো তা' জান না, সেই জন্ম আমাকে নিষেধ করচো—আমার মনের ব্যথা বুঝতে পারচো না। কিন্তু আমি থাকতে পারবো না। তাঁহারা ভক্তি-শ্রদ্ধা করুন বা না করুন, তাঁদের নিকট আদর-আহ্বান পাই বা না পাই, চিরদিন যেমন গিয়েছি, এবারও তেমনি যাব।—ভেবে দেখ দেখি, আমি যাব বলে বঙ্গে কি আনন্দ-উৎসবের আয়োজন হচ্চে! তুমি বল্লে, তাঁরা কেবল তোমাকে পচা নারিকেলের সন্দেশ খেতে দেন, কিন্তু অমন অধর্ম্মে কথা বলো না! কখনও কি ছানার সন্দেশের বরাত দেয় না?

শিব।—দেয় সত্য; কিন্তু আমাদের জন্যে নয়! ময়রাকে বায়না দিয়েই বলে' থাকে—"ভদ্র লোকেরা খাবে—যেন ভাল হয়!" এই রকম সকল কাজেই তাদের ব্যবসাদারী! তোমাকে নিয়ে যেতে পারলে দু' পয়সা উপার্জ্জন হয়, এই জন্যেই অনেকে তোমাকে নিয়ে যায়! কলিকাতার অনেক ডাক্তার, কবিরাজ ও উকীল শুনেছি এই মতলবেই তোমার পূজা করে থাকে। প্রণামীর কল্যাণে খরচ-পত্র বাদে তাদের যথেষ্ট লাভ হয়। এই প্রণামীর উপরই নাকি নিমন্ত্রিত ভদ্রলোকদের আদর-অভ্যর্থনাও নির্ভর করে। যে যেমন প্রণামী দেয়, তার তেমনি

খাতির হয়। অতএব, মনে তুমি স্থির জেনো যে, যেদিন প্রণামী পাওয়া এদের বন্ধ হবে, সেদিন থেকে তোমাকে নিয়ে যাওয়াটাই ইহারা বন্ধ করবে।

ভগ।—তা হোক, ইহারা ছাড়া কি বাঙ্গালায় আর আমার ভক্ত নেই? দেখ দেখি, আরও কত শত লোক আমার আগমন জন্য কত উৎসবের আয়োজন করিতেছে,—কত আনন্দে মেতেছে।

শিব।—শুধু আনন্দ-উৎসবে নয়,—অশান্তি, বিষাদ, ক্রন্দন প্রভৃতি যত কিছু আছে, সকল প্রকারেই মেতেছে!

ভগ।—কি রকম?

শিব।—কি রকম, তাও কি আবার বলে' বুঝিয়ে দিতে হবে? যাদের পয়সা আছে তাদেরই আনন্দ। কিন্তু তোমার-আমার মতন লোকের অবস্থা একবার ভেবে দেখ দেখি! তাহারা পরিবার ও পুত্র-কন্যাদের কাপড় জামা যে কি দিয়ে কিনে দিবে, তাই ভেবে অস্থির হচ্চে। কিরূপে জামাতা ও পুত্র-বধূকে পূজার তত্ত্ব করে দশের কাছে মুখ পাবে, তাই ভেবে চক্ষে অন্ধকার দেখচে। তোমার পূজা-উপলক্ষে আনন্দ কাদের?—দোকানদার, কর্ম্মকার, চিত্রকর, বাদ্যকর, সাজওয়ালা, থিয়েটারওয়ালা, রেলওয়ে কোম্পানি, মাজিমাল্লা, জুতা-বিক্রেতা, গাড়োয়ান, বামুন-পুরুত, বোম্বেটে ও গাঁটকাটা-দের। কিন্তু নিরানন্দ কত লোকের দেখ—যারা নির্ধন, যারা অল্প বেতনের চাকুরে, যাদের অবস্থা ভাল ছিল, কিন্তু

এখন মন্দ হওয়ায় এ বৎসর পূজা করতে পারবে না, যাদের স্ত্রী মরেছে, যাদের স্বামী মরেছে, যাদের পুত্র-কন্যা মারা গিয়াছে! আহা! এই সব লোকের মুখ কি একবারও তোমার মনে পড়ছে না? যাদের স্ত্রী-বিয়োগ হয়েছে, তাদের অবস্থা মনে হলে কান্না আসে। কোথায় তাহারা ছুটির কয়টা দিন স্ত্রীর ফরমাইসে বাজার-ঘর ছুটে বেড়িয়ে স্ত্রীর মুখে একটু হাসি দেখে প্রাণ জুড়াবে,—না, শূন্য গৃহে শয়ন করে হা' হতাশে কেবল ক্রন্দন ও বক্ষে করাঘাত করবে।—যেমন আমি একজন!

ভগবতী এবার হাসিয়া ফেলিলেন। বলিলেন—'তুমি তো আবার পেয়েছ গো।" ভগবতীর কথা কাণে না তুলিয়া শিব বলিতে লাগিলেন,—"তারপর আরও শোন!—তোমার এই পূজা-উপলক্ষে কত ঘরে যে অশান্তির অনল জ্বলিবে, তা বলা যায় না। কোথাও ভ্রাতৃ-বিরোধ ফুটে উঠবে, কোথাও বা পুত্র-বধূর উপর নির্য্যাতন চলতে থাকবে। মেয়ের বাপ যদি ছেলের বাপ-মায়ের মনের মতন তত্ত্ব করতে না পারে, তা' হলে শুধু মেয়ের বাপ-মাকে নয়—মেয়েকে পর্য্যন্ত শ্বশুর-শ্বাশুড়ীর গঞ্জনা ভোগ করতে হবে। এই পূজায় পিতৃ-মাতৃ-ভক্তিরও বেশ পরিচয় পাওয়া যাইবে। অনেকে পুত্র-স্ত্রীর ফরমাইস্ মত কাপড়, চোপড় কিনিতে কিনিতেই পুঁজি প্রায় শেষ করিয়া ফেলিবেন;—শেষে চাকরের কাপড় কিনিবার সময় বাপ-মাকে মনে পড়ায় তাঁহাদের জন্যও এক জোড়া কাপড় সস্তাদরে লইবেন। তবে কোনও কোনও পুত্র চাকরের অপেক্ষা পিতার মান

একটু বেশী মনে করিয়া তাঁহার জন্য একটি এক-পয়সে তামাক-খাবার নল ও পোয়াটেক মিঠে কড়া তামাক কিনিতে পারেন। এখন বল দেখি শঙ্করী, এ সব দেখে-শুনে কি সেখানে আর যেতে ইচ্ছে করে! তোমার করে ধরে অনুরোধ করছি; যাওয়াটা বন্ধ কর! সকল অনাচারের মূলোৎপাটন হউক!

ভগ। যতদিন পৃথিবী আছে, আমি থাকৃতে পারবো না;—যাব। দেখ নাথ, অনেক দিন হাত পুড়িয়ে রেঁধে খেয়েছি,—তিনটি দিনের জন্যে বিদায় দেও! একবার পরের হাতের রান্না খেয়ে শরীরটা বনিয়ে আসি।

শিব।—ছিঃ! ছিঃ! তোমার সে সব রান্না খেতে প্রবৃত্তি হয়? তুমি বরং অন্য জাতের বাড়ী গিয়ে চাল চিবিয়ে কাঁচা তরকারী খেও! তবু বামুন বাড়ীর সেই বিলিতী কুমড়োর ঘণ্ট, আর থোড়ের চচ্চড়ী খেতে যেও না!

ভগ।—আমি বামুন বাড়ী যাব না,—বিদায় দেবে? আমার প্রাণ কেমন কচ্চে। নাথ, আর যে থাকৃতে পারচিনে। আহা! পূজোর কয়টাদিন কত আমোদ-আহ্লাদেই যাবে। কত বাড়ীতেই নৃত্য-গীতের ছড়াছড়ি হবে।

শিব।—গীত শুনতে ইচ্ছা হয়,—আমার কাছে বসে শোন না?

ভগ।—নাথ, ক্ষমা দেও! তোমার ও ডুগডুগী, আর তান-পুরো বাজিয়ে ওস্তাদী গান আজীবন শুনে শুনে অরুচি হ'য়েছে! আমার বড় সাধ, এবার পূজায় গিয়ে থিয়েটার শুনবো।

আহা! তা'রা কেমন চীৎকার কোরে সাধু ভাষায় লম্বা লম্বা কথা কয়!

শিব।—আর কি এখন গিরিশ ঘোষ, অর্দ্ধেন্দু মুস্তোফী বেঁচে আছে যে, থিয়েটার শুনে আমোদ পাবে? এখন যত ছাই-ভস্ম নাটকের অভিনয় হয়। থিয়েটারগুলো এখন কেবল চ্যাংড়া ভুলিয়ে দু'পয়সা রোজগারের চেষ্টা করে। যাই হোক, আমি প্রাণ থাকতে তোমায় বিদায় দিতে পারবো না। এবার বিদায় দিতে আমার প্রাণ কেমন কেঁদে কেঁদে উঠ্‌ছে! ঠিক এমনি আর একবার কেঁদেছিল যেবার তুমি দক্ষযজ্ঞে গিয়ে প্রাণত্যাগ কর।

ভগ।—তাতে তোমার ক্ষতি হয়েছিল কি? পুরাতন গিয়ে নূতন পেয়েছিলে! এবার আবার যদি যাই, বুড়ো বয়সে নূতন পাবে!

শিব।—তামাসার কথা নয়, শঙ্করী! সে-বারে যে আমার কি ক্ষতি হয়েছিল, বেঁচে থাকলে দেখ্‌তে পেতে। তোমার মৃতদেহ মস্তকে নিয়ে ছুটাছুটি করেছিলাম। তারপর তোমার রূপ ধ্যান করতে করতে যোগ মগ্ন হই। তোমার জন্যে নির-পরাধী কামদেব ভস্ম হন, এবং রতির বৈধব্য দশা ঘটে।

ভগ।—সত্য মিথ্যা ঈশ্বর জানেন; কিন্তু পূজায় গিয়ে দোজবরে তেজবরে মিন্সে গুলোর আক্কেল দেখে বড় ঘৃণা হয়! এমনি সাজে তারা বাড়ী আসে, যেন দ্বিতীয় ও তৃতীয় পক্ষের স্ত্রীর সঙ্গে সঙ্গে তাদের বয়সও কমে এসেছে! মনে মনে ভাবি—ও-হরি! এই বুঝি এদের পূর্ব্ব স্ত্রীকে ভাল বাসা!

শিব।—তা সত্যি ; কিন্তু যখন ফেরত পাবে না, তখন হাত কি ? দেখ প্রিয়ে, বোধ হয় তারা বড় কেঁদেছে। শেষে কেঁদে কেঁদে ক্লান্ত হয়ে ;—পাছে আবার এবারও কাঁদিয়ে যান, এই ভয়ে মন যোগাইবার জন্য তারা ঐরূপ সাজে সেজে আসে।

ভগ।—পোড়া সন্তুষ্ট করা, যেমন রূপী বাঁদরকে নাচায়, মাগীগুলো তেমনি করে এদের নাচিয়ে নিয়ে বেড়াচ্চে।

শিব।—তুমিও তো আমাকে কম নাচান নাচাও নি !

ভগ।—তা' এই বিদায় নেওয়া নিয়ে পরীক্ষা হচ্চে ;—সে মিন্সেরা হলে এতক্ষণ মাথায় করে বয়ে দিয়ে আসত। কিন্তু তোমার হাতে পড়ে আমি দু-খানা সোণা-দানা পরা দূরে থাক, একদিন ভাল করে পেটেও খেতে পাই নে ; এখন বিদায় দেও— দশহাত বাহির করে খেয়ে বাঁচি গে।

শিব।—গেলেই বড় খেতে পাবে ! খাবার-দাবারের দর যে-রকম অগ্নি-মূল্য হয়েছে,—তাতে দশহাত দূরে থাক, এক হাতে খেতে পাবে কি না সন্দেহ ! তার উপর ম্যালেরিয়া ও ইন্‌ফ্লুয়েঞ্জার যে রকম প্রকোপ এখন বাড়ে, তাতে শরীর ভাল রেখে খেতে পাবে মনে করাটাই ভুল ! সে-বার কার্ত্তিক গণেশ দুই ভাইয়ে ম্যালেরিয়ায় তো কম দিন ভোগে নি ! তাদের মামার বাড়ীর কি ছাইভস্ম কতকগুলো পেটেণ্ট ওষুধ খেয়ে শেষে যায় আর কি ! তখন আমি একটা পাঁচন করে দিলাম—তাই খেয়ে বেঁচে উঠলো। ডাক্তারদের মতন্ কবিরাজগুলোও পয়সা-খোর হ'য়ে উঠেছে।—কেবল ভেজাল চালাচ্চে বেনের দোকান

থেকে সস্তা-দরে রস-সিন্দুর কিনে এনে তাই ষড় গুণ-বলি-জারিত মকরধ্বজ বলে বিক্রী করছে। লৌহভস্ম-অভ্রভস্ম প্রভৃতিও বেনের দোকান হতে এনে ওষুধ তৈরী করে থাকে;—তা'তে আর ফল হবে কি? ডাক্তারগুলো তো কথায় কথায় শরীরে, ফোঁড় দিয়ে বিষ ঢুকিয়ে দিতে চায়—ভবিষ্যতে যে তার বিষময় কি ফল হবে, তা' একবার ভেবেও দেখে না। কেমন করে দর্শনী বাড়িয়ে মোটর চড়ে বেড়াবে, কেবল এই তাদের ভাবনা। ধর্ম্ম-জ্ঞান কারুর নেই। লোক-হিতের জন্যে কেউ চিকিৎসা-ব্রত গ্রহণ করে না। এমন অধর্ম্মে যারা, তাদের কাছে কি তোমাদের ছেড়ে দিয়ে নিশ্চিন্ত থাকতে পারি?—আমি কিছুতেই যেতে দেব না।

ভগবতী এই কথা শুনিয়া অভিমানে প্রস্থান করিলেন, এবং প্রাতে উঠিয়া ডাক ছাড়িয়া কাঁদিতে লাগিলেন। মাতার ক্রন্দন শুনিয়া কার্ত্তিক ও গণেশ ছুটিয়া আসিয়া কহিলেন,—"মা, কাঁদচো কেন? মামারা, দাদামশায় এবং দিদিমা ভাল আছেন তো? মামার বাড়ীর তো কোনও অমঙ্গল সংবাদ আসে নি?"

ভগ।—বাবারে, তাঁহারা যে কেমন আছেন, কিছুই জানি নে। মনটা বড় কাতর হয়েছে। আহা! আমরা যাব বলে তাঁরা কত আহ্লাদ ও আয়োজন করচেন। রাস্তা-ঘাট পরিষ্কার ও বাড়ী-ঘর মেরামত হচ্চে। দাস-দাসীরা পুষ্পপাত্র, তাম্রকুণ্ড, কোসাকুসী মাজচে। তোমার দিদিমারা পূজায় দিবার জন্য মুগ মটর ছোলা বাচ্চেন! চিত্রকরেরা তোমাদের ও আমার চোক-

চানকাচ্চে এবং মালীরা আমার কানবালা ও তোমাদের বাজু-তাবিজের পিঠে অভ্র বসাচ্চে। উঠানে ব্যা ব্যা শব্দে পাঁঠা ডাকচে; কিন্তু মিন্সে আমাকে কিছুতেই বিদায় দিচ্চে না।

"ওল্ডফুল! আপনি কাঁদবেন না। আপকোর্স যাওঙ্গে" এই বলিয়া গজানন প্রস্থান করিলে ভগবতী কহিলেন—"হাঁ কার্ত্তিক, তোর দাদা অমন আবোল তাবোল বকে গেল কেন?"

কার্ত্তি।—বোধ হয় রাত্রে সিদ্ধি খাওয়ার নেশাটা এখনও আছে।

ভগ।—বলি আর তো কিছু খায় নি? তোর মামারা যা বোতল বোতল খায়।

এদিকে ভগবতী বাপের বাড়ী যাইবার জন্য কাঁদিতেছেন শুনিয়া যত প্রতিবাসিনীরা ছুটিয়া আসিল। কেহ কহিল—"আজই যাওয়া হচ্চে"। কেহ কহিল,—"ছেলে মেয়ে নিয়ে যাচ্চ খুব সাবধানে থেকো।" কেহ কেহ কোনও কোনও দ্রব্যাদি আনিবার জন্য ফরমাইস করিতে লাগিলেন। এমন সময় গজানন ফিরিয়া আসিয়া কহিলেন—"মা! প্যাটরা-পুটরী গোছাও—আমি ডুলি ডেকে এলাম।"

ভগ।—হ্যাঁরে ডুলি! এ বৎসর যে ঘোড়ায় যাবার কথা পাঁজীতে লিখেছে।

গনে।—মা, পাঁজীর কথা আর বলো না,—দশখানা পাঁজীতে দশ রকম কথা লেখে। আমাদের যাতে সুবিধা হবে, তাতেই যাব। তোমার যদি নেহাৎ মন খুঁৎ খুঁৎ করে, তবে ষ্টেশন

থেকে ঘোড়ার গাড়ীতে গেলেই হবে। এখন এ পাহাড়ে-পথটুকু ডুলিতেই রওনা হওয়া যাক। ভগবতী প্রতিবাসিনীদিগকে কহিলেন—"মা, এই কয়দিন এ বাড়ীতে এক একবার সাঁজ শলিতা দেখিও! আর মিন্সে যে দিন হাত পুড়িয়ে রেঁধে খেতে না পারবে, ডেকে নিয়ে গিয়ে চারট্যি চারট্যি ভাত দিও।" একজন প্রতিবাসিনী বলিল—"উনিও কেন যান্‌না!—পুজোবাড়ীতে না গেলে শ্বশুর শাশুড়ী দুঃখু করবেন যে!"

ভগ।—ও আবার যাবে! তাঁদের যেমন বরাত তেমনি হয়েছে। কত লোকের জামাই গিয়ে দশ টাকা দিয়ে উপকার করচে,—উনি গিয়ে পেটে খেয়ে উপকার করবেন, তা' হবারও যো নেই।

এই সময় কতকগুলো ভূত একখানা ডুলি ঘাড়ে করিয়া নামাইল, এবং "ছোটবাবু! একখানা সতরঞ্চি কি মোটা কাপড় দেন, এটা ঘিরতে হবে।" বলিয়া একটা ভাঙ্গা কল্কেতে গুড়ুক তামাক সাজিয়া খাইতে লাগিল। সদাশিব মুখ হাত ধৌত করিতে গিয়াছিলেন। গাড়ু হস্তে ফিরিয়া আসিয়া দেখেন—বাটীতে লোকে লোকারণ্য। বেহারাদিগকে জিজ্ঞাসা করিলেন—"এত গোল কেন রে?" তাহারা কহিল,—"মা ঠাকুরুন বাপের বাড়ী যাবেন—তাই সকলে দেখা করতে আস্‌ছে। আমরা ডুলি করে তাঁকে নিয়ে যাব বলে এসেছি।" ইহা শুনিবামাত্র ভূতনাথ হস্তের গাড়ু নামাইয়া ডুলির বাঁশ তুলিয়া ভূত-বেহারাদের প্রহার করিতে অগ্রসর হইলেন। বেহারারা প্রাণ ভয়ে তৎক্ষণাৎ চম্পট

দিল। তখন তিনি বাঁশ ফেলিয়া একটু উগ্র স্বরে কহিলেন—"কার্ত্তিক, এ কাণ্ডখানা কি?" কার্ত্তিক গম্ভীরভাবে উত্তর করিল —"আমরা মামার বাড়ী যাচ্ছি।"

শিব।—সেখানে যদি যাও—আমি তোমাদের ত্যাজ্যপুত্র করবো।

কার্ত্তিক।—তা করবেন। আমাদের যদি ক্ষমতা থাকে, স্বোপার্জ্জিত ধনে একটা শিঙে, একটা ডুগ্ ডুগি, এবং একটা ধলা ষাঁড় কিনে নিতে পারবো।

শিব তখন একটু নরমস্বরে কহিলেন—"ছিঃ বাবা কার্ত্তিক! আমি যে তোমার বাবা হই,—আমার সঙ্গে অমন করে কথা কাটাকাটি কর্ত্তে আছে?"

কার্ত্তিক একটু সুর করিয়া থিয়েটারী ঢঙে বলিল,—"অন্যায় যে বলে, আর অন্যায় যে সহে, তব ঘৃণা তারে যেন তৃণসম দহে।' আপনি যে আমার বাবা, এ কথা অস্বীকার করি নে; কিন্তু কাহারো স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ করবার ক্ষমতা মা-বাপেরও নেই। আমি হক্ কথা বলবো—তাতে ভয় কি?

শিব।—ভয় না থাকৃতে পারে, তবে একটু চক্ষু-লজ্জা থাকা তো দরকার। পুলিশের গোয়েন্দা যদি কোনও রকম সন্দেহ কোরে পথ থেকে ধরে চালান দেয়, তখন হক্ কথা বলে' স্বাধীনতার বড়াই কর্ত্তে পারবে কি? তোমাদের এ সব উপদেশ দিয়েই বা কি হবে? "নরাণাং মাতুল ক্রমঃ"—মামাদের যেমন দেখছ, তেমনই তো শিখবে। তাদের যত কিছু বীরত্ব

ঘরের মধ্যে—মা-বাপের কাছে। তারা যেমন অসংযমকে তেজ, স্বেচ্ছাচারিতাকে স্বাধীনতা বলে মনে করে, তোমাদেরও সেই বুদ্ধি হচ্চে!" ইতি মধ্যে গজানন এক পাল ইঁদুর সঙ্গে করিয়া আসিয়া কার্ত্তিককে বলিলেন—"কেতো, বাজে তর্ক কোরে আর সময় নষ্ট করছিস্ কেন?—তোর ময়ূর-টয়ূর যা' নিয়ে যাবি, সঙ্গে কোরে এই বেলা নে।"

কার্ত্তি।—আমি সঙ্গে কিছু নেবো না—সেখানে ওসব জুট্‌বে। তুমিও ইঁদুরগুলোকে সঙ্গে নিও না,—মামারা ও-গুলোকে প্লেগের বাহন বলে আজকাল বড় ঘেন্না করেন।

গণেশ ইঁদুরগুলাকে তাড়াইয়া দিয়া ভগবতীকে কহিলেন—"মা, তোমার গোচগাচ হয়েছে?"

ভগ।—হ্যাঁ, প্রায় হলো। হ্যাঁরে, তুই কি এবার বৌমাকে নিয়ে যাবি?

গনে।—না মা; ওদের নিয়ে গিয়ে কাজ নেই, সাহেবেরা যে-রকম কলা ভালবাসে, ছেলেগুলোকে তা'হলে তাদের হাতে দিয়ে আসতে হবে।

শিব।—তোদের নৈবিদ্যে যখন তোর ছেলেদেরকে চাকা চাকা করে দেবে, তখন কি করবি?

ভগ।—ওগো দেখ, বৌমার আমার এঁটেতে জন্ম, বংশ-নাশের ভয় নেই।

শিব।—বুড়ো মাগীর নাতি পুতির মাথা খেতে আঁট দেখ!

ভগ।—তুমি কি সিদ্ধ পুরুষ হলে না কি? কলা না হ'লে যে আহ্লাচাল মুখে কত্তে পার না!

শিব।—এখন আর কলা খাই নে।

ভগবতী সে কথায় আর কোনও জবাব না দিয়া কার্ত্তিককে ডাকিয়া কহিলেন—"ওরে ও কার্ত্তিক, তুই একখানা ময়লা কাপড় সঙ্গে নিস্, নইলে পোষাকী কাপড়গুলো ঘোলা জলে তু'দিনেই ময়লা হ'য়ে যাবে।" সমস্ত গোচগাচ যখন শেষ হইল, তখন সকলে মিলিয়া পূর্ণ ঘটে প্রণাম করিয়া দ্বারের নিকট আসিয়া দাঁড়াইলেন। ভগবতী দেখিলেন, ডুলী পড়িয়া রহিয়াছে, কিন্তু বেহারাদের কেহই নাই। তাঁহার বুঝিতে কিছু বাকী রহিল না। তখন তিনি বলিলেন—"হেঁটেই যাব, যে ভিখারীর নারী, বাঘছাল যার পরিধেয় বস্ত্র, রুদ্রাক্ষের মালা যার কণ্ঠাভরণ, যে তৈলের অভাবে অঙ্গে ভস্ম মাখে, অট্টালিকার অভাবে যে পর্ণ-কুটীরে বাস করে, তার পদব্রজে যাইতে লজ্জা কি? চল—আমরা হেঁটেই যাই।

সকলে পদব্রজেই বাটীর বাহির হইলেন দেখিয়া সদাশিব কহিলেন—"তোমরা এমন কোরে গেলে পুলিশে ধরিয়ে দিব।"—ইহা শুনিয়া তাঁহারা সকলে ঈষৎ হাস্য করিয়া পূর্ব্বের ন্যায় অগ্রসর হইতে লাগিলেন। চলিতে চলিতে কার্ত্তিক গান ধরিল—"আগে চল, আগে চল ভাই!" গণেশ গম্ভীর ভাবে বলিল—"ইহাকেই বলে স্বাবলম্বন!" মহাদেব এইসব দেখিয়া শুনিয়া ভগবতীর সম্মুখে যাইয়া করজোড়ে কহিলেন—প্রিয়ে, ক্ষমা কর!

ভিখারী বলে আমার কথায় তাচ্ছিল্য করে ফেলে যেও না। প্রিয়ে! স্বামী দরিদ্র হলে অনেক স্ত্রী অভক্তি করে জানি; কিন্তু তোমার ন্যায় সতী সেরূপ করিলে যে, তোমার সতীনামে কলঙ্ক হবে! তোমার দৃষ্টান্তে অপর নারীরা কোথায় পতি-ভক্তি শিখিবে,—না, তুমি তাহাদিগকে অসৎ শিক্ষা দিতে প্রবৃত্ত হইতেছ! ভবানি! আমি তো তোমাকে অকারণে যাইতে নিষেধ করছি না। যারা তোমাকে পুতুল বলে অশ্রদ্ধা করে, যারা তুমি যে কি বস্তু জেনেও জানে না, তাদের প্রতি তোমার এ অনুগ্রহ করা কি উচিত? আমি অবাক্ হচ্চি, আমি তোমাকে সর্ব্বদা অন্তরে ধ্যান করেও অন্ত পাচ্চি না, বুক পেতে দিয়েও মন যোগাতে অক্ষম হচ্চি; আর তাহারা তোমাকে এমন মোহিনি-মন্ত্রে মুগ্ধ করেছে যে, না ডাকৃতেই স্বয়ং উদ্যোগ করে যাইতেছ!

ভগ।—নাথ, আমি ভণ্ডের বা অভক্তের বাড়ী যাচ্চি না। পৃথিবীতে এখনও অনেক আমার ভক্ত আছে। তাহারা ভক্তির সহিত 'মা''মা' বলিয়া ডাকিতেছে বলিয়াই যাইতেছি। এ কয়দিন কোন্ আর্য্য সন্তান না আনন্দনীরে ভাসিবে? আমি যাইয়া পুত্র-বিয়োগ-বিধুরাকে শয্যা হইতে তুলিয়া বসাইব, আমি যাইয়া পতি-বিয়োগ-কাতরাকে নিকটে আনিব। আমার গমনে তিন দিনের জন্য দরিদ্রের দারিদ্র্য দূর হইবে, কৃপণেরাও কৌশলে দাতব্য শিখিবে এবং কলুর বলদের ন্যায় কেরাণীদিগেরও চক্ষের ঠুলি ১০।১২ দিনের জন্য মুক্ত হবে।

শিব।—যদি পথে কোনও বিপদ ঘটে!

ভগ। আমি তো আর শুধু হাতে যাচ্চি নে; হাতে হেতেড় থাকবে, অনায়াসেই আত্মরক্ষা কর্ত্তে পারব। আমি যাদের দেবতা, তারা নিরস্ত্র বটে; কিন্তু আমি তো নিরস্ত্র নহি।

শিব। তা' সত্যি! কিন্তু অস্ত্রগুলি পুলিশে না বাজেয়াপ্ত করে। কারণ, সেখানে একটা আইন আছে, বিনা পাশে অস্ত্র ব্যবহার কর্ত্তে কেউ পারে না।

ভগ। তা' হোক, কিন্তু দেবত্ব বিষয়ে কাহারো হাত দেবার সেখানে অধিকার নেই, শুনেছি।

শিব। তবে যাও! কার্ত্তিক, খুব সাবধানে তোর গর্ভ-ধারিণীকে নিয়ে যাস্! আমি আর যাব না। দেখ, যাবার সময় তোর ভগ্নীদের সঙ্গে কোরে নিয়ে যাস। আর তোর গর্ভ-ধারিণীর হাতে দেবার জন্যে একটা ভাল দেখে সাপ নে: উনি ভুলিতে যাচ্চেন, যান; তুই ময়ূর আর গণেশ ইঁদুরের ডাক বসিয়ে যাস্! যা বিধান আছে, তা' মান্‌তে হয়।

কার্ত্তি। আপনিও চলুন না কেন?

শিব। সকলে কেমন করে যাই, বৌমা একা থাকবেন।

কার্ত্তি। চাকরের উপর ভার দিয়ে আস্‌তে পারেন।

শিব। বলিস্ কিরে! চাকরের উপর ভার?

কার্ত্তি। তাতে দোষ কি বাবা? মামাদের মধ্যে তো অনেকেই তাহা করে থাকেন! এই পূজোর ছুটিতে অনেক মামাই সংসারের ভার চাকরদের হাতে দিয়ে নিশ্চিন্ত মনে

বাগান-পার্টিতে যাবেন—বিদেশ-ভ্রমণে যাবেন; আর আপনি একটা কলা-বাগান জেন্মা করে দিতে পারেন না?

শিব—"আমি বাবা তা' পারবো না,—আমি বাড়ী থাকলাম। তোমরা অগ্রসর হও! তিন দিনের বেশী বিলম্ব করো না—তা' হলে বড়ই উদ্বিগ্ন হ'ব!" এই কথা বলিতে বলিতে মহাদেবের কণ্ঠস্বর একটু গাঢ় হইয়া আসিল। তাহা দেখিয়া গণেশ ও কার্ত্তিকের মন একটু নরম হইল। তাঁহারা দুইজনেই তখন পিতাকে প্রণাম করিয়া তাঁহার চরণ ধূলি লইলেন। শিব থাকিতে পারিলেন না,—ছেলেদের হঠাৎ ভক্তি-উদ্দীপন দেখিয়া একটু খুঁক্ করিয়া হাসিয়া ফেলিলেন। ভগবতীও হাসিতে যাইতেছিলেন, কিন্তু কার্ত্তিক-গণেশ অপ্রস্তুত হইয়া পড়িতেছে দেখিয়া তিনি মুখে কাপড় চাপা দিয়া হাসি রোধ করিলেন।

ভগবতী ডুলিতে উঠিলেন। মহাদেবের ইঙ্গিতে বেহারারা আগে হইতেই উপস্থিত ছিল। ডুলির আগে আগে কার্ত্তিক ও গণেশ চলিতে লাগিলেন। যতক্ষণ দেখা যায়, সদাশিব একদৃষ্টে চাহিয়া রহিলেন। যখন সকলে দৃষ্টির বাহিরে গেল, তখন সদাশিব সজলনেত্রে নিজ কুটীর-মধ্যে প্রবেশ করিলেন।

(২)

কৈলাস হইতে একই সঙ্গে সকলে যাত্রা করিয়াছেন বটে, কিন্তু বাহনের তারতম্যে সকলের মধ্যেই অগ্র-পশ্চাৎ হইয়া গেল। কথা ছিল, তিব্বতে তাঁহারা সকলে মিলিত হইয়া দুর্জ্জয়-লিঙ্গ অভিমুখে আসিবেন, এবং সেইখানে রেলে চড়িয়া বঙ্গদেশে

আসিবেন। কার্ত্তিকচন্দ্রের ময়ূর সকলের অগ্রেই কার্ত্তিককে লইয়া তিব্বতে হাজির হইল। কার্ত্তিক লামাদের সঙ্গে আলাপ করিতে গেলেন, লামারা কিন্তু একবারেই আমল দিল না। বলিল, একে বিদেশী তাহাতে আবার আকাশ হইতে নামিয়াছে, ইহাকে বিশ্বাস নাই। ইহার দুরভিসন্ধি আছে, আমাদের সর্ব্বনাশ করিতে আসিয়াছে। অতএব, ইহাকে তিব্বতের বাহিরে থাকিতে বল। লামাদের এবম্প্রকার ভাব-গতিক দেখিয়া কার্ত্তিক বিস্তর গালি বলিলেন এবং শেষ বুঝাইলেন যে বঙ্গদেশ তাঁহার মামার বাড়ী,—সেই খানেই তিনি যাইবেন। তাঁহার মা ও ভাই-ভগিনীদের আসিতে বিলম্ব দেখিয়া তিনি এইখানে অপেক্ষা করিবেন স্থির করিয়াছেন। কার্ত্তিক বাঙ্গালার ভাগিনেয়, ইহা শুনিয়া লামার দল অগ্নিশর্ম্মা হইয়া উঠিল। তাহারা তখনি কার্ত্তিককে তিব্বত ত্যাগ করিতে বাধ্য করিল। তিব্বতের বাহিরে আসিয়া কার্ত্তিক ভাবিল, যাত্রাটা নিশ্চয়ই অশুভ সময়ে ঘটিয়াছে, নহিলে পথেই এমন অপমান। বিশেষতঃ, তিব্বতীয়দের বাঙ্গালী-বিদ্বেষ দেখিয়া কার্ত্তিক অত্যন্ত দুঃখিত হইলেন।

কার্ত্তিক তিব্বতের বহির্ভাগে আসিয়া পাদ-চারণা করিতে লাগিলেন এবং ঘন ঘন সিগারেট টানিয়া শীত-নিবারণের চেষ্টা করিতে লাগিলেন। তাঁহার ময়ূর ইত্যবসরে পেখম তুলিয়া বিলক্ষণ নৃত্য জুড়িয়া দিল। ময়ূরের নাচ দেখিয়া পাহাড়ী বালক-বালিকার দল ছুটিয়া আসিয়া আমোদ করিতে লাগিল এবং

বুদ্ধিমান কার্ত্তিকও তাহাদের সঙ্গে বেশ ভাব জমাইয়া লইলেন। দেখিতে দেখিতে সেই অঞ্চলের যুবক প্রৌঢ় ও বৃদ্ধের দল আসিয়া দাঁড়াইল। এক ময়ূরের নৃত্য তাহার উপর কার্ত্তিকের অপূর্ব্ব রূপ দেখিয়া তাহারা কার্ত্তিককে ইংরাজ মনে করিয়া বহু কুর্নিশ করিল, এবং যথেষ্ট ভক্তি ও শ্রদ্ধার সহিত তাঁহাকে এক লোটা গরম চা সেবন করিতে দিল।

কার্ত্তিক হর্ষ-সহকারে সেই চা পান করিয়া শীত নিবারণ করিতেছেন, এমন সময় দেখিলেন দূরে এক গিরি-শিখর হইতে অন্য গিরি-শিখরে বিরাট লম্ফত্যাগ করিতে করিতে কলিকাতার মূষিকদল দাদা গণপতিকে বহন করিয়া আনিতেছে।

ভ্রাতৃযুগল মিলিত হইয়া জননীর আগমন প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন। মূষিকদল পুনরায় স্বদেশের ড্রেণরূপ জন্মস্থানের সন্দর্শন পাইবে, এই আশায় উৎফুল্ল হইয়া ময়ূরের নৃত্যের সঙ্গে যোগ দিল। তিব্বতীয়েরা এমন তামাসা আর কখনো দেখে নাই,—বিনা পয়সায় এ তামাসা দেখিতে পাইয়া কৃতজ্ঞ হৃদয়ে তাহারা গণপতি ঠাকুরকেও একলোটা গরম চা আনিয়া দিল। পরিশ্রান্ত গণপতি ইহাই চাহিতেছিলেন। বারম্বার "many thanks many thanks" (মেনি থ্যাঙ্কস্ মেনি থ্যাঙ্কস্) বলিতে বলিতে সমস্ত চা-টুকু নিমিষে নিঃশেষ করিয়া ফেলিলেন।

অতঃপর, গণপতি একটি প্রকাণ্ড সিগার ধরাইয়া বলিলেন, "একি অন্যায় কার্ত্তিক! মার আসতে এত বিলম্ব কেন? লক্ষ্মী,

সরস্বতী, আর তিনি, তা' তিন জনেরই তিন খানা পাল্কী। ভূত-বেটারা কি তবুও জিরোতে বসেছে! বেটারা এ দিকে তো অন্ন-ধ্বংসাবার যম—কি রকম খোরাক দেখেছ!"

কার্ত্তিক।—"আমি তো বলেছিলাম ও বেয়ারাতে চলবে না। তা' তুমি আর মা শুন্‌লে কই! তোমরা দু-জনেই বললে, বাঙ্গালা দেশে যাব, বাঙ্গালী-ভূতকে যদি বেয়ারা করে না নিয়ে যাই, তবে লোকেই বা বলিবে কি! কিন্তু যারা বেঁচে থেকে কেবল ডায়েজিটিজ, ডিস্পেপসিয়া ও ম্যালেরিয়ায় ভুগে ভুগে বংশ বৃদ্ধি করে গেছে এবং চিরদিনই আয়েস্‌-ক্যাঙলা, তারা মরে ভূত হয়ে পাল্কী কখন কি বইতে পারে?"

গণপতি।—"নন্‌সেন্স! তুই এদের পাষ্ট ইতিহাস কি জানিস? এই ভূত গুলোর কেউ ব্যারিষ্টার-উকিলও ছিল না, জমিদার বা বড় বড় চাকরেও ছিল না। এরা সবাই পূর্ব্বজন্মে চাষা ছিল।

কার্ত্তিক। বেশ তো, বাঙ্গালী তো বটে। ওদের কি অবস্থা ছিল জান? ওরা দেহ ধারণ করেছিল শুধু উপবাস করে পীলে-লিভারে পেটটি বড় করতে; তারপর যখন সময় হলো, দেহ-পিঞ্জর ছেড়ে প্রেতযোনি আশ্রয় ক'রে আমাদের গোলামী করতে এলো। গোলামের জাত মরেও গোলামী করতে চায়। এই জন্যেই আমি বলেছিলাম যে, ম্লেচ্ছভূতকে পাল্কি ছুঁতে না দাও—শিখ্‌, গুর্খা যারা যুদ্ধে মরেচে, তাদের একদল বেছে নেওয়া হোক্‌। মার তাতে মত হালো না,

তুমিও বল্লে ওরা গোঁয়ার, ওদের কাজ নেই। মামার বাড়ী গিয়ে আবার ফ্যাসাদ বাধাবে !”

দেবী এই সময় লক্ষ্মী ও সরস্বতীকে সঙ্গে করিয়া আসিয়া পৌছিলেন। দুই ভাই-এর তুমুল তর্ক দেখিয়া হাস্য করিয়া বলিলেন, “তোদের মামাদের মত এক জায়গায় হলেই কি কেবল তর্ক আর ঝগড়া ! মধ্যস্থ করে কথা কইতে কি কিছুতেই শিখবি নে’ ? ছিঃ ! ও কি !”

সরস্বতী বিরক্তির সহিত বলিলেন, “না মা কাতির বড় অন্যায়। ও দাদার মান রেখে কথা কইতে জানে না।”

দেবী। “থাক বাছা, আর কথায় কাজ নেই। চল এখন, পথের মাঝে আর বকাবকি করে না।” মুহূর্ত্ত মধ্যে ময়ূরে চড়িয়া কার্ত্তিক বলিলেন, “ডারজিলিংএ ওয়েট্ করবো।” কার্ত্তিকের ময়ূর উধাও হইল।

দেবী।—হারে গণেশ, ও কি বলে চলে গেলো। মাগো, কি ধোঁয়া উড়িয়েই যাচ্ছে—হারে ও কিসের ধোঁয়া ?

গণেশ।—দূর্জ্জয়লিঙ্গে আমাদের জন্যে অপেক্ষা করবে বলে গেলে। ধোঁয়া আর কিসের, সিগার খাচ্ছে।

দেবী। সে কি; উনি যে গাঁজা খান তাই নয় তো ?

স্বরস্বতী। না, না, মামারা রাতদিন খায়—দেখ নি।

দেবী ও লক্ষ্মী ঈষৎ হাস্য করিয়া বলিলেন, “কেতো আমাদের সব শিখেচে—যেন বজায় মামা।”

গণেশ বাহকদিগকে দ্রুত আসিতে বলিলেন, এবং এবার

যদি বিলম্ব হয়, তাহা হইলে তাহাদের পক্ষে অনিষ্ট হইবে এমন আশঙ্কা দেখাইয়া মূষিকের উপর ভর করিলেন। মূষিকদল পাই পাই ছুটিল।

দেবী দুই কন্যাসহ পাল্কীতে আরোহণ করিলেন। ভূতের দল লম্বা লম্বা ঠ্যাং ফেলিয়া হাওয়ার সঙ্গে মিশাইয়া গেল।

(৩)

গগনমার্গে মেঘমালা ভেদ করিয়া কাত্তিকচন্দ্রের ময়ূর যখন কেকারব করিতে করিতে দার্জ্জিলিং-অভিমুখে উড়িয়া চলিয়াছে, তখন কাত্তিক দেখিলেন, অদূরে তাঁহারই মত এক কাত্তিক ময়ূরহীন রথে আরোহণ করিয়া আকাশে পর্য্যটন করিতেছে। সে রথ কিসের সাহায্যে যে শূন্যপথে উঠিতে সক্ষম হইয়াছে, তাহা তিনি প্রথম বুঝিতেই পারিলেন না। পরে, সেই রথ চলিবার ভঙ্গী দেখিয়া বুঝিলেন যে, ইহা বাষ্প সাহায্যেই উড্ডীন হইতে সক্ষম হইয়াছে। কাত্তিকের মানসপটে একই সঙ্গে আনন্দ, দুঃখ ও লোভের উদয় হইল।

আনন্দের কারণ,—স্বীয় বুদ্ধির প্রাখর্য্যে চমৎকৃত হইয়া।

দুঃখের কারণ,—মনুষ্য-বুদ্ধিকে দেব-বুদ্ধির সহিত পাল্লা দিতে দেখিয়া।

লোভের কারণ—এমনি একটি রথ পাইবার আশা।

সেই ব্যোমরথ (এরোপ্লেন) ফিরিয়া ঘুরিয়া যেখানে অবতীর্ণ হইল, কাত্তিকও সেইখানে নামিলেন।

গগন-বিহারী উভয়েই, উভয়ে উভয়ের প্রতি নিরীক্ষণ

করিলেন। চারি চক্ষে মিলন হইল—বুঝি বা একটু প্রণয়ও হইল!

এরোপ্লেন-বিহারী কার্ত্তিকের নিকট আসিয়া তাঁহার ময়ূরের গায়ে হাত বুলাইয়া সেই প্রাণীটির ভূয়সী প্রশংসা করিলেন এবং জিজ্ঞাসিলেন, কোথা হইতে আসা হইতেছে।

কার্ত্তিক মামাদের দৌলতে কিছু কিছু ইংরাজি শিখিয়াছিলেন, চট্‌-করিয়া বলিলেন, "ফ্রম্ কেলাস" অর্থাৎ কৈলাস হইতে।

এরোপ্লেন-বিহারী।—আমি ক্যালকাটা হতে আসচি।

কার্ত্তিক।—আপনি?

এরোপ্লেন-বিহারী।—আমি ইংরাজ; নাম,—কার্কপেট্রিক; একজন ক্যাপটেন। আপনি?

কার্ত্তিক—আমি ক্রাটিক্ শারমা, সোয়ারগোজ্ (স্বর্গের) কমাণ্ডার-ইন্-চিফ্।

এরোপ্লেন-বিহারী—সোয়ারগো কি ইংরাজের অধীন রাজ্য?

কার্ত্তিক—না-না, সোয়ারগো স্বাধীন।

ইহা শুনিবামাত্রই এরোপ্লেন-বিহারী ইংরাজ-কাপ্তেন তাঁহাকে মিলিটারি কায়দায় সেলাম করিয়া দাঁড়াইল। সহসা কাপ্তেনের এমন পরিবর্ত্তন দেখিয়া, অর্থাৎ ইংরাজের সেলাম পাইয়া কার্ত্তিক-চন্দ্র কেমন একটু ভ্যাবাচাকা খাইলেন। তবে বড়ই তুখোড় ছেলে তিনি, তাই সে ভাব তাঁহার অধিকক্ষণ স্থায়ী হইল না। তিনি মুক্তকণ্ঠে সেই এরোপ্লেনের যথেষ্ট গুণগান করিতে আরম্ভ করিলেন।

ইংরাজও তাঁহার ময়ূরের ভূয়সী প্রশংসা করিয়া তাঁহাকে এলগিন্ হোটেলে যাইবার নিমন্ত্রণ করিলেন।

কার্ত্তিকচন্দ্র ইংরাজের ব্যবহারে মুগ্ধ হইলেন বটে, কিন্তু ধন্যবাদের সহিত সে নিমন্ত্রণ প্রত্যাখ্যান করিলেন।

ইংরাজ চলিয়া গেলে, কার্ত্তিক তাহার কথা কহিবার, দাঁড়াইবার ও চলিবার ভঙ্গী সম্বন্ধে তন্ময় হইয়া ভাবিতে লাগিলেন। ভাবিতে লাগিলেন যে, তাঁহার মামারা যে সব ঢং করে, তাহা এই সাহেবদেরই নকল মাত্র। কিন্তু এমন ভদ্র ব্যবহার তো মামাদের জানা নাই; মামারা জানেন কেবল ইহাদের ঢং দেখিয়া সং সাজিতে! বীরের জাতির যে প্রাণ, তাহা এই দাসানুদাসের জাতি কোথা হইতে পাইবে! ইহা ভাবিতে ভাবিতে উত্তেজনার মুখে কার্ত্তিক মামাদের উদ্দেশ্যে বলিয়া ফেলিলেন—"শালারা"।

এমন সময় গণপতি আসিয়া উপস্থিত। তিনি প্রশ্ন করিলেন, "একা দাঁড়াইয়া শালা বলা হচ্চে কাকে"? কার্ত্তিক কিছু অপ্রস্তুত হইলেন। দু'বার গোঁফে তা' দিয়া এদিক ওদিক চাহিয়া বলিলেন, "কই মা এখনো এলেন না যে?"

গণেশ হাসিয়া বলিলেন, "ওইতো সামনে পাল্কী আসছে! তোর হয়েছে কি? আমারি বুঝি কেবল দেখিস্ সিদ্ধির নেশা!"

কার্ত্তিক লজ্জায় অধোবদন। বামহস্তে মাথার সিঁথি ঠিক করিতে করিতে পাল্কীর দিকে অগ্রসর হইলেন।

গণেশ এদিকে ওদিকে চাহিয়া দেখিলেন, মামারা কোনও রূপ যান-বাহনের আয়োজন করিয়া পাঠায় নাই। তিনি ক্রোধে অগ্নি-

শর্ম্মা হইয়া বলিলেন, "সাধে কি আর বাবা এখানে আসতে দিতে নারাজ। এখন সব যাবে কোন চুলোয় ? মামা-বেটাদের এমনি আক্কেল যে গাড়ী দূরে যাক, একটা লোক পাঠায় নি যে, তোমাদের সঙ্গে করে পথ দেখিয়ে নিয়ে যায় !"

কার্ত্তিক হাসিয়া বলিলেন, "তার আর ভাবনা কি দাদা, এখানে হোটেলের কি দুঃখ ! এস্‌গিন হোটেলে চল না।" সরস্বতী বলিলেন, "ছিছি ! তোর মুখে একটু বাধলো না কোতো ? কি বলে বল্লি ! মা-বোন নিয়ে হোটেলে গিয়ে উঠবি কি করে !"

লক্ষ্মী।—"হাঁ ভাই, হোটেল কি ভাই ?"

সরস্বতী।—"সে যত রেয়োঘাটের আড্ডা।"

লক্ষ্মী।—"পোড়া কপাল, ছি ছি ! চল আমরা তবে ফিরে যাই।"

দেবী।—"তোরা কেন গোল কচ্ছিস্ বাছা !"

গণেশ।—'না, গোল করবে না, এখন চুপ করে থাকবার সময় কিনা ! এখন কি করে বেটাদের বাড়ী যাবে বল তো ? মামারা তাদের নিজের নিজের বউ-ছেলে-মেয়ে নিয়েই মেতে আছে, তারা তোমার জন্যে বড় ভাবছে কিনা ! নাও, পথে বসে থাকো। গোল করবে না ?"

দেবী।—"তোরা কি ছেলেই হয়েছিস্ বাপু ! এতটুকুও যদি তোদের জ্ঞান-বুদ্ধি হয়ে থাকে !"

সরস্বতী।—"সত্যি তো গোলমাল করে কি হবে ! একটা উপায় করতে হবে তো।"

কার্ত্তিক।—"আমি কিছু করেছি মা? আমি তো বরাবরই বলে আসচি হিসেব করে—পরামর্শ করে কাজ করা যাক।"

গণেশ।—"তুই চুপ কর বলচি। জ্যাঠামি করিসনে।"

লক্ষ্মী। "হাঁ, মিথ্যেও নয়।"

সরস্বতী।—কিন্তু মা এও বলি মামাদের কি আক্কেল বলতো!

দেবী।—"সরী, তুইও কি সব ভুলে গেলি। মনুষ্যলোকে এসেই দেখছি তোদের সকলকেই মানুষের মত মান-অভিমান রাগ-দুঃখ এই সব রিপুগুলো আশ্রয় করেচে। হাঁরে, তোরা যে এ সবের অতীত,—তোরা কে, একবার উর্দ্ধে চেয়ে দেখ।"

সরস্বতী।—"মা, কি করবো মা, ভুল হয়ে যায় যে! কাম ক্রোধ রিপুগুলো পৃথিবীর বায়ু-মণ্ডলকে এমন আচ্ছন্ন করে রয়েছে, যে তার প্রভাবে কেমন হয়ে যাই।"

গণেশ।—"সত্যি মা, সরস্বতী ঠিকই বলেছে।"

কার্ত্তিক।—"তাইতো তাইতো, নইলে কি আর এমন হই।"

লক্ষ্মী।—"মা, ওই দেখ আমাদের যাবার জন্যে ওই কি আসছে, আমি দেখতে পাচ্চি।"

দেবী।—"হাঁ তাই বটে। ওই দেখ, বাছা, এবার আমাদের যাবার জন্যে নূতন বাহনের ব্যবস্থা। ওই দেখ, গ্রীবাভঙ্গী করে নৃত্য করতে করতে পদ-খুরে মেঘমালা ছিন্ন ভিন্ন করচে, হ্রেষারবে চতুর্দ্দিক প্রকম্পিত করে অশ্বদল আমাদের বহন করবার জন্য এই দিকে আসচে। ওই দেখ, অগ্রভাগে নন্দী ও ভৃঙ্গী—অশ্ব-শ্রেণীকে সংযত করে লয়ে আসচে। তোমার মামাদের যাতে

করে নিয়ে যাবারই সাধ হোক না কেন, তাতে তো হবে না, আমার যাবার আয়োজন স্বয়ং মহাকাল করে দিয়েছেন।" আয় সব, আয় বাছা।

(৪)

কার্ত্তিক ঠাকুর সবেগে ঘোড়া ছুটাইয়া একেবারে সারাপুলের নিকট আসিয়া পৌছিলেন এবং সেই পুলের নির্ম্মাণ-কৌশল তন্ময় হইয়া দেখিতে লাগিলেন। ক্ষণপরে গণেশ আসিতেই কার্ত্তিক প্রশ্ন করিলেন, "মা ও দিদিরা কোথায়?"

গণেশ। –"নন্দীদা ভৃঙ্গীদা নিয়ে আসচে, তুই বসে কেন? হাঁ করে কি দেখচিস!"

কার্ত্তিক। "হুঁঃ, দাদাঠাকুর! এ হাঁ করে দেখবারই যে জিনিষ! একবার মুখ বুজে চোখ মেলে দেখনা, কেমন না হাঁ কর দেখি! ব্যাপার খানা একবার ভেবে দেখছ! যে-সে নয় দাদা, একবারে পদ্মামাসি! অতবড় খাণ্ডা বেটি, তাকেই কি না মানুষে মিলে বেঁধে কাবু করলে!"

গণেশ। "আরে রাখ তোর কাবু করা! দেখ না, কবে বেটী আবার ফোঁস্ ক'রে গা ঝাড়া দিয়ে বিলকুল ভাসিয়ে দেয়।"

কার্ত্তিক।—"বিলকুল কি?"

গণেশ। –"তা জানিস্ নে বুঝি? তবে মামার বাড়ী গিয়ে পথে ঘাটে বেড়াবি কি করে? মামারা চটিলে হয় ভাঙ্গাভাঙ্গা হিন্দী কথা, নয়ত বাঙ্গালা মিশানো ইংরেজী বুলি ছাড়ে! তুই

রাগ করতে শিখেছিস, হিন্দী শিখিস্ নি? বিলকুল হ'ল হিন্দি কথা, মানে সমস্ত, সকল, সমুদয়।"

কার্ত্তিক। "হয়েচে-হয়েচে, আর অত মানে ভাঙ্গিতে হবে না। বড় চোটের একটি হিন্দি কথা শিখেচেন, তার আবার সতের গণ্ডা টীকা। আমিও একটা হিন্দি বলচি, বলদিকি তার মানে কি! গঁড়েশ কাকে বলে? বরগাঁহো কি বল তো?"

গণেশ শুঁড় নাড়িয়া হাস্য করিতে করিতে বলিলেন,—"খোট্টারা আমাকেই গঁড়েশ বলে বটে, কিন্তু বরগাঁহোটা দেহাতি কথা, সাধুভাষা নয়।"

এমন সময় নন্দী, ভৃঙ্গী প্রভৃতিকে দূরে আসিতে দেখিয়া কার্ত্তিক অশ্বপৃষ্ঠে সপাৎ করিয়া চাবুক মারিলেন এবং পুলের পুলিশকে দুইটা নগদ পয়সা দিয়া পুল পার হইয়া চলিয়া গেলেন। তদ্দৃষ্টে গণেশও ভায়ার অনুকরণ করিয়া ভায়াকে অনুসরণ করিলেন।

দেবী নন্দী-ভৃঙ্গীর মুখে পদ্মার এতাদৃশ বন্ধন অবস্থা শুনিয়া হাপুস-নয়নে কাঁদিতে লাগিলেন। তদ্দর্শনে সরস্বতী বলিলেন, "মা, মনুষ্যলোকে এসে তোমারও যে মোহ উপস্থিত, তুমিও কাঁদচ!"

লক্ষ্মী। "তাই—বটে! হাঁ মা, তোমারও কি বাপু!—"

দেবী চক্ষু মুছিলেন। গালে হাত দিয়া স্থির হইয়া কিছু-কাল বসিয়া রহিলেন। নন্দী বলিল, "আর তো বসলে চলবে না মা! কার্ত্তিক গণেশ আগু বেড়ে গেছে। তারা আমাদের

মুক্তে পথের মাঝে অপেক্ষা করবে, দেরী হলে রেগে আগুন হয়ে উঠবে।”

নন্দীর কথা শুনিয়া কয়জনেই আবার নিজের নিজের ঘোড়ায় সোয়ার হইলেন। দুই জন ভদ্রলোক পুল দেখিতে আসিয়া ইহাদের অশ্বারোহণে দেখিতে পাইল এবং কৌতূহলী হইয়া জিজ্ঞাসা করিল, ইহারা কোন দেশীয় বেদে।

নন্দী হাস্য করিয়া উত্তর করিল, “কৈলাসী বেদে। তোমাদের বোনাই-এর দেশ যেখানে।”

ভদ্রলোক দুইটি চটিয়াছেন দেখিয়া তাহারা কয়জনেই ঘোড়া ছুটাইয়া চলিয়া গেলেন।

নিমিষের মধ্যেই—তাঁহাদের অশ্ব পূর্ব্ববঙ্গ-রেল-লাইনের পোড়াদহ প্রভৃতি যত দ'পড়া ষ্টেশন পার হইয়া ক্রমে রানাঘাট আসিয়া পৌঁছিল। তাঁহারা আসিয়া দেখেন, কার্ত্তিক ও গণেশ ঘোড়া দুইটি চূর্ণী-নদীর ধারে এক বটবৃক্ষের কাছে বাঁধিয়া রাখিয়া রাণাঘাট পরিদর্শনে যাইবার উপক্রম করিতেছেন।

নন্দী প্রভৃতি আসিয়া বলিল, “সে কি কথা! তোমরা দেবতা, মনুষ্যলোকে এসে মানুষের মত বেড়াবে সে কি! হাঁ গা মা ঠাকরুণ! বল না?” দেবী বলিলেন, “আহা, তা যাক নন্দী, একটু দেখে শুনে আসুক। দেবতা আর মানুষ, ওরে মানুষের মধ্যেও দেবতা আছে তা জানিস্। দেখুক্, দেখুক—একটু জ্ঞান হোক।”

কার্ত্তিক।—“এঁহে, কেমন নন্দীদা! দেখলে তো!

গণেশ।—"চল—চল।"

দেবী।—"একটু শিগ্‌গির আসিস্‌। আমি ততক্ষণ এই নদীতেই পূজা-আহ্নিক সেরে নি'।"

গণেশ ও কার্ত্তিক একবারে রাণাঘাট-ষ্টেশনের সন্মুখস্থ বাজারে আসিয়া উঠিলেন। হোটেলের লোক আসিয়া তাঁহাদের বলিল, "বাবুরা হোটেলে যাবেন—ভদ্রলোকের জন্যে দিব্যি আহারের ব্যবস্থা, দুখানা করে মাছ।" গণেশ হাসিয়াই আকুল; বলিলেন, "হাঁরে কার্ত্তি, এরা বলে কি!"

কার্ত্তিক তাহাদের বিদায় দিয়া একটা খাবারের দোকানে উঠিলেন। দোকানী তাঁহাদের দেখিয়াই বলিয়া উঠিল, "আসুন বাবু মহাশয়! একেবারে হাতে গরম সিঙ্গাড়া।"

কার্ত্তিক যে সেই সিঙ্গাড়ার লোভেই উঠিয়াছিলেন, তাহা বলাই বাহুল্য। দুই ভাই দুই ঠোঙ্গা হাতে লইয়া বসিয়াছেন, এমন সময় এক ভদ্রলোক তাঁহাদের পাশে আসিয়া বসিল, এবং বলিল, "এই যে ভায়ারা কতক্ষণ ট্রেন থেকে নামা হ'ল! আমি তো খুঁজে খুঁজে হয়রান! কিন্তু বাবা ঠিক আঁচ করেছি যে নিশ্চয়ই যুগলে খেতে এসেছেন।"

গণেশ অবাক হইয়া তাহার প্রতি চাহিয়া রহিল।

কার্ত্তিক গণেশের তদবস্থা দেখিয়া ইঙ্গিতে পকেট সামলাইতে বলিলেন, এবং সেই ভদ্রলোককে বলিলেন, "আর দাদা, তুমিও যেমন, এসে পড়া গেল। বল্লে, ভাল খাবার; তাই দু-এক খানা খাওয়া যাচ্ছে।"

ভদ্রলোক !—"বটে-বটে ! তবে তো দেখা উচিত।" দোকানী তাহাকেও এক ঠোঙ্গা সিঙ্গাড়া প্রভৃতি দিল। ভদ্র-লোক হাস্তমুখে তাহা সেবা করিয়া অগ্রেই উঠিলেন এবং কার্ত্তিকের প্রতি চাহিয়া বলিলেন, "ভায়া, তুমি সব পয়সা দিয়ে এসো, আমি এই পান-টান কিনিগে।"

কার্ত্তিক ও গণেশ পানের দোকানে আসিয়া দেখেন, ভদ্র-লোকটি পান ও সিগারেট্ নিজের পকেট ভর্ত্তি করিয়া তাঁহাদের জন্যও কিছু লইয়া দাঁড়াইয়া আছেন। তাঁহারা পৌছিতেই বাবুটি বলিলেন, "ইহার দরুণ সামান্য আট আনা মাত্র দিলেই হইবে।"

গণেশ কার্ত্তিকের মুখের প্রতি চাহিলেন। কার্ত্তিক হাস্য করিয়া মূল্য শোধ করিলেন, এবং বাবুটির পরিচয় জিজ্ঞাসা করি-লেন। বাবু বলিলেন, "এঁ্যা এত আলাপ হ'ল, খাওয়ালেন, আর অধমের নাম জানেন না। আমার নাম হ'ল চারুচন্দ্র গোঁসাই, নিবাস শান্তিপুর। কলিকাতায় চাকরী করা হয়। আজ বাড়ী যাওয়া যাচ্চে।"

কার্ত্তিক অবাক্ হইয়া তার প্রতি চাহিলেন, একটু ভীতও হইলেন। গণেশ বলিলেন, "কাতি আর দেরী করে না।" গণেশের ভয়,—পাছে এ লোকটা সর্ব্বস্ব কাড়িয়া লয়।

এমন সময় শান্তিপুরের গাড়ীর ঘণ্টা পড়ায় বাবুটি "তবে Good bye" বলিয়া ছুটিয়া চলিয়া গেল।

গণেশ ও কার্ত্তিক উভয়ে সেই বাবুটির আহারাদির পর

চলিয়া যাইবার ভঙ্গী দেখিয়া কিছুকাল অবাক হইয়া রহিলেন। খাবারওয়ালা হাসিতে হাসিতে আসিয়া বলিল, "কি দেখচেন! উনি বড়ই সপ্রতিভ লোক, ওনাদের দেশে আপন-পর নেই।—"

গণেশ বাধা দিয়া বলিলেন, "বসুধৈব কুটুম্বকম্ নাকি!"

এক বিদেশী বাবু সেইখানে দাঁড়াইয়া সমস্তই দেখিতেছিলেন, তিনি ঈষৎ হাস্য করিয়া বলিলেন, "শান্তিপুরের লৌকিকতার কথা জানেন তো! এ দেশের অনেকেই অপরিচিত অন্য দেশীয়ের কাছে হাত পাততে সঙ্কোচ বোধ করে না। শুধু শান্তিপুর বলি কেন?—এ অঞ্চলের লোকে কি বলে জানেন! বলে—যার কাছে চাইলে পাব, তার হাড় খাব, মাস খাব, তার চামড়া নিয়ে ডুগ্‌ডুগি বাজাব।"

গণেশ নিজের উরুদেশে সজোরে দুই চপেটাঘাত করিয়া চীৎকার করিয়া বলিয়া উঠিলেন—"সর্ব্বনাশ! এঁ্যা! বলেন কি মশায়!"

বাবু মৃদু হাসিয়া বলিলেন, 'কিন্তু মজা এই যে এরা মুখে এক-একটি বাদসাহ বিশেষ! এদের কথার লম্বা-চৌড়ার বহর দেখে কে! বেশী দূর নয়, এই কাছেই উলা-রঘুপুর গ্রামে গিয়া দেখুন, সবাই এক-একটি লাট সাহেব। কেউ রেলের কেরাণী—ঘুষ খেয়ে খেয়ে দু'পয়সা সঞ্চয় করে আজ গ্রামে মাতব্বর হয়েছেন—একটু একটু মদ খাচ্চেন, সিগার টানচেন, আর দুটা চাষার কাছে বসে কত রাজা-উজীর মারচেন।"

কার্ত্তিক এতক্ষণ একমনে অদূরে উপবিষ্টা দুইটি মহিলার

কথার ভঙ্গী দেখিতেছিলেন। একজন অনর্গল বকিয়া যাইতেছে, অন্য মহিলাটি দুই হাত নাড়িয়া বলিবার জন্য কেবল বাধা পাইয়া হাঁপাইয়া উঠিতেছে। কার্ত্তিকের কাছে ইহা এক তামাসা বলিয়া বোধ হওয়ায় তিনি সেই—বাবুটিকে উহা দেখাইয়া জিজ্ঞাসিলেন, "ইহারা কোন অঞ্চলের নারী!"

বাবু মুহূর্ত্তকাল অপেক্ষা না করিয়া উত্তর করিলেন, "এক জন শান্তিপুরের, অন্য জন উলার। জানেন না, একটা ছড়া আছে:—

উলোর মেয়ের কুলকুলুনি
নদের মেয়ের খোঁপা।
শান্তিপুরের হাত নাড়াটা
গুপ্তিপাড়ার চোপা॥"

কার্ত্তিক হাসিয়া বলিলেন, "হাঁ হাঁ, গুপ্তিপাড়ার নাম শুনেছি বটে। সে দেশ কোথায়! সেখানে কি কি দেখবার জিনিস আছে?"

বাবু বলিলেন, "শান্তিপুরের আড়্‌পারে গুপ্তিপাড়া। দেখবার মত আছেন, এক বৃন্দাবন চন্দ্র ঠাকুর, আর বানর।"

গণেশ বলিলেন, "কাতি, আর দেরী করে না চল! মনে আছে তো!"

কার্ত্তিক বলিলেন, "তবে চল্লাম মশায়।"

উভয়ে ফিরিয়া আসিয়া দেখেন, মা লক্ষ্মী ও সরস্বতী নদীর ধারে স্থির হইয়া বসিয়া আছেন। তাঁহাদের আসিতে দেখিয়া ভগবতী বলিলেন, "তোদের আসতে দেরী দেখে আমি সেই অব-

সরে সমস্ত বাঙ্গালাদেশ ঘুরে দেখলাম আমাদের প্রাণ প্রতিষ্ঠার আয়োজন হয়েছে শুধু এক পল্লীগ্রামের দরিদ্র কৃষকের বাড়ী। আর কোথাও আমাদের আশ্রয় নেবার মত আয়োজন নেই।"

কার্ত্তিক।—"সে কি মা! কলকাতায়?"

দেবী।—"বলিসনে বাছা! সেখানে শ্রদ্ধা-ভক্তির নাম গন্ধ নেই।"

গণেশ।—"কিন্তু মা, কল্‌কাতায় খুব ঘটা হয়।"

কার্ত্তিক।—"ওঃ! কি রকম ইলেক্‌ট্রিক আলো পাখার বন্দোবস্ত! তা ছাড়া, খাওয়ার বহর কত! বিলাতি খানা, মুসলমানী খানা, বাঙ্গালী খানা থেকে আরম্ভ করে ইস্তক—"

সরস্বতী বাধা দিয়া বলিলেন, "ইস্তক মুদ্দফরাসী খানা। খাওয়ানর কথা আর বলিস্‌নে ভাই। কলকাতার লোকে যা খাওয়ায় তা দেখতে তো আর আমার বাকি নেই। ছি ছি!"

গণেশ। "হাঁ হাঁ সে কথা ঠিক। আমিও দেখেছি। কলকাতার খাওয়ানর সব ক্লাশ আছে। বড় জমীদার, হাইকোর্টের জজ ও বড় বড় ব্যারিষ্টারদের প্রথম শ্রেণীর খাদ্য দেওয়া হয়! হাইকোর্টের মাঝারী ব্যারিষ্টার ও বড় উকীল, মাঝারী জমীদার ও কাগজের সম্পাদকদের দুই নম্বরের খাবার দেওয়া হয়। ছুটো ব্যারিষ্টার ও ডিপুটী-মুনসেফদের তিন নম্বরের, আর ছোট কোর্টের চুনো পুঁটী ও ন্যাংরা এই তিন জাতীয় উকীল ও পুলিশের বড় কর্ম্মচারীদের ভাগে চার নম্বরী খাদ্য। বাদ বাকী সব পাঁচ-নম্বরী, তবে চার ও পাঁচে তফাৎ কিছুই নেই,—তফাতের মধ্যে একটু

আগে আর একটু পরে। ডাক্তাররা নিজের নিজের কেরামতির জোরে যে নম্বরে হয় ঢুকে পড়ে।

নন্দী।—"তা যা বলেছেন দাদা ঠাকুর! একেবারে খাঁটী কথা।"

গণেশ।—"সত্যি কথা বলব বাবা! তা মামাই হোন আর শালাই হোন।

ভৃঙ্গী।—"বটেই তো দাদা ঠাকুর! কিসের তোয়াক্কা রাখবেন!"

কার্ত্তিক। "তবে তোমরা কি কলকাতায় যাবে না?

গণেশ। তা কেন! নিশ্চয় যাওঙ্গে, তবে দু-কথা বলতে ছাড়বো কেন!

কার্ত্তিক। "হাঁ মা তবে চল!"

দেবী। "কলকাতায় যে বাপু আমাদের আশ্রয় নেবার মত ঠাঁই নেই!" সকলকেই বিষন্নমুখে বসিয়া থাকিতে দেখিয়া দেবী কহিলেন, "আচ্ছা, সেই পল্লীগ্রামে আমাদের আড্ডা রাখিয়া কলকাতার সেই মল্লিক-বাড়ী যাই চল। তাদের ভক্তি আছে, তবে কিনা বড় অনাচার। তাই যেতে ইচ্ছে হয় না। চল, সেখানেই যাওয়া যাক্।

সেই সুদূর পল্লীগ্রামবাসী ভক্ত-কৃষকের দুর্গা-প্রতিমায় প্রাণ-প্রতিষ্ঠার জন্য আত্ম-নিবেদন করিয়া দেবী পুত্র-কন্যা ও নন্দী-ভৃঙ্গী সহ কলিকাতা রওনা হইলেন। অশ্বদলকে মুক্ত আকাশের কোলে বিচরণ করিতে অনুমতি দিয়া তাঁহারা সকলে আসিয়া

রেলগাড়ীতে উঠিলেন। কার্ত্তিক ও গণেশ সর্ব্বপ্রথমেই জানালার নিকট বসিবার জন্য ব্যস্ত। নন্দী টিকিট করিতে গিয়াছিল, ট্রেন ছাড়ে ছাড়ে এমন সময় সে হাঁপাইতে হাঁপাইতে ছুটিয়া আসিল।

কার্ত্তিক চটিয়াই লাল! রাগ করিয়া বলিলেন, "তোর সব কাজেই কুড়েমি! যদি গাড়ী ছেড়ে দিত, তা'হলে তো সেখানে আমরা বিপদে পড়তাম—যে ভাড়া চাইত তাই দিতে হত।"

গণেশ।—"শুধু তাই নয়! তার ওপর ফাইন্! এ স্বর্গ-রাজ্য নয় যে, সত্যি কথা কেউ বিশ্বাস করবে।"

নন্দী।—"তা' আমার কি দোষ বলতো! দশ টাকার লোট দিলাম, টিকিট বাবু বললে লোট্ ভাঙ্গিয়ে নিয়ে আয়—তা' নইলে এখানে বাটা লাগবে। আমি কইলাম, "তা' যা' লাগে লাগুক শিগীর করে দাও বাবু।', তা' বাবু কি আর দিতে চায়! এদিক হাঁতড়ায়, ওদিকে হাঁতড়ায়, তারপর যখন গাড়ী কু করলে, তখন একটা টাকা আর সাত খান্ টিকিট দিয়ে বললে 'ছুটে যা বেটা, নইলে গাড়ী পাবি নে।' আমিও ছুটে আসচি। কিন্তু বেটা ঠকালে! বাবু সাজলে কি হয়! পাঁচ টাকা চার আনার টিকিট বেচে, বেটা তিন টাকা বার আনা আমার চুরি করলে।"

গণেশ।—"অঁা, বলিস্ কি! হাঁরে কাতি! এর নাম এদের শিক্ষা! তুই না বলিস্ বাঙ্গালী এখন মানুষ হয়েচে।"

সরস্বতী।—"পোড়া কপাল ওদের মনুষ্যত্বের! কেবল গানের সময় চেঁচায়—মানুষ আমরা নহি তো মেষ"!

কার্ত্তিক ফ্যাল ফ্যাল্ করিয়া সকলের মুখের দিকে চাহিয়া লইয়া বলিল, "তাই তো তোমাকে ঠকালে নন্দীদা! তা' তুমি যে বোকা! বোকা পেলে কে না ঠকায়!"

নন্দী।—"কি বলব দাদা ঠাকুর! আমি বোকাই হয়েছি বটে! কিন্তু সেই টিকিট-বেটা যদি গাড়ী ছাড়বার একটু আগে পয়সা দিত, তা' হ'লে আমি নন্দীরাম তাকে দেখিয়ে দিতাম আমি কেমন বোকা!"

গণেশ।—"নিশ্চয়! সে লোকটা হ'ল জোচ্চোর। রেলের ইষ্টিশনে বিস্তর জোচ্চোর থাকে। আর এতো ঠকিয়ে নেওয়া নয়, একে বলে কেড়ে নেওয়া। ও বেটারা হ'ল জোচ্চোরের যাস্থ, জোচ্চোরের ধাড়ী"

দেবী।—"যাক্-যাক্! আহা, তাদেরও বড় কষ্ট রে, নইলে আর পরের গাঁট্‌-কাটে! কি করে বল! ছেলে পিলে নিয়ে খেতে কুলায় না, কাজেই সিকিটা আধুলীটা যা পায়!"

গণেশ।—"ও কথা বোলো না মা! আমাদের না হয় গেল তত যায় আসে না। কিন্তু গরীব চাষা, পাড়া গাঁয়ের লোকেদের একটা সিকি-আধুলীই যদি যায়, তবে কতটা যায় বল তো?"

সরস্বতী—"সত্যি তো! দেখ মা, ও বাঙ্গালী-মামাদের গরীব-বড়লোক নেই! ওরা বাগে পেলেই পরের জিনিষ নিজের করে নিতে লজ্জা বোধ করে না, আর বলে কি জান? বলে, শালার খুব গ্যাঁড়া দেওয়া গেল। এ শুধু রেলের বাবুর নয়, এই গ্যাঁড়া দেওয়ার স্বভাব, যিনি এ দেশের নেতা বা নায়ক সেজে

বেড়ান, তাঁরও খুব আছে। কাকে রেখে কার কথা বলব মা!"

গণেশ।—"ঠিক—ঠিক! কাতি, বল না, মামাদের সেই স্বদেশীর সময়ের টাকা গুলো কোন্ বঙ্গ-সুসন্তান চুরি কল্লেন!"

দেবী।—"আমি কি আর জানিনে বাছা! নইলে, এদের এমন দুর্গতি হবে কেন! সে-বার বর্দ্ধমানের বন্যা-পীড়িত লোকের সাহায্যের জন্যে যে টাকা, কাপড় ও খাবার তোদের ক্ষুদে মামারা ভিক্ষে করে জোগাড় করেছিল, তার অধিকাংশই এক বঙ্গ-সঞ্জীবন চুরি করেন। ওরে ভিক্ষের চাল, তাতেও চুরি—কি আর বলব বাছা! তাই তো তিনি যখন বলেন যে, গয়না পরে যেও না, তোমার বাপ-মা ও ভাইরা চুরি করে নেবে, তখন রাগ করি বটে, কিন্তু মনে মনে ভাবি মিথ্যেও তো বলেন না।'"

এই সময় ট্রেন কাঁচরাপাড়া আসিয়া পৌঁছিল, এবং দলে দলে লোক ছুটিয়া আসিয়া তাঁহাদের ক্লাসে উঠিবার জন্য দ্বার ধরিয়া নন্দীর সঙ্গে টানাটানি আরম্ভ করিয়া দিল। কার্ত্তিক সেই দিকে আসিয়া "দেড়া ভাড়া" "দেড়া ভাড়া" বলিতেই অনেকে চলিয়া গেল। কিন্তু তাহাদের পশ্চাতে যে বাবু বেশধারী এক বাঙ্গালী মুখে চুরুট ও হাতে ভগ্ন ছাতা লইয়া দাঁড়াইয়াছিলেন, তিনি নড়িলেন না। তাঁহার সঙ্গে দু'তিনটি স্ত্রীলোক ও একটি ছোট ছেলে ছিল। ভিড় সরিয়া যাইতেই তিনি আসিয়া দ্বার খুলিতে গেলেন এবং নন্দীর মুখে দেড়া ভাড়া শুনিয়া অগ্নিশর্ম্মা হইয়া বলিলেন, "কার সঙ্গে কথা কইচিস, জানিসনে, বোধ হয়!" নন্দী হাসিয়া বলিল, "বাবার সম্বন্ধীর সঙ্গে বোধ হয়।"

বাবু—'ড্যাম-ননসেন্স' প্রভৃতি অকথ্য-কুকথ্য, শ্রাব্য-অশ্রাব্য অনেক রকম চীনা-ইংরাজীতে গালি দিয়া কার্ত্তিকের প্রতি চাহিয়া বলিলেন, "ইওর সারভ্যাণ্ট (your servant)"

কার্ত্তিক বহু কষ্টে হাসি চাপিয়া বলিলেন, "আমাদের ক্লাশে মেয়েরা আছেন, অন্য গাড়ীতে আপনার গেলে হত না কি !"

বাবু বিরক্তভাবে উত্তর করিলেন, "আমার সঙ্গেও মেয়েরা আছেন, হোয়াট্ অফ দ্যাট্ (what of that.) আমায় কিনা বলে দেড়া ভাড়া ?—বাবার সম্বন্ধী ? ছোট লোক !"

কার্ত্তিক নন্দীকে তিরস্কার করিয়া দ্বার খুলিয়া দিলেন। বাবু মেয়েদের অগ্রে উঠাইয়া পরে উঠিয়া বসিলেন। ট্রেন ছাড়িয়া দিল। বাবু গিন্নির দিকে সহাস্য দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া বলিলেন—"আমার খাতির দেখ্‌লে ?"

ইতিমধ্যে ট্রেন ধীরে ধীরে শিয়ালদহ ষ্টেশনে আসিয়া পৌঁছিল। নন্দী দ্রুতবেগে যাইয়া একখানি মোটর গাড়ী ভাড়া করিয়া ফেলিলেন। সকলেই কলিকাতার রাজপথে সন্ধ্যার দীপালোক ও জন-সমুদ্র দেখিয়া আনন্দিত হইলেন। কার্ত্তিক বলিলেন, "মা তাই তো বলি, চল কলিকাতায়। কোথাও ঠাঁই না পাই কালীঘাটেই থাকব।

ইতিমধ্যে মোটর আসিয়া মল্লিক-বাড়ীর নিকট পৌঁছিল।

(৫)

মহাসপ্তমীর দিন সকালে উঠিয়াই কার্ত্তিক বলিল,—"চল দাদা, গঙ্গাস্নান করিয়া আসি।"

গণেশ বলিল,—"মাকে বলিয়া গেলে হইত না?"

কার্ত্তিক।—"না সে সব ফ্যাসাদে দরকার নাই। বলিলেই এখনি নিজে যাইতে চাহিবেন। এবার আবার গাড়ীভাড়া ভয়ানক বাড়িয়া গিয়াছে শুনিতেছি। তাহার উপর লক্ষ্মী, সরস্বতী, নন্দী ভৃঙ্গি প্রভৃতি সবশুদ্ধ ৭।৮ জন লোক। লোক বেশী দেখিলেই বেটা গাড়োয়ান ভাড়া বেশী চাহিয়া বসিবে। জানই তো গতবারে গাড়োয়ানটার সঙ্গে আর একটু হইলেই হাতাহাতি হইয়া যাইত।"

গণেশ।—"সে কথা ঠিক। কিন্তু নিজে যাইতে না পারিলে মা আমাদিগকেও যাইতে দিবেন না।"

এমন সময় দুর্গা, লক্ষ্মী, সরস্বতী সকলে চোখ মুছিতে মুছিতে সেখানে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। কার্ত্তিক তাড়াতাড়ি কথা উলটাইবার জন্য বলিয়া উঠিল,—"ঈস্, এখানে এসে যে আটটার আগে আর ঘুম ভাঙ্গে না দেখ্ছি!"

দুর্গা হাসিয়া বলিলেন, "তা তো হবেই। এখন বাবুদের কোথা যাওয়া হচ্ছে শুনি?"

গণেশ ভ্রূ কুঁচকাইয়া বলিল—"কোথায় আবার? একটু সকালে মর্ণিং ওয়াক্ করতে যাচ্ছি।"

সরস্বতী মাতার বাম বাহুটী জড়াইয়া ধরিয়া বলিল, "আমি বুঝতে পেরেছি মা, ওরা সব গঙ্গা নাইতে যাচ্ছে। আমি কিন্তু ছাড়বো না, আমাদেরও নিয়ে যেতে হবে।"

কার্ত্তিক রাগিয়া বলিল, "তোমরা কোথায় যাবে? যদিই

বা গঙ্গা নাইতে যাই, তোমাদের কি আর যাবার জো আছে ?"

দুর্গা বলিলেন, "কেন" ?

কার্ত্তিক বলিল, "ওঃ, আজকাল যে রকম গুণ্ডার উপদ্রব হয়েছে—জোর ক'রে রাস্তার মাঝখানে তা'রা গহনা-পত্র কাড়িয়া লয়। এই দেখ না ইংরাজী কাগজে কি লিখেছে"—

এই বলিয়া পকেট হইতে বায়স্কোপের একখানা বড় ইংরাজী হ্যাণ্ডবিল বাহির করিয়া তাহার একটা মনগড়া বাঙ্গালা তর্জ্জমা আরম্ভ করিয়া দিল ; যথা—

"গত মঙ্গলবারে কতকগুলি দুর্ঘটনা ঘটিয়া গিয়াছে—অনেকগুলি স্নানের ঘাটে। নিমতলা ঘাটে একজন গুণ্ডা কাড়িয়া লইয়াছে একটা নথ একজন বর্ষীয়সী রমণীর নাক হইতে, যাহাতে তাহার নাকটি দু-খণ্ড হইয়া গিয়াছে। আর একজনের আঙ্গুল কাটিয়া আংটী লইয়া গিয়াছে এবং ৭।৮ জনের হার চুরি গিয়াছে। ২৬ জন রমণীর কোন সন্ধান পাওয়া যাইতেছে না।"

দুর্গা শুনিয়া বলিলেন—"কি ভয়ানক !"

কার্ত্তিক সরস্বতীর প্রতি বক্রদৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া বলিল, "দেখছ সাধে কি আর তোমাদের নিয়ে যেতে চাই না ? আমার তো মনে হয়, তুমি নাইতে গেলেই তোমাকে ধরে নিয়ে যাবে।"

সরস্বতী বলিল, "তাহ'লে তোমাদেরও তো বেরুনো উচিত নয়।"

কার্ত্তিক হাসিয়া বলিল, "দূর আমরা পুরুষ মানুষ ; আমাদের

কি আর কিছু তোড় জোড় আছে যে তার জন্যে গুণ্ডারা আক্রমণ করবে? তোমরা যে ম'রে গেলেও গহনা না প'রে বেরুতে পারবে নে, কি হবে বল্!"

দুর্গা বলিলেন, "না বাপু, একান্তই যদি যাও, তো রিষ্টওয়াচটি রেখে যাও। অরে, নন্দী, দেখিস্ বাবা, গাড়ী ঘোড়ার পথ—খুব সাবধান, ভিড়ে যেন ছিট্‌কে পড়ে না।"

গণেশ বলিল, "না, না, সে জন্য কিছু ভেবো না। ন'ন্দে, চল্ এই বেলা বেরিয়ে পড়ি।"

দুর্গা বলিলেন, "সে কিরে, গণেশ, তুই তো আগে নন্দিদা বল্‌তিস্ এখন আবার এই ছোট লোকের মত কথা বলতে কবে শিখলি?"

গণেশ বলিল, "তুমি জান না মা—আজকাল আর চাকর বাকুরকে সে রকম ডাকা পদ্ধতি নাই; এখন যে আমরা সাহেবদের মতন সভ্য হয়েছি।"

দুর্গা কহিলেন, "তোমার মাথা হয়েছ। যাই হোক্, বাবা নন্দী, দেখো যেন ছোঁড়াগুলো জলে বেশী ঝাঁপাই ঝোড়ে না। আর বেশী দেরী ক'রো না। সকাল সকাল এসে খেয়ে-দেয়ে একটু ঘুমিও। অনেক রাত্তিরে সন্ধিপূজা—নহিলে রাত জাগ্‌তে পারবে না।

অতঃপর কার্ত্তিক, গণেশ ও নন্দী বাহির হইয়া পড়িল। ভৃঙ্গীর পূর্ব্বরাত্রে অতিরিক্ত লুচি খাওয়ায় আজ সকাল হইতে পেট ছাড়িয়া দিয়াছিল, স্থতরাং সে যাইতে পারিল না। রাস্তায় বাহির

হইয়াই গণেশ বলিল, "ঘড়ি টড়ি কিছু আনা হইল না, শেষে বেলা বুঝিতে মুস্কিল হইবে।"

কার্ত্তিক বলিল, "আমায় কি তেমনি কাঁচা ছেলে পেয়েছো দাদা? আমি পকেটের ভিতরে করে ঘড়িটা নিয়ে এসেছি। হাত-ঘড়ি হাতে না দিয়ে কি কার্ত্তিকচন্দ্র বেড়াতে পারেন?" এই বলিয়া পকেট হইতে ঘড়িটা বাহির করিয়া যত্নসহকারে হাতে বাঁধিয়া লইল।

রাস্তায় চলিতে চলিতে গণেশ বলিল, "আচ্ছা নন্দী, এত যে লোক সব জামা জোড়া এঁটে গঙ্গার দিকে বেড়াতে যাচ্ছে, এরা কি এই হিমের সময় রোজ মর্ণিং ওয়াক্ করতে যায়?"

নন্দী বলিল, "না, দাদা বাবু, এঁরা সব সখের পায়রা, এই তিন দিন মাত্র সকাল সকাল উঠিয়া গঙ্গার ধারে অভিযান করেন, এবং মেয়ে-ঘাটের আশে পাশে ঘুর ঘুর করিয়া বেড়ান।"

হঠাৎ কার্ত্তিক বলিয়া উঠিল, "ওহে, বিস্তর সব স্ত্রীলোক হেঁটে পাড়ি দিচ্ছে, দেখছি! মা-দিদিদের সঙ্গে করে নিয়ে এলেই হোত।"

গণেশ বলিল, "দূৎ, ওরা কি সব ভদ্র লোক? দেখছিস্ না, কত গাড়ী, মটরকার, ফেটিং যাচ্ছে আর তাদের মধ্যে কেমন ভাল ভাল মেয়ে মানুষ। নন্দী, আজকাল আর গাড়ীতে তেমন পরদা দেয় না দেখ্ছি।"

নন্দী বলিল, "গণেশ-দা ইতর-ভদ্র চেনা এখন বড় শক্ত। যারা সব হেঁটে যাচ্ছে, তাদের মধ্যেও ভদ্র আছে. আবার

যাঁরা গাড়ী খুলে যাচ্ছেন, তাঁদের মধ্যেও —অবশ্য তাঁরাও দেখ্‌তে শুন্‌তে খুব ভদ্র, তবে কিনা তাঁদের—তোমরা ছেলে মানুষ কিনা, ঠিক্ বুঝতে পারবে না।"

কার্ত্তিক চোখ টিপিয়া বলিল, "আমি বুঝেছি।"

ক্রমে সকলে আহিরিটোলার ঘাটে আসিয়া পৌঁছিল। কার্ত্তিক খানিকক্ষণ এদিক ওদিক তাকাইয়া শেষে বলিয়া উঠিল, "নন্দী একটা বড় আশ্চর্য্য দেখছি যে।"

নন্দী বলিল, "কি আশ্চর্য্য দেখ্‌ছো দাদা?"

কার্ত্তিক কহিল, "যারা সব ভুলেও কখনো পূজার দালান মাড়াতো না, সেই সব ফিট্‌বাবুরা আজকের দিনে নাইতে নেমে গেছে। ঠাকুর দেবতার প্রতি ভক্তি হঠাৎ বেড়ে গেল নাকি?"

নন্দী হাসিয়া বলিল, "ওটি ঠিক ভক্তির জন্য নয়। উহারা এ রকম রোজই স্নান করিতে আসে। ইহাকে বলে বৈজ্ঞানিক গঙ্গাস্নান।"

গণেশ।—সেটা কি রকম?

নন্দী।—অর্থাৎ আগে লোকে সকল কাজ করতো ধর্ম্মবিশ্বাসের উপরে, আর এখন বৈজ্ঞানিক ভিত্তি তৈয়ার করে তবে কোন কাজে হাত দেয়। জনকতক ডাক্তার নাকি বলেছে যে গঙ্গাজলে নাওয়া শরীরের পক্ষে খুব স্বাস্থ্যকর, আর সেই থেকে বড় বড় সৌখীন বাবুরা পরিষ্কার কলের জল ছেড়ে গঙ্গা নাইতে সুরু ক'রে দিয়েছেন।"

গণেশ বলিল, "বাঃ বাঃ এই রকম করেই তো পুরাণো জিনিষ

আবার সব ফিরে আসে! গায়ে মাটি মাখ্‌তে আরম্ভ করেছে না কি?”

নন্দী।—না, অতদূর এখনও হয় নি। তবে সাবান তোয়ালে আছে। সাবানের সঙ্গে ঘোলা গঙ্গাজল—মন্দ মিক্‌চার হয় নি।”

এইরূপ গল্প করিতে করিতে সকলে স্নানের উদ্যোগ করিতে লাগিল। শুক্‌না কাপড়গুলি নন্দীর কাছে রাখিয়া কার্ত্তিক ও গণেশ একসঙ্গে নাহিতে লাগিল। ঝাড়া আধঘণ্টা জল ছিটাইয়া ও সাঁতার দিয়া যখন দুই ভাই ফিরিয়া আসিল, তখন দেখে নন্দী ঘাটে বসিয়া হায় হায় করিতেছে। বেচারী কখন হাঁ করিয়া একখানা বড় ষ্টীমার দেখিতেছিল, সেই সময় তাহার কমণ্ডলুটি কে চুরি করিয়া লইয়া গিয়াছে।

নন্দী বলিল, “আমার কমণ্ডলু আমি বাহির করিয়া তবে ছাড়িব। আমার কমণ্ডলুর তলায় দু’জায়গায় ঝাল দেওয়া আছে। আমি একে একে সকলের জল-পাত্র পরীক্ষা করিয়া দেখিব।”

গণেশ বলিল, “আর কেলেঙ্কারীতে কাজ নাই। শেষে মার খেয়ে মরবে? তুমি যেমন উজ্‌বুগ, তোমার তেমনি ঠিক্ হয়েছে।”

কার্ত্তিক বলিল, “দাদা, মাথাটা মুছ্‌বো তোমার গামছা দাও।”

গণেশ নিজের কোমরের দিকে তাকাইয়া বলিয়া উঠিল—“আরে! আমার গামছাটা কোমরে জড়ানো ছিল—কোথায় গেল?”

নন্দী একটু আশ্বস্ত হইয়া বলিল—“কোথায় আর যাবে,

দাদা ! আমার কমণ্ডলু যেখানে গেছে, তোমার গামছাও সেই-খানে গেছে।"

কার্ত্তিক হাসিয়া বলিল, "সাঁতারের সময় কোমর থেকে খসে গেছে। যাক্, কি আর হবে বল, এই শুকনো কাপড়েই গাটা মুছে নেওয়া যাক্। নন্দী, তুই ততক্ষণ নেয়ে আয়, আমরা পাণ্ডার কাছ থেকে ঘুরে আসি।"

তারপর দুই ভাই পাণ্ডার কাছে গিয়া গণেশ এক পয়সা দিয়া মুখে এক মুখ ছাপ পরিয়া বসিল, ও কার্ত্তিক তাহার ভাঙ্গা আরসি ও কাঠের চিরুণী লইয়া উত্তমরূপে টেরি বাগাইয়া লইল।

ইতি মধ্যে নন্দী আসিয়া হাজির। তখন তিনজনে ধীরে ধীরে ঘাটের ধার দিয়া উত্তরমুখে চলিতে লাগিল। কার্ত্তিকের চক্ষু চারিদিকে ন্যস্ত। হঠাৎ একটি চাঁদনির নীচে সে দেখিল, একটি গৈরিক ধারী স্ত্রীলোক বসিয়া আছে ও তাহার চারিদিকে বিস্তর লোক তাহার পদধূলি লইয়া গায়ে মাখিতেছে, কেহ হাওয়া করিতেছে, কেহ বা করজোড়ে মুখব্যাদান করিয়া তাহার দিকে তাকাইয়া আছে !

কার্ত্তিক নন্দীকে বলিল, "উনি কে ?"

নন্দী চক্ষু বিস্ফারিত করিয়া বলিল, "উহাকে চেন না? উহার নাম—মহাভৈরবী। এই সমস্ত লোকে উহার ভক্ত। দেবতার মত উহারা ভক্তি শ্রদ্ধা করে।"

গণেশ কহিল, 'বল কি হে ?"

নন্দী।—"তা' নয়তো কি ? তোমাদের ইন্দ্র চন্দ্র বায়ু বরুণের দিন-কাল এখন কেটে গেছে। এখন পাড়ায় পাড়ায় নতুন নতুন দেবতা—নতুন নতুন দল। তোমাদের পুরাতন পরমহংসের দল, বামা ক্ষেপার দল, রামদাস বাবাজীর দল, কাঙ্গাল হরিনাথের দল প্রভৃতি তো আছেই, তাহার উপর আবার নূতন নূতন গুরুজি, স্বামীজি, ল্যাংটা বাবা সাধু-মা ভৈরবী-মা প্রভৃতির ঠেলায় অস্থির। তাহাদের অনেকের পিছনকার কাহিনী শুনতে গেলে কাণে আঙ্গুল দিতে হবে, কিন্তু এখন তাদের এমন প্রতাপ যে হয়তো হাজারো লোক তাহাদের দেবতা ব'লে পূজা করে।

গণেশ বলিল, "সে তো একরকম ভালই, লোকের ধর্ম্মভাব তো বাড়ছে।"

নন্দী বলিল, "ধর্ম্মভাব তো বাড়ছে, কিন্তু তোমাদের ছিল তেত্রিশকোটী দেবতা—এখন এই বাঙ্গালাদেশেই নতুন তেত্রিশ-কোটী অবতার পড়পড় করে বেরিয়ে যাচ্ছে।"

গণেশ চিন্তিতভাবে বলিল, "তাই তো বলি, বৎসর বৎসর নৈবেদ্যের কোয়ালিটি এ রকম খারাপ হচ্ছে কেন! আচ্ছা, এই সব নূতন দেবতার ক্ষমতা কি খুব বেশী ?

নন্দী বলিল, "ওরে বাবা! এদের সঙ্গে তোমাদের তুলনা! তোমরা তো সব সেকেলে হয়ে গিয়েছ! তোমরা বাবুদের মাহিনা বাড়াতে পার ? সাহেবের সুনজরে ফেলে দিতে পার ? গাধা ছেলেকে পাস করাতে পার ? এরা এক মাদুলীর চোটে সব ক'রে দিতে পারে। এমন কি, তোমার

বাবা যে শিব, তাঁর অসাধ্য যে সব রোগ, সে সমস্তও এরা এক তুড়িতে সারিয়ে দিতে পারে।"

কার্ত্তিক বলিল, "সত্য না কি ?"

নন্দী বলিল, "শনি মঙ্গলবারের একদিন দুপুর বেলায় ঘাটে এলেই দেখ্‌তে পাবে। দেখ্‌বে, কত হোম্‌রাই চোমরাই সভ্যভব্য গোছের লোক একটু খানি ওষুধ পাবার জন্যে ফ্যা ফ্যা করছে। একটু পায়ের ধুলা গায়ে বুলিয়ে কত বেটার বড় বড় বাত সেরে গিয়েছে।"

কার্ত্তিক বলিল, "তা হ'লে ডাক্তার-কবরেজদের বড় মুস্কিল হয়েছে বল। তাদের এখন আর কেউ ডাকে না, তবে ?"

নন্দী বলিল, "ঐটি ভুল বুঝ্‌লে, দাদা ঐটি ভুল বুঝ্‌লে! যে রকম দিনকাল পড়েছে, তাতে এখন আর কেউ কারও অন্ন মারতে পারে না। তুমি কি মনে করো আজকালকার রোগীরা ঐ এক রকমে সন্তুষ্ট হয় ? এক এক বেটা রোগীর বত্রিশ রকম চিকিৎসা হয়ে তবে গঙ্গালাভ হয়। সকালে উঠেই একটু চরণামৃত, তারপর কোনও বাবাজীর কথামত বুনো গাছ-গাছড়ার রস, তারপর কলার মধ্যে ক'রে কোন গুরুর একটু পদধূলি, তারপর সমস্ত দিন ধ'রে কবিরাজী ডাক্তারী হোমিওপ্যাথি হাকিমী ইত্যাদি নানা প্রকার ঔষধ। ইহার মধ্যে আবার বিজ্ঞ বন্ধুগণের টোটকার ব্যবস্থা আছে। এদিকে হাতে, গলায় ও কোমরে ছাপ্পান্ন রকমের মাদুলি, কবচ ও তাহার উপর পুরোহিত কর্ত্তৃক শান্তি-স্বস্ত্যয়ন, চণ্ডীপাঠ, এবং পরিশেষে

তারকনাথের নিকট হত্যাদান। মোটের উপর, কোন ব্যবসাটি মারা যাবার জো নেই, বাবা!

গণেশ হাসিয়া বলিল, "ভারি মজা হয়েছে তো।"

নন্দী বলিতে লাগিল, "শুধু তাই নয়। আবার সেদিন এক চিকিৎসক দেখলাম, তার কথা শুন্‌লে অবাক হয়ে যাবে। চিকিৎসকটি এক আপিসে কাজ করেন—গায়ে সর্ব্বদাই হ্যাট, কোট্ পেণ্টুলান একেবারে ফিট্ ফাট্। মুখে ইংরাজী-বাংলা বুলি, অথচ মন্ত্রশক্তির বলে রোগ আরোগ্য করেন। প্রথমে বিনামূল্যের লোভ দেখিয়ে রোগীটিকে কর কবলিত করেন, তার পরেই লম্বা লম্বা ফর্দ্দ।" ৺কালীমাতাকে ২০৮ জবা দিয়া পূজা দিতে হবে—তাহার দরুণ ৫টাকা। তা সে আপনারাই নিজে গিয়ে দিয়ে আস্‌তে পারেন, তবে অসুবিধা হয় তো আমার হাতে টাকা দিন আমি চরণামৃত পাঠিয়ে দেবো; তাহার পরেই মাদুলীর জন্য দশ টাকা। ইতিমধ্যে বাবুটি রোগীর হাত পা ঝাড়াইতে আরম্ভ করেন—হুপ্‌নটিজুম্—না কি, জানি না বাপু—ঘামে গা ভাসিয়া যায়—রোগী মনে করে বুঝি ঘাম দিয়া রোগ সারিল। সঙ্গে সঙ্গে ইংরাজী-ফরাসী ব্যবস্থা। কার্ব্বলিক সাবান দিয়া স্পঞ্জে করিয়া গা—মোছা, রিক্-সয়ে করিয়া বৈকালে বেড়ানো প্রভৃতি সহজ সহজ পন্থা! শেষে যখন রোগী খতিয়ে দেখে যে ইহার চেয়ে ডাক্তার-বদ্যি ডাক্‌লে খরচ কম হইত, তখনই তার মুক্তিলাভ হয়।"

কার্ত্তিক বলিল, "যাই বল, দাদা, যে রকম চিকিৎসার সমারোহ দেখ্‌ছি তাতে আমারই রোগ করবার ইচ্ছা হচ্ছে।"

নন্দী বলিল, "বেশী ইচ্ছা ক'রো না দাদা, আবার বিপদও ঢের আছে। এক রকম নতুন চিকিৎসে বেরিয়েছে—ইঞ্জি-রিশন না কি বলে—তাতে গা ফুঁড়ে ফুঁড়ে ওষুধ দেয়। সেবারে সেই কৈলাসেতে টিকে দিতেই তোমাদের কি কান্না, তার ওপর এই রকম রোজ যদি গা ফুঁড়তে থাকে, তাহলে তো রক্ষা নাই।"

কার্ত্তিক শিহরিয়া বলিল, "রোজ ফুঁড়বে না কি ?"

নন্দী।—রোজ নয় তো কি ? আবার শুন্‌ছি, যে, এবার থেকে ওষুধ খাওয়া উঠে যাবে—সব রোগেই এই রকম ওষুধ ফুঁড়ে দেবে। পায়ের নখকুনি থেকে মাথার খুস্কি পর্য্যন্ত সকল রকম ছোট বড় রোগেই গায়ের ভিতর ছুঁচ ঢুকিয়ে দেবে। সেদিন আমি একটা লোক দেখ্‌লুম তার গা ফুঁড়ে ফুঁড়ে কুন্নয়ের চামড়াটা ঝাঁঝরা হয়ে গিয়েছে। আহা, শেষটা মুচির কাজও ডাক্তারর মধ্যে ঢুকে গেল !"

অতঃপর কার্ত্তিক প্রভৃতি সকলে উত্তরমুখে চলিতে চলিতে নিমতলা শ্মশান-ঘাটের কাছে আসিয়াই দেখিল, একদল লোক মহা কোলাহল করিতে করিতে একটি মৃতদেহ ঘাটের দিকে লইয়া আসিতেছে। তাহাদের সঙ্গে দু'চারিটি পুলিশ দেখিয়া কার্ত্তিকের মনে কৌতূহল জন্মিল। সে বলিল ' নন্দীদা, একি ব্যাপার ?"

নন্দী বলিল,—"তোমরা এখানে দাঁড়াও, আমি দেখিয়া আসিতেছি।"

এই বলিয়া ভিড় ঠেলিয়া ঢুকিয়া দু'চার জনের নিকট দু'চার রকম বিবরণ সংগ্রহ করিয়া ও অবশেষে এক লালপাগড়ীর গুঁতা

খাইয়া ফিরিয়া আসিয়া বলিল, "দাদাবাবু, এ একটা আত্মহত্যার ব্যাপার। এই মেয়েটি কাল রাত্রে পুড়িয়া মরিয়াছে।"

গণেশ বলিল, "সে কি রকম?" নন্দী উত্তর করিল, "ইহা এক রকম নূতন ফ্যাসান উঠিয়াছে। আজ-কালকার মেয়েরা রাগদুঃখ হইলে আর আফিং খাইয়া মরে না, কাপড়ে কেরাসিন তৈল ঢালিয়া আগুন জ্বালাইয়া পুড়িয়া মরে।"

গণেশ বলিল, "আহা, মেয়েটির খুব কষ্ট ছিল বোধ হয়!"

নন্দী কহিল, "সব সময় কষ্ট হয় না দাদাবাবু। এই মেয়েটি কেন এ রকম করে মরেছে, শুনবে? আমি একজনের মুখে শুনলাম, এর বর নাকি সখীদের সঙ্গে রাত জেগে তাস খেলতে দেয় নি, তাই পুড়ে মরেছে;—আর একজন বলিল,—না, থিয়েটার দেখ্‌তে যেতে পায় নি, সেই দুঃখে মরেছে! আরও একজন বলিল, এ সব কিছুই না, পূজার সময় শ্বশুর বাপের বাড়ী পাঠায় নি, সেই দুঃখে এই কাণ্ড করে ফেলেছে।"

কার্ত্তিক বলিল, "সর্ব্বনাশ! ভাগ্যে মায়েদের সঙ্গে আনিনি! প্রত্যেক বারেই এখানে আসবার সময় বাবার সঙ্গে মার যে রকম খিটিমিটি হয়, তাতে এই সকল কথা মার কাণে গেলেই হয়েছিল আর কি?"

গণেশ গম্ভীর ভাবে বলিল, "নারে—তামাসার কথা নয়। এই শোচনীয় মৃত্যুর বাহিরের কারণটা দেখ্‌তে হয় তো সামান্য, কিন্তু ইহার পিছনে নিশ্চয়ই বড় বড় ব্যাপার আছে। হয় তো এর শাশুড়ী একে খুব কষ্ট দিত, কিংবা এর স্বামী একটা নিষ্ঠুর পিশাচ,

রোজ রাত্রে মদ খেয়ে এসে ঠেঙ্গাত—বা এর বিধবা ননদ দিবা-রাত্র গঞ্জনা দিত—এই রকম একটা কিছু। নহিলে কি আর ফট্ ক'রে কেউ এমনি ক'রে পুড়ে মরে ?"

কার্ত্তিক বলিল, "তুমি রেখে দাও, দাদা। শোক-দুঃখ তো আর কখনও কারো হয় না ? সঙ্কটাপন্ন রোগে কত লোক দু'-চার বছর জীবন্মৃত হয়ে পড়ে' রয়েছে—পুড়ে মরা দূরে থাক্, আঁচ লাগবার ভয়ে তারা আগুনের কাছে অবধি যায় না। কত লোকের কত দুঃখে যে সংসার চলে, দেখলে তুমি অবাক্ হবে। কই, তারা তো কোঁচায় আগুন লাগিয়ে পুড়ে মরে না। আসল কথা, এ সব তোমাদের আজ-কালকার নবেল-পড়া-মেয়েদের কাজ। দিবারাত্রি নবেল পড়ে পড়ে' এদের পেটেও বদহজম, মাথাতেও তাই ! যে সব বাবু মেয়েদের দুঃখে গলে গিয়ে চ'খের জলে কালীর ট্যাব্‌লেট ভিজিয়ে এঁদের জন্য লম্বা লম্বা স্বাধীনতামূলক প্রবন্ধ লেখেন, তাঁহাদের অর্দ্ধপক্ক রচনা পড়ে এদের মাথা বিগ্‌ড়ে যায়। দুঃখ এদেশে চিরকালই ছিল, কিন্তু এমন আত্মহত্যা তো আগে কখনো দেখিনি।" কার্ত্তিকচন্দ্র বক্তৃতা করিবার, এই অভিনব সুযোগ পাইয়া আরও অনেক কথা বলিতে যাইতেছিল, কিন্তু হঠাৎ বাধা পাইয়া থামিয়া গেল। নন্দী এতক্ষণ, হাঁ করিয়া কার্ত্তিকের যুক্তিগুলি গিলিতেছিল, এমন সময়ে হঠাৎ একখানা মটরকার হুড়মুড় করিরা তাহার ঘাড়ে আসিয়া পড়িল। ড্রাইভারটি তাড়াতাড়ি সাম্‌লাইয়া লইয়াই নন্দীর মস্তকে সজোরে এক চাঁটি কসাইয়া দিয়া শালা বেয়াকুফ,

কানা প্রভৃতি বলিতে আবার কল চালাইয়া দিল। নন্দী অবাক্ হইয়া ফ্যাল ফ্যাল করিয়া তাকাইয়া রহিল। এদিকে কার্ত্তিক তো হাসিয়া খুন! গণেশ চটিয়া বলিল, "কেতো, কচ্ছিস্ কি? আহা, বেচারীর লেগেচে বোধ হয়। হাঁরে, নন্দে, তোর খড় লেগেছে, না?"

পার্শ্বস্থ একটি আধাবয়সী ভদ্রলোক বলিয়া উঠিলেন, "দেখ্-ছেন মশাই, বড় লোকের অত্যাচার? রাস্তা ঘাট যেন বড় লোকের জন্যেই হয়েছিল। আমাদের আর চলে ফিরে কাজ নেই।"

কথা শুনিয়া আর একজন বলিলেন, "বিশেষ এই মটরগাড়ীর ড্রাইভারগুলো এমনি অসভ্য যে নিরীহ লোক দেখলেই চড়টা চাপড়টা কসিয়ে দেয়—জানে, ছুটে এদের ধরতে পারবে না। (নন্দীর প্রতি) তুমি বাছা, বিদেশী লোক, কিছু মনে ক'রো না। তবে একটু সাবধান হয়ে পথে-ঘাটে চোলো।"

নন্দী এতক্ষণ হতভম্ব হইয়াছিল, এখন প্রকৃতিস্থ হইয়া মনের মধ্যে বেশ ক্রোধ অনুভব করিতে লাগিল। সকলকে শুনাইয়া শুনাইয়া বলিতে লাগিল, বেটা যে পালিয়ে গেল নইলে বেটাকে দেখিয়ে দিতুম, ঐ বা কেমন গাড়োয়ান, আর আমিই বা কেমন পালোয়ন। ছিঃ ছিঃ ছিঃ ভেতরে যে বাবুটী বসেছিল, সেটীও কি তেমনি ইতর! এরা আবার ভদ্রলোক ব'লে পরিচয় দেয়!"

নন্দীর রোষ উত্তরোত্তর বাড়িয়া চলিল ও রগড় দেখিবার জন্য বিস্তর লোক সেখানে জমায়েৎ হইয়া গেল। নন্দী যখন আস্ফা-

লনের চূড়ান্ত মাত্রায় আসিয়া পৌঁছিয়াছে, ঠিক্ সেই সময়ে এক-খানা মস্ত জুড়ি গাড়ী হৈ হৈ করিতে করিতে সেই জনতার উপর আসিয়া পড়িল—অম্‌নি যে যেখানে ছিল সকলে ছিট্‌-কাইয়া গেল এবং নন্দী আপাততঃ ক্রোধ কুক্ষিস্থ করিয়া ছুটিয়া পার্শ্বস্থ রেল লাইনের উপর গিয়া পড়িল। সেখানে বেড়ার তারের কাঁটায় তাহার গা ও একটা উঁচু খোয়ায় তাহার ডান পায়ের গোড়ালি ক্ষত বিক্ষত হইয়া গেল। সুতরাং গাড়ীখানি গমগম করিয়া চলিয়া যাইবার পর যখন সে বাহির হইয়া আসিল, তখন তাহার মেজাজ অনেকটা ঠাণ্ডা হইয়া গিয়াছে। সে বলিল, "দাদাবাবু, আর এ রাস্তায় গিয়া কাজ নাই। অনেক বেলা হয়ে গিয়েছে। চল বাড়ী যাই, নইলে মা ভাববেন।"

তখন সকলে মিলিয়া গঙ্গার ধার ছাড়িয়া ডান দিকের এক রাস্তায় ঢুকিয়া পড়িল। পথে চলিতে চলিতে গণেশ বলিল, "দেখ নন্দী দা, আমি কেমন কলিকাতার রাস্তা কিছুতেই চিনে উঠতে পারি না। একে তো অসংখ্য গলিঘুঁজি, তাহার উপর নিত্য বাড়ী ভাঙ্গা-গড়া চলিতেছে। আজ যেখানে চিহ্ন করে গেলাম যে, মাঠের পাশের গলি দিয়ে যেতে হবে কাল সেখানে দেখি নূতন ইমারৎ তৈয়ের হয়ে গিয়েছে।"

নন্দী বলিল, "তা তো বটেই। তার ওপর ইম্‌প্রুভমেণ্ট ট্রাস না কি একটা হয়েছে, তাতে পুরাতন কলকাতার জায়গায় জায়গায় আর চেনাই যায় না।"

কার্ত্তিক কৌতূহলের সহিত বলিয়া উঠিল 'সে কি রকম ?'

নন্দী বলিল, "চল না দেখাচ্ছি।" ক্রমে সকলে বিডন ষ্ট্রীটের ভিতর আসিয়া পড়িল। কার্ত্তিক ইতিমধ্যে অপাঙ্গ দৃষ্টিতে থিয়েটারের পালাগুলি সমস্ত দেখিয়া মুখস্থ করিয়া লইল। তারপর মনোমোহন থিয়েটারের সম্মুখে আসিয়া দক্ষিণদিকে তাকাইতে কার্ত্তিক চমকিয়া উঠিয়া বলিল—"একি, নন্দীদা, এ আমাদের কোথায় এনে ফেল্লে? এখানে কোন যুদ্ধ হয়ে গেছে নাকি?"

নন্দী অবাক্ হইয়া বলিল, "কেন?"

কার্ত্তিক বলিল, "কেন আবার? দেখচো না, বাড়ীঘর ভেঙ্গে কি রকম চুরমার ক'রে দিয়েছে! একখানা বিলিতী কাগজে খানকতক যুদ্ধের চিত্র দেখেছিলাম, তাতে জর্ম্মাণরা কি রকম ক'রে রীম্‌স্ নগর ধ্বংস করেছে, তার ছবি ছিল। তাতে ঠিক এই রকম দেখেছিলাম। কোন বাড়ীটার অর্দ্ধেক উড়ে গিয়েছে, কারুর দোর-জানলা ভাঙ্গা, কারুর ছাদ নেই, আর জায়গায় জায়গায় এইরূপ ভগ্ন ইষ্টক স্তূপ। এখানেও সেই বর্ব্বর জর্ম্মাণগুলা এসেছিল নাকি?

নন্দী বলিল—"না দাদা বাবু। এ যে সেই ইন্‌প্রুভমেণ্ট ত্রাশ, যার কথা তোমাদের বল্‌ছিলাম।"

কার্ত্তিক বলিল, "কি ভয়ানক! এরা তো তাহ'লে আরও ভয়ানক দেখছি—শান্তির সময়ে কুপিয়ে কুপিয়ে এই রকম করে বাড়ীগুলো ভেঙ্গেছে! এরা কি জানে না, দশখানা অট্টালিকা ভাঙ্গার চেয়ে একখানা ইট গাঁথা ঢের শক্ত কাজ? এরা কি জানে না যে, অনেকের বুকের রক্ত দিয়ে কত বাড়ী তৈয়ারী হয়েছে;

এখন আর মরে গেলেও তাদের বংশধরেরা একখানা পাঁচিল অবধি তুলতে পারবে না? ছিঃ ছিঃ পাগলেও তো এমন করে ধ্বংস করে না!"

নন্দী বলিল, "তুমি বুঝছো না দাদাবাবু। যাদের বাড়ী নিয়েছে, তাদের কিছু ক'রে টাকা দিয়েছে।"

কার্ত্তিক বলিল, "সে তো জর্ম্মাণরাও ইণ্ডেম্‌নিটি দিচ্ছে। কিন্তু গড়া জিনিষ ভেঙ্গে আবার গড়া—কতখানি শক্তির অপচয় বল দেখি? তা ছাড়া, যাদের বাড়ী ভেঙ্গেছে, তাদের আর কি গড়বার ক্ষমতা থাক্‌বে?"

নন্দী বলিল, "সে কথা ঠিক্।"

কার্ত্তিক বলিল, "দেখ্‌ছিস্ তো—এখন গরীব-দুঃখীরা যায় কোথায়? তাদের মাথার কুঁড়ে টুকু পর্য্যন্ত তো গেল! কিন্তু সেজন্য কি আর কর্ত্তাদের ভাবনা আছে? তাঁরা নতুন চওড়া রাস্তায় মটর হাঁকিয়ে হাওয়া খেয়ে বেড়াবেন এই ভাবনাতেই খুসী আছেন!—তা' সে লোকের ভাঙ্গা হাড়ের উপর দিয়াই হোক্ আর তাদের দেহের রুধির ধারা দিয়াই হউক্!

গণেশ একটু বিজ্ঞভাবে বলিল, "গঙ্গার ধারের সে লোকটা নেহাৎ মন্দ বলেনি। কলকাতার রাস্তাঘাট আর গরীবের জন্য নয়—এখানে এখন শুধু বড়লোকেই বিরাজ করবে"। ইতিমধ্যে রৌদ্রের তাপ অত্যন্ত বাড়িয়া যাওয়ায় সকলে মিলিয়া পার্শ্বস্থ এক রাস্তা দিয়া কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীটে আসিয়া পড়িল।

দু'পাশে সারি সারি সুসজ্জিত মণিহারীর দোকান দেখিয়া

কার্ত্তিকের মন উৎফুল্ল হইয়া উঠিল'। সে বলিল, 'দেখেছো কি রকম সাজিয়েছে। বাবার যত সব গাঁজাখুরী গল্প। আস্‌বার সময়ে আমাকে আলাদা ডেকে বল্লেন কি না—"এবার কি করতে যাচ্ছিস্‌ সেখানে এখন ভারি দুর্ভিক্ষ, সকলেরই টানাটানি, একটা কাঙ্গালী-মেঠাইও খেতে পাবিনে।" অথচ দেখো কিছুর তো অভাব দেখছি না, যেমন সব ছিল, তেমনি রয়েছে।"

নন্দী বলিল, 'সে কথা মন্দ বলোনি দাদাবাবু। মুখে সবাই অনুযোগ করছে বটে—পথেঘাটে ও ছাড়া আর কথাই নাই—কিন্তু এ দিকে ৭ টাকা জোড়া কাপড়, আর টাকায় সের চাল, দেড় টাকা মণ কয়লা আর সোণারূপার দরে ঘি তৈল লোকে অক্লেশে কিনে খাচ্ছে। তার ওপর নবাবী খরচ—সাবান এসেন্স ভাল জুতা জামা তো আছেই। এদিকে থিয়েটার-বায়স্কোপে গিয়ে দেখ, টিকিট ঘরের কাছে ভিড়ের চোটে সর্দ্দিগর্ম্মি হবার জোগাড়। কোনদিকে কিছু অভাব নাই।"

কার্ত্তিক বলিল, "ঐ জন্যই তো আমি কলকাতা এত ভালবাসি, কিন্তু পাড়াগাঁয়ে বোধ হয় খুব কষ্ট হয়েছে। নইলে সব খবরই কি ঝুটো?"

নন্দী কহিল—"রামশ্চন্দ্র! পাড়াগাঁয়ের অবস্থা আরও ভাল। দুঃখের কথা বলব কি, চাষারাও এখন খুব বাবুয়ানী কর্ত্তে শিখেছে। আর প্রতি পল্লীতে বারোয়ারির ধূম কি! যাত্রাওয়ালা বেটারা ডবল মাশুল বাড়িয়ে দিয়েছে, তাও নাইবার খাবার সময় পায় না—অনবরত এ গাঁ থেকে ও গাঁয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে। সঙ্গে

সঙ্গে বায়স্কোপ, আবার কোথাও কোথাও থিয়েটার! চাষাদের সে চাল-চলন নেই! অনেক বেটা জুতো না প'রে ষ্টিসানগুলোতে পারে না। তারপর বিয়ের মাসে পাড়াগাঁয়ের ইষ্টিসানগুল গিয়ে দেখদেখি। ভাল লাল চেলি আর চক্‌চকে টোপর পরা বর ও বর-যাত্রীতে রেলগাড়ীগুলো ভ'রে গিয়েছে। এক এক বিয়েতে ঘটাই বা কত! পেটে ভাত না থাক্‌লে কি আর এমনি ক'রে বিয়ে দিতে পারে?

কার্ত্তিক বলিল, "সেতো ভালই নন্দী দা। এতো শ্রীবৃদ্ধির লক্ষণ।"

নন্দী বলিল, "তা ঠিক্ নয় দাদাবাবু। কতক লোকের আয় বেড়েছে বটে। কিন্তু বাকী যত লোক কেবল দেখাদেখি এই রকম খরচ করে মরছে। বিলাসিতা আর চাল দেখানো লোকের মজ্জাগত রোগ হয়ে দাঁড়িয়েছে। তাই এখন আয় না বাড়লেও ব্যয় হু হু করে বেড়ে যাচ্ছে। আগে যেখানে লোকে আয়ের আধাআধি জমাতো, এখন তা খরচ করে তার উপর আবার ধার করে বাহিরের ঠাট বজায় রাখ্‌ছে। এখন চল্লিশ টাকা মাইনের কেরাণীও বড়লোক বন্ধুর দেখাদেখি ছেলেদের জন্য দামী বিলাতী জামা জুতো কিনে দিচ্ছে, ঝি-চাকর রেখে ষ্টাইলের উপর খানাপিনা কচ্ছে। তুমি দেখ্‌বে, এই জিনিষপত্র আক্রা হওয়ার পর থেকে থিয়েটারে আর কেহ এক টাকার সীটে বস্‌তে চায় না, ট্রামে সেকেণ্ড ক্লাসের চেয়ে ফাষ্টক্লাসে বেশী ভিড় হয়, রেলেতো থার্ডক্লাসে কেহ চড়েই না! এই রোগটি চাষা-ভূষাদের

মধ্যেও সংক্রমণ করেছে। সুতরাং বাহিরে থেকে আর কি বুঝবে বল। বাহিরে দেখ্‌তে বেশ, কিন্তু ভিতরে এদিকে সমস্ত জাতিটা ক্রমে দেউলে হয়ে পড়ছে।"

কার্ত্তিক বলিল, "হাঁ, এইবার বুঝিয়াছি। অনেক বড় বড় বনেদী বংশ—যখন ভাঙ্গন ধরতে আরম্ভ করে—এই রকম ঠাট বজাই রাখবার জন্ত দেউলে হয়ে যায়। বাহিরে খরচ পত্র সেই মামুলী চালেই চল্‌ছে, কিন্তু এদিকে ভেতর ফোঁপরা হয়ে আস্‌ছে।"

গণেশ বলিল. "মরুক্‌গে ভাই। ওদের খরচপত্র বাড়লে আমাদেরই সুবিধা। আমরাও তো কিছু অংশ পাবো," নন্দী বলিল, "সে আশায় জলাঞ্জলি দাও। সে বিষয়ে বাবুরা ঠিক্ আছেন। পুজোআচ্চায় তাঁরা এক পয়সা খরচ বাড়ান নি—সে টাকা থাক্‌লে তাঁদের বন্ধুদের একটা পার্টি দেওয়া চল্‌বে। দেখো—১৬ টাকার কম ভাল ডাক্তার নেই, চার আনার নীচে চুলছাটা নেই—রাজমিস্ত্রীর মজুরি দেড় টাকা—এক জোড়া জুতা সেলাই করিতে মুচি বেটা বারো আনা পয়সা চেয়ে বসে—কিন্তু স্কুল মাষ্টারের মাহিমা, আর পুরুতের দক্ষিণে বাবা, যেমন তেমনই আছে। আর গুলা না হলে চলে না—কিন্তু ও দুটো না হলে দিব্যি চ'লে যায় কি না।"

গণেশ হাসিয়া বলিল—"সে কথা ঠিক্।" ইতি মধ্যে কার্ত্তিক একখানা বইয়ের দোকানের সাম্‌নে আসিয়া কাচের মধ্য দিয়া চক্‌চকে রগ্‌রগে বহিগুলি হাঁ করিয়া দেখিতে লাগিল।

গণেশ বলিল, "বাঃ, কি সুন্দর বাঁধানো" !

নন্দী বলিল, "হাঁ তা হয়েছে। ভিতরে যতই রাবিশ থাক না কেন, আজকাল কাগজ আর বাঁধাইয়ের কোন ত্রুটি নেই। তাই আজ-কালকার সমালোচকেরা এই ভাবে সমালোচনা করেন—

ইন্দুমুখী। সচিত্র গল্পের বহি। ১৭টি গল্প আছে। তাহার মধ্যে ১৬টি ন্যূনাধিক সাতাইশ বার নানান্ আকারে বঙ্গ-সাহিত্যে প্রচারিত হইয়াছে। সুতরাং পাঠক ইহাতে অনেক পুরাতন পরিচিত বন্ধু দেখিতে পাইবেন। **পুস্তকের ছাপা সুন্দর, কাগজ আরও সুন্দর, বাঁধাইয়ের তো কথাই নেই।**"

কার্ত্তিক বলিল, "যাই বল, নন্দীদা, আমি একখানা বই কিন্‌বই কিন্‌ব। সরিদিদি আসবার সময় অনেক ক'রে বলে দিয়েছে।"

নন্দী বলিল, "যদি নেহাৎই ইচ্ছা হয়, তো একখানা মাসিক-পত্র কেনো। তাতে সব রকম জিনিষই পাবে, অথচ দাম সস্তা।"

গণেশ শুনিয়াই 'কই দেখি' বলিয়া তাড়াতাড়ি সকলের চেয়ে মোটা যে খানা দেখিল সেইখানা তুলিয়া লইল। তারপর দু'চার পাতা উল্‌টাইয়া বলিল, "একি দাদা, এযে সমস্তই বিজ্ঞাপন দেখছি।"

কার্ত্তিক হাসিয়া বলিল, "তুমি যেমন—" এই বলিয়া খুঁজিয়া খুঁজিয়া একখানা সরু ঢ্যাঙ্গাগোছের মাসিকপত্র বাহির করিল।

নন্দী কার্ত্তিকের কাঁধের উপর হইতে ডিঙ্গী মারিয়া দেখিয়া

বলিল, "বাঃ, বাঃ,এর মলাটের উপর যে আমাদের সরস্বতী দিদির একখানা ছবি রয়েছে। এইখানা তুমি কেনো দাদাবাবু।

কার্ত্তিক বলিল, "হাঁ, তোমার দিদিকে এরা একেবারে বিবি ক'রে দিয়েছে।" বলিয়া হাসিতে হাসিতে সেইখানা ক্রয় করিল। গণেশও নিজের মত বজায় রাখিবার জন্য সেই মোটা মাসিকখানা কিনিয়া সকলে মিলিয়া বাড়ী আসিয়া পৌঁছিল।

দেবী ছেলেদের দেরী হইতেছে ভাবিয়া নানারূপ আশঙ্কা করিতেছিলেন, এখন সকলকে হাসিমুখে ফিরিতে দেখিয়া আহ্লাদে উৎফুল্ল হইলেন। কার্ত্তিকের নূতন পাম্প্ স্থর মস্ মস্ শব্দ শুনিতে পাইয়া লক্ষ্মী-সরস্বতীও সেইখানে ছুটিয়া আসিল এবং "দাদা, আমাদের জন্য কি এনেছো" বলিয়া তাহাদের ঘিরিয়া দাঁড়াইল।

কার্ত্তিক রাস্তায় অনেকগুলি হাণ্ডবিল সংগ্রহ করিয়াছিল। এখন গম্ভীরভাবে সেইগুলি পকেট হইতে বাহির করিয়া সরস্বতীর হাতে গছাইয়া দিল। সরস্বতী তাড়াতাড়ি তাহা হইতে একখানা তুলিয়া উচ্চৈঃস্বরে পড়িতে আরম্ভ করিল—

শ্রীমদনানন্দ মোদক।

পুরুষত্ব হানির ও—

দুর্গা থপ্ করিয়া সেখানা সরস্বতীর হাত হইতে কাড়িয়া লইয়া বলিলেন, "ছিঃ, ও সব পড়্তে নেই। লোকগুলার কি কাণ্ড-জ্ঞান নাই—এই রকম ছাই ভস্ম লেখা বিলি করে।"

কার্ত্তিক বলিল, "তুমি কি বল্‌ছ মা। এতো হাতে দিয়েছে। রাস্তায় বেরুলে দেখ্‌বে, দুধারের দেওয়ালে কেবল এই রকম সব বিজ্ঞাপন। আর বিজ্ঞাপনও কি এত বেড়েছে। আমি এক জায়গায় একটু দাঁড়িয়েছিলুম—১৫ মিনিটের মধ্যে ৫ খানা বিজ্ঞাপন একখানার ওপর আর একখানা মেরে দিয়ে গেল!"

গণেশ বলিল, "তাতে এক এক সময় কি রকম দাঁড়িয়ে যায় শুন্‌বে? আমি একটা দেওয়াল দেখলাম :—

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পদ ভরসা।

লুণ্ঠন! চুরি!! বাটবাড়ি!!!

এবার পূজায় কি বিলাইব? বঙ্গের আধুনিক গল্প-সম্রাট শ্রীঅসীমেন্দ্রনাথ ঠাকুরের জগদ্বিখ্যাত উপন্যাস।

হিলিংবাম।

২৪ ঘণ্টায় জ্বালাযন্ত্রণা আরোগ্য।

কালী হুইস্কী! কালী হুইস্কী!!

মস্তিষ্ক শীতল ও স্নিগ্ধ রাখিতে অদ্বিতীয়।

সকল মণিহারীর দোকানেই পাওয়া যায়। মূল্য অতি সুলভ কাপড়ে বাঁধাই ৩॥০ মাত্র। ফ্রি ও কমপ্লিমেণ্টারী পাস একেবারে বন্ধ!

গণেশের বর্ণনা শুনিয়া লক্ষ্মী ও সরস্বতী হাসিয়া লুটাপুটি খাইতে লাগিল। দুর্গা বলিল, "তোদের রঙ্গ তামাসা রাখ্‌ বাপু। এখন দুটি খেয়ে নিয়ে একটু ঘুমো। দুপুর বেলা আবার যেন কোথাও বেরুস্‌নে।"

খাওয়া-দাওয়ার পর কার্ত্তিক ও গণেশ খানিকক্ষণ চোখ মট-কাইয়া পড়িয়া রহিল। ইতিমধ্যে লক্ষ্মী ও সরস্বতী পা টিপিয়া আসিয়া খবর দিল যে দুর্গা ঘুমাইয়া পড়িয়াছেন। তখন চারি জনে উঠিয়া গল্পগাছা করিতে বসিল। গণেশ বলিল, "কেতো, তোর কেনা সেই মাসিকখানা দেখি।" কার্ত্তিক সেটা হাতে দিতেই, গণেশ পাতা উল্টাইতে উল্টাইতে দেখিল, ভিতরে শুধু নগ্ন স্ত্রীলোকের ছবি! গণেশ বলিল, "কেতো, তোর কি আক্কেল! এই বই তুই দেখে শুনে তোর বোনের জন্য এনে-ছিস্!" এই বলিয়াই সেই পাতাখানা ছিঁড়িয়া ফেলিয়া দিল।

কার্ত্তিক বলিল, "তুমি কি বোঝ দাদা? ওল্ড্ ওয়ার্ল্ডের লোক তুমি, আর্ট সম্বন্ধে তোমার কোন আইডিয়া আছে কি? এ রকম ছবি না দিলে আর্টে জ্ঞান জন্মে না। তা ছাড়া এতে কি রকম গ্রাহক বেড়ে যায়,— জানো?"

গণেশ শেষের কথাটি শুনিয়া হাসিয়া বলিল, "সে আলাদা কথা। কিন্তু তা ব'লে কি এমনি ক'রে প্যাণ্ডারিং করাটা কি ভাল। তুই এই সব ছবি তোর মা-বোনকে দেখাতে পারিস্?"

কার্ত্তিক বলিল, "আমি না পারি, এই সব আর্টওয়ালারা নিশ্চয়ই পারে। আর্ট আবার মা-বোন কি? বিউটিই হোল আসল। এখন আর তোমার সেই সেকেলে সমাজ নেই।"

গণেশ রাগিয়া বলিল, "তুই থাম্, রাস্কেল! তোর আর ওকালতীতে কাজ নেই। দেখি, তোর কেনা কাগজে লেখা কি রকম বেরুচ্ছে।"

তারপর একবার চোখ বুলাইয়া লইয়া গণেশ বলিল, ওরে বাপ, এদের ভাষা যে ঢের বদ্‌লে গেছে দেখ্‌ছি। এমন মেয়েলীঢং আর নকুলে হাব ভাব এরা শিখলে কোথা থেকে ?"

কার্ত্তিক চটিয়া বলিল, "তোমার অত খুঁত ধরতে হবে না। তোমার ভাল না লাগে রেখে দাও।"

সরস্বতী ইতিমধ্যে গণেশের সেই মোটা পত্রিকাখানি হস্তগত করিয়া তাহার সাতমহল বিজ্ঞাপন ও কবিতা, দর্শন, প্রত্নতত্ত্ব প্রভৃতি ঠেলিয়া উঠিয়া একটি লম্বা গল্প আবিষ্কার করিয়া একমনে তাহাই পড়িতেছিল। গণেশ তাহার দিকে তাকাইয়া বলিল, "কিরে কেমন পড়ছিস্।"

সরস্বতী হাসিয়া বলিল—"দাদা, তোমরা আমাকে মেয়ে-জ্যাঠা বলে থাকো, কিন্তু বাঙ্গালী-মেয়ের এই গল্পটা পড়লে বুঝতে পারবে যে, আমি এদের কাছে কিছু নয়—নগণ্য মাত্র। বেদ, উপনিষদ ও জ্যোতিষীর কথা থেকে আরম্ভ কোরে বড় বড় ইংরেজ-দার্শনিকদের নাম পর্য্যন্ত সমস্ত এর মধ্যে ঢুকিয়ে কত বিদ্যেই যে ফলিয়েছে, তার ঠিকানা নাই। তার উপর, এক কথা ফেনিয়ে ফেনিয়ে বিশ পৃষ্ঠা ধরে লিখেছে।

কার্ত্তিক।—এখন ঐ রকম লেখাই রেওয়াজ হয়েছে।—ওকেই আর্ট বলে। বঙ্কিমবাবুরা এখন অচল।

সরস্বতী।—বটে! সাজিয়ে-গুজিয়ে বা বুঝিয়ে-সুঝিয়ে না লিখতে পারলেই বুঝি তাকে আর্ট বলে?—এতো খুব সোজা!

এবার কৈলাসে গিয়ে আমাদেরও এ রকম একখানা কাগজ বাহির করলে হয় না ?

গণেশ।—ঝুড়ি ঝুড়ি এত লেখক সেখানে কোথায় পাবি ?

কার্ত্তিক। সে ভয় নেই। দেখছো না ?—এদের এক-একটা লেখক কত রকম বে-রকমের লেখা লিখছে।

গণেশ। তা' মিথ্যে বলিস্ নি! সেদিন দেখছিলাম, এক-জন মস্ত বৈজ্ঞানিক হিন্দুসমাজের সংস্কার জন্যে খুব কোমর বেঁধে কলম চালাচ্ছেন। অথচ মজা এই যে, তিনি নিজে সমাজ-তত্ত্বজ্ঞও নন—হিন্দুও নন।

কার্ত্তিক। তা তোমরা তামাসাই কর, আর যাই কর, এই অনধিকার-চর্চ্চার ফলে কিন্তু কাগজ-ভরানোর খুব সুবিধা হয়।

গণেশ। তবে তুই-ও কেন দেবতাদের জন্যে একখানা কাগজ বের কর না!

কার্ত্তিক। আমি কি সে বিষয়ে চুপ করে আছি? এই, দেখনা তার একটা নমুনা করেছি।"—এই বলিয়া কার্ত্তিক হাতের লেখা একখানা খাতা গণেশের হাতে দিলেন। সরস্বতী ও লক্ষ্মী দুই বোনে ছুটিয়া আসিয়া গণেশের হাত হইতে খাতাখানি লইলেন। গণেশ বলিলেন—"সরি, গোড়া থেকে পড়তো—শুনি।" সরস্বতী পড়িতে আরম্ভ করিলেন—

অকাল পক্ক

১ম বর্ষ] আশ্বিন, ১৩২৭ [১ম সংখ্যা

বিশ্বসঙ্গীত

মর্ম্মরিয়া চিত্ত মম, আজি বিশ্বপানে ধায়!
অচিন্ দেশের চেনা-কথা মর্ম্মে গেয়ে যায়!
কতকালের স্মৃতি ওগো, মেঘের মাঝে দিয়া—
আজি মৃদুস্পর্শে, জাগে হর্ষে,—চিত্ত পুলকিয়া!
খেয়া-পারের খেলো কথা নিত্য জাগায় কাণে,
নেচে ওঠে কঠোর পুলক তালে তালে প্রাণে!
মর্ম্মকোষের গন্ধ ছুটে—সর্ব্বনাশের পথে,
কেউ শোনে না, কেউ দেখে না,--আসে কোথা হতে!
খেয়ার নেয়ে, ত্বরা তরী দাও গো ছেড়ে দাও!
চিত্ত-দোলা দোদুল দোলায় দুলিয়ে দিয়ে যাও!
ঘনিয়ে আসে ঘন মেঘ—আর খেও না তাড়ী!
সময় হ'লো, যেতে হবে—দিতে হবে পাড়ি!

শ্রীনবাঙ্কুর কবিরত্ন।

যমের কোলে

(উপন্যাস)

প্রথম পরিচ্ছেদ।

রাত্রি দ্বিপ্রহরের সময়। রাত্রি ঘোর অন্ধকার, বৃক্ষের পাতা নড়িতেছে না, মেঘ ডাকিতেছে না, মনুষ্য চরিতেছে না। কদাচিৎ বন্য শৃগালের পদ-ধ্বনিতে শুষ্ক বৃক্ষ-পত্রের চুর-চুর-মুর মুর শব্দ হইতেছিল। দূরে গৃহ-প্রাঙ্গন হইতে কুক্কুরগণ উচ্চৈঃ-স্বরে চীৎকার করিয়া সেই ভয়ঙ্কর তামসীকে আরও ভয়ঙ্কর করিতেছিল। অকস্মাৎ মেঘ ডাকিল, নৈশ সমীরণ সেই অরণ্য-বৃক্ষকে দোলাইয়, দোলাইয়া—নাচাইয়া নাচাইয়া চলিয়া গেল। এমন সময় একটি যুবা পুরুষ অপরকে কহিল—"কি ভয়ানক!"—বলিতে না বলিতে একটি বৃদ্ধ আসিল এবং তৎপশ্চাৎ একটি ষোড়শী রমণী-রত্ন আসিয়া উপস্থিত হইল। ঐ বৃদ্ধ পাঠক-পাঠিকার পরিচিত—গঙ্গা-গোবিন্দ। পরে সকলে একত্রিত হইয়া অগ্রসর হইল—অরণ্য মধ্যে যথায় বাঁধা পুষ্করিণীর নিকট তিন্তিড়ী বৃক্ষ আছে—তথায় উপনীত হইল। ঘাটের নিকট দাঁড়াইয়া যুবতী বলিল—"বৃদ্ধ, এই তো সুসময়,—যুবক-যুবতীর বক্ষে ছুরিকাঘাত করিয়া নরকের দ্বার যদি উন্মুক্ত করিতে চাও, তবে আর বিলম্ব করিও না!"—কথাটা বৃদ্ধের কর্ণে তপ্ত লৌহ-শলাকার ন্যায় বিদ্ধ করিল। তাহার হৃদপিণ্ড মোচড় দিয়া

উঠিল। বৃদ্ধ গঙ্গাগোবিন্দ দীর্ঘ নিঃশ্বাস ছাড়িয়া বলিল—“রাধামণি, আর আমার বাঁচিতে সাধ নাই। আমি পাপের প্রায়শ্চিত্ত করিতেছি।”—এই বলিয়া বৃদ্ধ তখনই সুদীর্ঘ লম্ফ প্রদান করিয়া পুকুরের স্তব্ধ জলে ঝাঁপ দিয়া পড়িল। এমন সময় সেই যুবক—পূর্ব্বোক্ত সন্ন্যাসীর পুত্র,—বুড়াকে বাঁচাইবার জন্য সঙ্গে সঙ্গে জলে ঝম্প প্রদান করিল। যুবতী চীৎকার করিয়া বলিয়া উঠিল—“যাও প্রভু, যাও বীর, তোমারই দাসী আমি!—বৃদ্ধ গঙ্গা গোবিন্দের নয়।”

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

খাটের উপর বৃদ্ধ শুইয়া আছে। একপাশে সেই যুবক, আর একপাশে সেই যুবতী পাখার বাতাস করিতেছিল। বৃদ্ধ ঈষৎ চক্ষু মেলিয়া, মুখ একটু ব্যাদন করিয়া বলিল—“আমি কোথায়।” যুবতী বলিল—“আপনি ব্যস্ত হবেন না! -চিকিৎসক কথা কহিতে বারণ করিয়াছেন।” রমণীর কণ্ঠ-সুধা গঙ্গাগেবিন্দের কর্ণে ঢুকিবামাত্র সে একটু উত্তেজিত স্বরে কহিল—“বীরেন্দ্র কোথায়?”—পূর্ব্বোক্ত সেই যুবকটির নাম—বীরেন্দ্র কুমার। বীরেন্দ্র চট্ করিয়া বলিল--“এই যে আমি,—আজ্ঞা করুন! কি করিতে হইবে?” যুবকের কথা শুনিয়া বৃদ্ধ দুইবার মাথা নাড়িল। তাহার দুই চক্ষু বহিয়া হু হু শব্দে জল পড়িতে লাগিল। তারপর একটু প্রকৃতিস্থ হইয়া বলিল--“কেন তোমরা আমাকে বাঁচাইলে? জলে ঝাঁপ দিলাম তো ডুবিলাম না কেন?

ডুবিলাম তো ভাসিয়া উঠিলাম কেন? ভাসিয়া উঠিলাম তো মরিলাম না কেন? মরিলাম না তো রাধামণির কণ্ঠস্বর আবার শুনিলাম কেন?"—এ 'কেন'র উত্তর কে দিবে? ঘর নিস্তব্ধ। সকলেই নীরব। কিছুক্ষণ পরে সহসা নীরবতা ভঙ্গ করিয়া বৃদ্ধ গঙ্গাগোবিন্দ বলিল—"বীরেন্দ্র! একবার চিত্ত ঠাকুরকে ডাকিয়া পাঠাও!"--চিত্ত সেই গ্রামের প্রধান পুরোহিত।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

গঙ্গাগেবিন্দের শরীর তখনও সারে নাই; তবে পূর্ব্বাপেক্ষা অনেকটা ভাল। তিনি কাঁপিতে কাঁপিতে বিছানা হইতে উঠিয়া রাধামণির হাত দুইখানি সজোরে ধরিয়া হিড়্ হিড়্ করিয়া টানিয়া আনিয়া বীরেন্দ্রের বাম পার্শ্বে দাঁড় করাইলেন। বীরেন্দ্র মুচকি মুচকি হাসিতে লাগিল। বৃদ্ধ চীৎকার করিয়া বলিলেন "এইবার দিব্যি মানিয়েছে! চিত্তে, শঙ্খধ্বনি কর্ বাবা!" চিত্ত ঠাকুর প্রাণপণে শঙ্খের গর্ত্তে ফুঁ দিল। শঙ্খের ভো ভো শব্দ তখন নৈশ গগন ভেদ করিয়া, নাচিয়া নাচিয়া, বৃক্ষ পত্রকে প্রতিধ্বনিত করিয়া, শূন্য মার্গে উত্থিত হইতে লাগিল। মেঘ সকল সান্ সান্ শব্দ করিয়া চলিতে আরম্ভ করিল। কাক-কোকিল সঘনে ঝঙ্কার দিয়া উঠিল। গোলাপের ঘাড়ে শতদল হেলিয়া পড়িল। বৃদ্ধ কহিলেন—"আর একবার ঠেসে বাজা।" চিত্ত সানন্দে মুখ টিপিয়া হাস্য করিল;-যেন বনমধ্যে মল্লিকা ফুটিল, মেঘ মধ্যে বিদ্যুৎ ঝলসাইল। বৃদ্ধ উৎফুল্ল হইয়া আবার

ধলিল—"বাজা, বাজা, ঠেসে বাজা!" এই কথা শুনিয়া, যেই চিত্ত সজোরে শঙ্খে ফুঁ দিল, অমনি রাধামণির সঙ্গে বীরেন্দ্রের চিরদিনের জন্য দাম্পত্য সম্বন্ধ স্থাপিত হইয়া গেল।

শ্রীভূতেন্দ্র নাথ পাল বি এ।

উলা

(গবেষণা)

দেশের লোকে প্রত্নতত্ত্বের দিকে একটু গা-ঢিলা দিতেছে, কিন্তু এটা সুলক্ষণ নয়। প্রত্নতত্ত্বই দেশের গৌরব--সাহিত্যের মুকুট মণি—দেশবাসীর যশোদুন্দুভি।

উলা গ্রামটি যে উজ্জয়নীর নামান্তর মাত্র, এ কথা আমি প্রমাণ করিব। জেন্দা ভেস্তায় দেখা যায় যে, সংস্কৃত 'জ্জ" জেন্দ ভাষায় 'ল্ল' হইয়া থাকে। যথা--প্রাকৃত অজ্জ, জেন্দ ভাষায় 'অল্ল' হইয়াছে। সুতরাং উজ্জয়িনী ক্রমে উল্লয়িনী হইয়াছিল। বাঙ্গালীর স্বভাব, শব্দকে ছোট করিয়া উচ্চারণ করা; যেমন,—প্রফুল্ল-- পিপু-(দেবী চৌধুরাণী দেখহ) অতএব উল্লয়িণী উল্লায় পরিণত হইল। বাঙ্গালী আবার যুক্তাক্ষর উচ্চারণ করিতে ভাল বাসে না। কাজেই উল্লাকে বাঙ্গালী উলা করিয়াছে।

উজ্জয়িনীর কাছে 'সিপ্রা' নদী আছে, উলার কাছে চুর্ণী আছে। 'স' আর 'চ' অনেক সময় উর্চ্চারণের অদল বদল হয়। যেমন পূর্ব্ব বঙ্গের অনেক সাহেবকে 'চাহেব' বলে। চট্যগ্রাম সপ্ত

গ্রামের নামান্তর মাত্র। সুতরাং 'সিপ্রা নাম হইতে যে চুর্ণী নাম হইয়াছে, একথা মুক্ত কণ্ঠে বলা যায়।

বাঙ্গালায় বিক্রমাদিত্য ছিল। প্রমাণ—প্রতাপাদিত্যের নাম। কাজেই বঙ্গভূমি ছাড়া, অন্য কোনও ভূমিই কালিদাসের জন্মভূমি হইতে পারে না। বাঙ্গালায় কবি কালিদাস ছড়ার সঙ্গেও জড়াইয়া আছেন। যথা,—

"নাই—তাই খাচ্চে,
থাকলে কোথায় পেতে,
কহেন কবি কালিদাস
পথে যেতে যেতে!"

ফরাসী মনীষী ডিডেরা বলিয়াছেন—লোক-বাণী দেববাণী ছাড়া কিছুই নহে। ছড়ায় লোক-বাণী প্রকট। অতএব, ছড়াই প্রবলতম প্রমাণ।

শ্রীহরনিধি সমাদ্দার মহাতত্ত্ব-বারিধি।

সাহিত্যরথীর পত্র।

কল্যাণীয়েষু—

কাগজের লেখা সম্বন্ধে আমার কাছে উপদেশ চেয়েছ—ভাল কথাই। উপদেশ-দানে আমি ব্যয়কুণ্ঠ নই, তা' তোমার বোধ হয় মালুম আছে।

প্রথম কথা এই যে, সাধুভাষায় একদম কিছু লিখো না,—কারণ ওটা বাঙলা নয়। আমরা খেয়ালমত যা' লিখি সেইটেই

খাঁটি বাঙলা। ২৪শ পরগণার কথোপকথনের ক্রিয়াগুলোকে খাঁটি সংস্কৃত শব্দের সঙ্গে মিশিয়ে আমরা যে ভাষা সৃষ্টি করছি, সেই ভাষাই আদর্শ ভাষা। সেই ভাষাই দেশময় ছড়িয়ে পড়বে। যারা এখন হাস্‌ছে, তারা শেষে কাঁদ্‌তে পথ পাবে না, জেনো।

তারপর দ্বিতীয় কথা এই যে, কাগজে বেশী কোরে গল্প ও কবিতে ছাপাতেই চেষ্টা কোর্‌বে। গবেষণাও বাদ দিতে বলিনে। কারণ, পাতা-পূরণের পক্ষে অমন জিনিষ দ্বিতীয় নেই। গ্রাহককে খুসী রাখবার জন্যে আর একটা কাজ কর্ত্তে হবে। সে কাজটা আর কিছু নয়—নগ্ন স্ত্রী-মূর্ত্তির ছবি ছাপানো। Art এর দোহাই দিয়ে দুনিয়ার যত উলঙ্গ ছবি আছে, কাগজে সেগুলি নিঃসঙ্কোচে ছাপবে। তা' হলে হুড় হুড় কোরে গ্রাহকের সংখ্যা বেড়ে যাবে।

আসল কথা এইটে মনে রেখো যে, লেখাগুলো যেন আজ-কালকার ফ্যাসান মত হয়। কবিতা কেমন হবে—জানো? এই একটা নমুনা দিচ্ছি, ভাল কোরে দেখ—

দাও হে ললিতে,
একটি সলিতে,
অন্ধকার গলিতে,
না পারি চলিতে ইত্যাদি

মানে না থাকে, ক্ষতি নাই। মদ্দাৎ মিষ্টি হওয়া চাই। আধ্যাত্মিক কবিতা হ'লে, তা' আগেই ছাপবে। কবিতা যদি কৃষ্ণ-বিষয়ক

হয়, তা হোলে তো কথাই নেই—চোখ বুজে ছাপতে দেবে। এ বিষয়ে আর একটা নমুনা দিচ্চি—

হাতে ওটা কি ও বাপ. কৃষ্ণ,
মুখেতে রয়েচে কিরে ?
ঠেঙ্গা হাতে ছি ! ফেলে দে ছুড়ি,
ভাঙ্গা ছড়ি দিব তোরে !
রাজার ছেলে যে, বাছারে তুইরে,
তোর হাতে কেন বাঁশী ?
অত ফু দিয়ে—বাজালে, মরিবি
হইয়া যক্ষা কাশী !

এই ধরণের কবিতারই এখন চলন হয়েছে। যে কবিতায় যত ছন্দঃ পতন হবে, যত দুরান্বয়-দোষ থাকবে, যত অর্থহীন হবে, সে কবিতা তত উঁচুদরের জানবে। ন্যাকামীই সাহিত্যের প্রাণ।

গল্পের কথা জিজ্ঞেস কোরেছ ? গল্পেরও একটা নমুনা দিচ্চি। অবহিত চিত্তে তা' পাঠ করো :—

গল্প

(ক)

কেশব ও কুসুম দু-জনে দু-জনকে খুব ছোটবেলা থেকে প্রাণ দিয়ে ভাল বাসতো। পরে যৌবন এসে দুনিয়ার লালিমা জড়ো কোরে কুসুমের তরুণ কোমল হৃদয়খানি উদ্ভিন্ন কোরে ফুটিয়ে

দিলে। কুসুমের পিতা এই দেখে বরের বাজার থেকে একটা পাশ-করা-গরু কিনে কুসুমের গলায় দোলাইয়া দিলেন।

(খ)

একদিন বিকেলে গাছে গাছে ফুলের দেয়ালি সাজিয়া উঠিল। যখন পূবে বাতাস চির মূর্চ্ছিতের নিশ্বাসের মতো থাকিয়া থাকিয়া ফুলের শিহরণ হানিতেছিল, যখন ফোয়ারার জল তরল হীরার মালার মতো গড়িয়া পড়িতেছিল, তখন কেশব কুসুমের কাছে এসে উদ্যত অশনির মতো বলিল—"কী,—এই তোমার ভালবাসা ?"

কুসুম তাহার বিস্মিত অবিশ্বাস অগ্রাহ্য কোরে বল্লে—'লোলুপের অবিনয় ক্ষমা কর্ত্তে হবে।"—এই কথা বলিবার সময় কুসুমের গালে রাজ্যের লালিমা এসে জড়ো হলো। তাই দেখে কেশব বল্লে—"কুসুম, ও মুখখানি কী সহজে ভুলতে পারি ?"

কুসুম বজ্র গম্ভীরস্বরে বল্লে—"প্রিয়তম, আমি এখন পর-স্ত্রী।" ইহা শুনিবামাত্র কেশব দশহাত জিভ্ কাটিল। চীৎকার করিয়া বলিয়া উঠিল—"তুমি আজ হ'তে আমার মা।"—তখন দুইজনে চোখ মুছিয়া দুইদিকে মুখ ফিরাইল।—সমাপ্ত

এই রকমের গল্প ছাপাবে। আকারে যত ছোট হবে, জানবে গল্প তত ভাল হবে। যদি ছোট করবার জন্য গল্প incomplete কোরতে হয়, তাও করবে; কিন্তু কখনও লম্বা করবে না।

তারপর সমালোচনাও যেন তোমার কাগজে থাকে। দেশ-শুদ্ধ লোক যে জিনিষের নিন্দে করবে, তুমি তার সুখ্যাতি করো। আর দেশশুদ্ধ লোকের আবহমান কাল থেকে যা ভাল লাগ্‌ছে, তার প্রাণ খুলে খুব নিন্দে করো—এইটেই সমালোচনার মুখ্য উদ্দেশ্য। ইহারও এখানে একটা নমুনা দিচ্চি। যথা—

বাংলা সাহিত্যে বিশ্বপ্রাণ স্পন্দিত হ'তে আরম্ভ হয়েছে। বৈষ্ণব সাহিত্য সঙ্কীর্ণ পথ দিয়ে কাম-কলার চর্চ্চা কোরে তুরীয় আনন্দের বিনাশ সাধন কোরেছিল। কিন্তু যেদিন চোখের বালির বিনোদিনী ও নষ্টনীড়ের নায়িকা তাদের ঠাকুরপোদের নিয়ে নিখিল প্রেমের চরম সম্বন্ধ স্থাপন কর্লে, সেদিন বাঙ্গালী বিশ্ব-সাহিত্যের আস্বাদ উপভোগের অবসর পেয়ে বেঁচে গেল। তারপর, চরিত্রহীনের কিরণময়ী এই আদর্শের চূড়ান্ত ছবি দেখিয়ে বাঙালীকে স্তব্ধ করে দিয়েছে। যে বাঙালী লক্ষণ ও সীতার ছবি দেখে দেবর-ভাজের অন্য কোনও রকম ছবি কল্পনা কর্ত্তে পারতো না, সেই বাঙালী আজ বিনোদিনী ও কিরন্ময়ীর কল্যাণে বুঝতে শিখেছে, 'প্রেমের ফাঁদ পাতা ভুবনে, কখন কে পড়ে কে জানে'। বোঙ্কিম বাবু শৈবলিনী, কুন্দ ও রোহিণী এঁকেছেন, কিন্তু সাহস কোরে তাদের জন্যে এক-একটি ঠাকুরপো জুটিয়ে দিতে পারেন নি। প্রতাপ, নগেন্দ্র, ও গোবিন্দলাল যদি ঠাকুরপো হ'তো, তা হলে বোঙ্কিমবাবু বিশ্বসাহিত্যে স্থান পেতেন, কিন্তু অন্ধ ও সঙ্কীর্ণ সংস্কার বশে তিনি তা' পারেন নি। রোবিবাবুর ও শরোৎবাবুর বুকের পাটা বেশী—তাঁরা তা পেরেচেন। আত্মঘাতী

সমাজ-ধর্ম্মের গলায় ছুরি চালিয়ে বিশ্ব-মানব-ধর্ম্মকে তাঁরা দাঁড় করিয়েছেন। সীতা, সাবিত্রীর ছবি এদেশের স্ত্রীজাতিকে কেবল সতীত্ব শিখিয়েছে, কিন্তু মানুষ হ'তে শিখায় নি। স্ত্রীজাতিও যে পুরুষ জাতির চেয়ে মানুষ হিসাবে একচুল কম নয়, একথা এদেশের কোনও কবিই আগে বলতে পারেন নি।—তাই আমাদের এত দুর্গতি। তাই স্বায়ত্ত-শাসন-লাভেও আমরা উপযুক্ত হতে পারচি নে।

সব ভেঙ্গে দিতে হবে। রস-বস্তু এই ভাঙ্গনের ভেতর দিয়েই ছিট্‌কে বেরিয়ে দেশকে, জাতিকে, ও সাহিত্যকে সঞ্জীবিত করে তুলবে। ইবসেন, মেটারলিঙ্ক এই সঞ্জীবন মন্ত্রের সাড়া পেয়েছেন।—আমরাও পেয়েছি। তাই এই নবীনতার যুগে স্কুল-কলেজের ছেলেদের মন আমরা জয় করে ফেলেছি।

—এই পর্য্যন্ত সরস্বতীর যখন পড়া হইয়াছে, গণেশ তখন চীৎকার করিয়া বলিয়া উঠিলেন—"থাম, থাম, আর পড়তে হবে না। আমার মাথা ঘুরছে।"

কার্ত্তিক কহিল,—"এখনকার ফ্যাসানই দাঁড়িয়েছে এই। সকলদিকেই একটা নতুন কিছু না হ'লে লোকের মন মজে না। থিয়েটারে গিয়ে দেখ—আর সে পুরানো পৌরাণিক বা সামাজিক নাটক জমে না! এখন যে নাটকে যত বেশী উদ্ভট বা অসম্ভব ঘটনা থাকে, সেই নাটকেরই তত বেশী কদর হয়। আসল কথা, সমস্ত জাতটা যেন মাতাল হয়ে পড়েছে। এখন আর সেই পুরাতন পুষ্টিকর তেল, ঘি, নুন, চিনি প্রভৃতিতে আর রুচি নেই,

—এখন খুব বেশী ক'রে গরম মসলা বা লঙ্কার ঝাল না দিলে আর মদের চাট তৈরি হয় না।"

গণেশ হাসিয়া বলিল, "এত লঙ্কার ঝাল পেটে সইলে হয়।"

নন্দী বলিল, "এর আবার উল্টো দিক্ আছে। মধ্যপথ ব'লে এরা কিছু রাখে নি। হয় লঙ্কার ঝাল, নয় একেবারে আমানি। এখনকার ঔপন্যাসিকদের উপন্যাস লেখ্‌বার উপাদান এই—গুটি দুই ভাজ, একটি দেওর, একটি ননদ, গোটাকতক ছেলেপুলে আর একটি চাকর বা ঝি—তাদের মধ্যে কেহ কেহ একেবারে দেবতা—কেহ বা পিশাচকেও হার মানিয়ে দেয়! এই কয়জনের মধ্যে কিছুদিনের জন্য মন-কষাকষি, বিবাদ ও বিচ্ছেদ ও পরিশেষে মিলন এবং মিটমাট। ব্যাস্—এই নিয়ে এখন অজস্র উপন্যাস রচনা হচ্ছে। এগুলোর কাট্‌তিও খুব—একেবারে জল কিনা। পথে, ঘাটে, ট্রামে, রেলের কেরাণীর পকেটে, মিল-মজুরের হাতে সর্ব্বত্র এদের দেখ্‌তে পাবে। বিশেষতঃ অর্দ্ধশিক্ষিত, ও নভেল-পড়া-মেয়েদের কাছে এদের ভারী আদর। আগে ডিটেক্টিভ উপন্যাসের যে স্থান ছিল, সেইটে এরা অধিকার করেছে।"

এই রকম সব কথা হইতেছে, এমন সময় কার্ত্তিক বাহিরের দিকে তাকাইয়া বলিল, "ও নন্দীদা, বেলা যে পড়ে এল। এইবার বেরুবে চল।"

গণেশ অতিকষ্টে আড়ামোড়া ভাঙ্গিয়া বলিল, "কোথায় আর যাই বল। এই তো বেশ ব'সে ব'সে গল্প হচ্ছে।"

কার্ত্তিক বলিল, "না দাদা, তা হবে না। তার চেয়ে একটা কাজ করা যাক্। চল, আজ আমরা থিয়েটার দেখে আসি।"

গণেশ সোৎসাহে উঠিয়া বসিয়া বলিল, "বাঃ বাঃ, বেশ বলেছিস্। নন্দীদা আর তা' হ'লে দেরী ক'রে কাজ নেই।"

নন্দী বলিল, "একবার মাকে বললে হয় না?"

কার্ত্তিক বলিল, "কুছ্ পরোয়া নেই। আজকাল সকাল সকাল থিয়েটার আরম্ভ হয়। রাত নটা-দশটা অবধি দেখে চলে এলেই হবে। বল্‌বো, বিডনস্কোয়ারে লেক্‌চার শুন্‌ছিলুম।

গণেশ বলিল, "সেই বেশ কথা।"

তখন সকলে মিলিয়া বাহির হইয়া পড়িল।

(৬)

তখনও সন্ধ্যা হইতে কিছু বিলম্ব আছে। সূর্য্যদেব ডুবুডুবু, ওদিকে পূর্ব্বাকাশে অষ্টমীর চাঁদের অপূর্ব্ব সৌন্দর্য্য ফুটিয়া উঠিতেছে। রাজপথ লোকে লোকারণ্য ; ছোট ছোট ছেলে-মেয়েরা নূতন পূজার কাপড় ও রং বেরঙ্গের জামা পরিয়া হাত ধরাধরি করিয়া বাহির হইয়াছে। কাহারও হাতে একটা ভেঁপু—কাহারও হাতে কাগজের পাখী, কাহারও হাতে বা অবাক্-জলপানের ঠোঙ্গা। সঙ্গে সঙ্গে চানাচুরওয়ালা, খেলনাওয়ালা, বেলফুলওয়ালা, লালনীল দেশালাইওয়ালা প্রভৃতি চলিতেছে। কেহ শুধু নিজ-পণ্যদ্রব্যের নাম ধরিয়া চেঁচাইতেছে, কেহ বা নানা অঙ্গভঙ্গী করিয়া অপূর্ব্ব স্বরে ছড়া কাটিয়া জিনিষ গছাইবার চেষ্টা করিতেছে। একটা বটতলার পুস্তক-বিক্রেতা "এবার পূজায় রগড়

ভারি” বলিয়া এক লম্বা শ্লোক আওড়াইয়া গেল। তাহার পশ্চাতে জনকতক লোক দু’হাতে বিজ্ঞাপন বিলাইয়া চলিল। চতুর্দ্দিকেই জনতা, অস্থিরতা ও আনন্দ-কোলাহল। সহরের সৌখীন বাবুরা ফিন্‌ফিনে অদ্দির পঞ্জাবী গায়ে দিয়া লপেটা জুতা পরিয়া ও ডান হাতের মনিবন্ধে বেলফুলের মালা জড়াইয়া সহরে বাহির হইয়াছেন। কলেজের ছেলেরা চটিপায়ে ও টুহিলের সার্ট গায়ে দিয়া বেড়াইতেছে। পাড়াগাঁ হইতে যাহারা পূজা দেখিতে আসিয়াছে, তাহাদের আবার আর এক রকম সাজ। কাল কুচকুচে চেহারার উপর নীল সাটিনের জামা ও পায়ে লাল মোজা। কেহ একটি ফ্যান্সি ছড়ি রাস্তায় কিনিয়া লইয়াছে ও সকলেরই মুখ দিয়া তেল গড়াইয়া পড়িতেছে। এবং চুলগুলি একেবারে প্লেন সিমেণ্টের মত আঁচড়ানো।

কার্ত্তিক, গণেশ ও নন্দী এই সাধারণ আনন্দে যোগদান করিয়া বেড়াইতে বেড়াইতে ক্রমে বিডনস্কোয়ারে আসিয়া পড়িল। সেখানে একটা চত্বরের ভিতর বিশেষ ভিড় দেখিয়া তাহার মধ্যে সকলে প্রবেশ করিল। সেই ভিড়ের মধ্যে তখন এক ভদ্রলোক হাত পা ছুঁড়িয়া উচ্চৈঃস্বরে চীৎকার করিতেছিলেন। কার্ত্তিক খানিকক্ষণ অবাক্ হইয়া তাকাইয়া বলিল, “নন্দী দা, একি ?—”

গণেশ রাগিয়া জবাব করিল—“দূর মুখ্‌খু। জানিস না একি ? এখানে একটা মিটিং হচ্ছে—উনি বক্তা, বক্তৃতা কচ্ছেন।”

কার্ত্তিক অপ্রস্তুত হইয়া বলিল, “তা জানি, কিন্তু আমার

বিশ্বাস ছিল, মিটিং জিনিষটা বাংলা দেশ থেকে উঠে গিয়েছে। আমি তো শেষ মিটিং দেখেছিলুম সেই ১৩১৬ সালে।"

নন্দী হাসিয়া বলিল, "তাও কি কখনও হয় দাদাবাবু! বাঙ্গালী এতদিন বক্‌তে না পেলে যে পেট ফুলে হাঁপিয়ে মারা যেত।"

গণেশ বলিল, "আচ্ছা, এখন এরা কোন কথা নিয়ে বক্‌ছে!"

নন্দী।—"তার নামটা বড় শক্ত মশাই—নঙ্কা পৃড়েশান না কি একটা বলে, আমি ভাল উচ্চারণ করতে পারি না।"

গণেশ।—"তোর উচ্চারণ করতে হবে না। ব্যাপারটা কি বল দেখি।"

নন্দী। ব্যাপারটা আর কি? এই যাদের সব খেতাব টেতাব আছে, তাদের সে সমস্ত বর্জ্জন করতে হবে?

গণেশ প্রশ্ন করিল, "তার মানে?"

কার্ত্তিক এতক্ষণ চুপ করিয়াছিল, এখন আর থাকিতে না পারিয়া বলিল—"তার মানে এই যে, তোমাকে এতদিন লোকে সিদ্ধি দাতা গণেশ ব'লে ডাক্‌তো—এখন থেকে তুমি নিজেকে শুধু গণেশ ব'লে পরিচয় দেবে।"

নন্দী বলিল—"দূর পাগল! তা কেন হবে? শুধু সরকারী যে সব খেতাব, সেই সব ত্যাগ কর্ত্তে হবে। নইলে, গান্ধিরই তো এক উপাধি রয়েছে "মহাত্মা";—তা' কি তিনি ত্যাগ কর্চ্চেন?"

কার্ত্তিক বলিল "গান্ধি কে নন্দী দা?"

নন্দী বলিল, "সর্ব্বনাশ! 'মহাত্মা' গান্ধি বলো। নইলে

কেউ শুন্‌লে এখুনি তোমায় ঠেঙ্গিয়ে দেবে। এই এবারকার কংগ্রেসে একজন বড়লোক 'মহাত্মা" বল্‌তে ভুলেছিল্লেন ব'লে লোকে কি রকম খাপ্পা হ'য়ে উঠেছিল। অনেকে তাঁকে দেবতার মত মান্য করে। এই গান্ধি মহারাজই এই নতুন হুজুগের পাণ্ডা।"

গণেশ বলিল, "দেবতার মত মান্য করে কি হে? তা'হলে আমাদের পাততাড়ি গুটোতে হ'ল বলো?"

নন্দী হাসিয়া বলিল, "তোমরা পাততাড়ি তো অনেক দিন গুটিয়েছ, এখন অনেক নতুন দেবতা এসে তোমাদের স্থান অধিকার করেছে। তবে বাস্তবিক, গান্ধি একজন দেবতুল্য ব্যক্তি। মুটে-মজুররা পর্য্যন্ত তাঁকে মনে মনে শ্রদ্ধা করে। বিশেষতঃ মাড়োয়োরীরা তো তাঁর নামে পাগল।"

কার্ত্তিক বলিল, "তা হ'লে তোমার এই 'নঙ্কাপুড়েশান' খুব জোরে চল্‌ছে বল!—বিশেষ যখন মাড়োয়ারীরা এমন সহায়। তাই তো বলি, এই মাড়োয়ারী ভায়েদের তো আগে কখনও কোন মিটিংয়ে দেখিনি, আজ সহসা এঁদের আবির্ভাব কেন?"

নন্দী বলিল, "এঁরা আজকাল ভারি রাজনৈতিক হয়ে উঠেছেন। কিন্তু আসল কাজের বেলা অষ্টরম্ভা। বাবা, গান্ধিই বল, আর ভগবান্‌ই বল, টাকার চেয়ে মাড়োয়ারীর কাছে আর কিছুই নেই। পায়ের ধূলো নিতে বলো, এরা নেবে। পাদোদক খেতে বল, খাবে। কিন্তু সেই গুরুর উপদেশ অনুসারে কাজ করতে বলো দিকিনি, অমনি আর কারুর চুলের টিকিটি দেখ্‌তে পাবে না। বাঙ্গালী বড় বাবুদের রোগটা এদেরও বেশ ধরেছে।

বাস্তবিক, 'গান্ধি' মানুষটাকে বা 'গান্ধি' নামটাকে লোকে যে রকম ভক্তি-শ্রদ্ধা করে, তার শতাংশের একাংশ ভক্তিও যদি লোকে তাঁর কাজের বা তাঁর উপদেশের প্রতি করতো, তা হ'লে তেরাত্রির মধ্যে তারা স্বরাজ পেয়ে যেতো; শুধু মহাত্মা মহাত্মা ক'রে চেঁচালে বা হুজুগ করলেই তো হয় না।"

গণেশ একটু বিজ্ঞতার সহিত বলিল, "আচ্ছা, কেন এরূপ হয় বল দেখি।"

নন্দী বলিল, "প্রতিমা পূজার দোষগুলা লোকের হাড়ে হাড়ে বসে গিয়েছে। প্রতিমার পিছনে যে শক্তি, যে জ্ঞান, যে ধর্ম্ম নিহিত আছে, সেটা তারা ভুলে গিয়েছে—এখন্ তারা মনে করে যে শুধু বাহিরের প্রতিমাটার মাথায় ফুল-চন্দন বৃষ্টি কর্‌লেই আর তার পায়ের গোড়ায় ঢিব্ ঢিব্ ক'রে প্রণাম কল্লেই কাজ হাসিল হয়ে যাবে। তার দরুণ বাহিরে ভক্তির ভাণ থাক্‌লেও আসল ভক্তি দেশ থেকে কি রকম লোপ পেয়ে গেছে, তার একটা দৃষ্টান্ত দিই শোনো। ভক্তি যে নেই, তা নয়; তবে যাদের মধ্যে আছে, তাদের নাম শুন্‌লেই বুঝ্‌বে সেটা কতখানি খাঁটি। তোমরা রাগ ক'রো না, দাদাবাবু, কিন্তু দেব-দ্বিজে ভক্তি আমি আজকাল সকলের চেয়ে দেখ্‌তে পাই বেশ্যাদের মধ্যে। ঠাকুর-দেবতা তাদের বাড়ীর কাছ দিয়ে গেলে, তাদের হাত সকলের আগে কপালে গিয়ে ঠেকে। তারা পুণ্য-তিথি হলেই গঙ্গাস্নান করে, ব্রত পার্ব্বণ করে, বামুন খাওয়ায়, গুরু-পুরুত পোষে, আর পূজো আচ্ছা কি রকম করে,

তা আমাদের কার্ত্তিক ঠাকুর ভাল রকমই জানেন। আর এক রকম ভক্তি আমি দেখ্‌তে পাই তাদের মধ্যে—যাদের, হয় মাথায় টিকি, নয় গলায় কণ্ঠি আছে। এদের অনেকেই পাকা সুদখোর কিম্বা জুয়াচোর, কিন্তু মুখে সর্ব্বদা হরিনাম, আর বাড়ীতে প্রত্যহ হরির লুট। ভক্তির ভড়ং এঁদের সকলেরই খুব, কিন্তু আসলে এঁদের ভগবানের প্রতি শ্রদ্ধা অনেকটা গান্ধির প্রতি মাড়োয়ারী-দের যেরূপ!"

নন্দীর কথা শুনিয়া গণেশ যথা সম্ভব গাম্ভীর্য্য রক্ষা করিয়া একটু হাস্য করিতেছিল। কিন্তু কার্ত্তিক বক্তৃতার বহর দেখিয়া অধৈর্য্য হইয়া উঠিয়াছিল। এখন গণেশকে ধাক্কা দিয়া কহিল, "আর ও চাপা হাসিতে কাজ নেই, এদিকে বেলা কত হ'ল হুঁস্ আছে? আর দেরী হ'লে যে থিয়েটারে ঢুকতেই পাবে না।"

নন্দী গম্ভীর ভাবে বলিল, "এতবড় গুরুতর ব্যাপারের পর থিয়েটার—বড় মন্দ নয়। তা' এখানে যে এত লোক লেকৃচার শুনে হাততালি দিতেছিল, তাদেরও অনেকটা সেই দশা। এখানে বক্তৃতার দ্বারা তো দেশোদ্ধার হইল, এখন কেহ গেল ঘুমাইতে, কেহ রাত জাগিয়া তাস খেলিতে—কেহ থিয়েটার-বায়স্কোপে আমোদ করিতে! হায়! দেশের কয়টা লোক দেশের জন্যে ভাবিয়া থাকে।"

এই বলিয়া একটি দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিয়া নন্দী,—কার্ত্তিক ও গণেশ-সমভিব্যাহারে দ্রুতপদে থিয়েটার অভিমুখে প্রধাবিত হইল। সেখানে টিকিট-ঘরের কাছে অসম্ভব ভিড়। টিকিট-

ঘরের ছোট জানালা তখনো খোলা হয় নাই, কিন্তু সেখান হইতে রাস্তা অবধি অসংখ্য নরমুণ্ড বিপুল জল-স্রোতের ন্যায় ঢেউ খেলিয়া যাইতেছে। কার্ত্তিক বলিল, "বাপ্, দেশে কি দুর্ভিক্ষ! কাঙ্গালী-বিদায়ের সময়ও বোধ হয় এত ভিড় হয় না।

নন্দী বলিল, "কাঙ্গালী-বিদায় কি, দাদাবাবু! কেউ যদি একটা করে টাকা দেব ব'লে প্রচার করতো, তা হ'লেও এত লোক জমা হোত না।"

গণেশ বলিল, "তোদের এক অন্যায় বাপু, বৎসরকার দিন লোক একটু আমোদ করবে না। যাই হোক্ নন্দী, আমাদের তো ও ভিড় ঠেলে যাবার সাধ্য নেই। তুই পারিস্ তো তিন খানা টিকিট কিনে নিয়ে আয়।"

ইতিমধ্যে টিকিট-ঘরের জানালা খুলিয়া গেল। নন্দী তখন ভিড়ের মধ্যে ঢুকিয়া ঢুঁ মারিয়া কনুয়ের গুঁতা দিয়া ক্রমে ক্রমে জানালার নিকট পৌছিয়া তাহার একটা বাল্‌দো ধরিয়া দাঁড়াইয়াছে, এমন সময়ে আবার একটা দম্‌কা ভিড়ের ঠেলা আসিয়া তাহাকে দূরে ছিট্‌কাইয়া দিল। কিন্তু সে দমিবার পাত্র নহে। বার বার তিনবার এইরূপ প্রতিহত হইয়া অবশেষে তিনখানি পিটের টিকিট কিনিয়া সে সগর্ব্বে কার্ত্তিক গণেশের কাছে ফিরিয়া আসিল। গণেশ তাহার দিকে তাকাইয়া হাসিয়া বলিল, "কিরে নন্দী তুই যে যুদ্ধ ক'রে এলি দেখ্‌ছি।"

নন্দী বলিল, "হাঁ দাদবাবু এই দেখ, তুমি সেই যে পুরাণো চাদরটা আমায় দিয়েছিলে, সেটা একেবারে ছিঁড়ে গিয়াছে।

আর আমার চটি জোড়াটাও ছিট্‌কে গিয়েছিল ; কিন্তু আমি ঠকিনি। ভিড়ের মধ্যে আর এক জোড়া কার চটি ঠেলে নিয়ে এসেছি।” বলিয়া পায়ের দিকে তাকাইয়া বলিল, “বা এসে দেখ্‌ছি নতুন চটি। নিশ্চয়ই কোনও বাঙ্গালের হবে। তাহ’লে আমার বেশ লাভ হয়ে গেল।”

কার্ত্তিক তাহার নূতন জুতাটির দিকে ঈর্ষান্বিত নেত্রে তাকাইয়া বলিল “বেশ করিছিস্‌, চোর। এখন চল ভেতরে ঢুকি ; নইলে জায়গা পাওয়া যাবে না।”

কার্ত্তিক, গণেশ ও নন্দী ঢুকিবার পরই মুহূর্ত্ত-মধ্যে সমস্ত থিয়েটারটা ভরিয়া গেল,—ভরিয়া গেল কেন, ছাপাইয়া উঠিল। আশে-পাশে, খাঁজে-খোঁজে যেখানে যেটুকু জায়গা ছিল, তাহাতে লোকে বসিয়া দাঁড়াইয়া রহিল—ভিড়ের চোটে লোকের প্রাণ ওষ্ঠাগত, কিন্তু তখনও টিকিট-বিক্রয়ের বিরাম নাই। লোকে মরুক আর হাজুক, তাহাতে তাহাদের আর কি, টিকিট বেচিতে পারিলেই হইল। এদিকে ছয়টার সময় আরম্ভ হইবার কথা ছিল—সাড়ে ছয়টা বাজিয়া গেল, তখনও টু শব্দটি নাই। লোকে অস্থির হইয়া ক্রমশঃ চীৎকার করিয়া ও শিস্‌ দিয়া সময় কাটাইবার ব্যবস্থা করিল। ভিতরে যেমন গরম তেমনি গোলমাল। গণেশ বলিল, “নন্দী দা আমোদ করতে এসে চূড়ান্ত যন্ত্রণাটা ভোগ করা গেল।” কার্ত্তিক ব’লল, “তুমি বাপু বড় অধৈর্য্য লোক। একটু কষ্ট না করলে কি ক’রে কি হবে ?”

ইতিমধ্যে একের পর এক তিনটি ঘণ্টা বাজিয়া গিয়া

কন্‌সার্ট আরম্ভ হইল! তখন একটু গোলমাল থামিল বটে, কিন্তু পট উঠিবার পর যখন দলে দলে, ছোট, বড়, মাঝারী, নানারূপ সখী আসিয়া ষ্টেজ জুড়িয়া দাঁড়াইল, তখন একটা ভীষণ হৈ হৈ রবে চারিদিক প্রতিধ্বনিত হইয়া উঠিল। গণেশ অতিষ্ঠ হইয়া বলিল, "কি বিপদ্! থিয়েটারে কি আর ভদ্রলোক কেউ আসে না নাকি?"

নন্দী বলিল, "অনেকটা সেইরূপ। নেহাৎ যাঁহারা মায়া কাটাইতে পারেন না, তাঁহারাই আসিয়া কোনরূপে এই যম-যন্ত্রণা ভোগ করেন! আর বাকী সব আলু-পটলের দল—পোস্তা, আর হাটখোলা আর আহিরী টোলা—এরাই সব থিয়েটার-গুলো রেখেছে।"

পিছন হইতে একজন বলিল, "আপনারা ভারি বকর বকর কচ্ছেন মশাই। একটু থামুন, গানটা শুন্‌তে দিন।"

গান টান হইয়া যাইবার পর নূতন নূতন সিন সমস্ত দেখিয়া কার্ত্তিক আনন্দে উৎফুল্ল হইয়া উঠিল। গণেশকে সম্বোধন করিয়া বলিল, "এসব কখনো দেখেছো দাদা? কেবল তো খুঁত পাড়তেই শিখেছো!"

গণেশ চুপ করিয়া বসিয়া রহিল। খানিক পরে বলিল, সিনগুলো হয়েছে মন্দ নয়, কিন্তু বলিহারি এদের কাণ্ডজ্ঞান। ঐ সেনাপতি সেজেছে দেখেছিস্—বেটা যেন তালপাতার সেপাই! ঠেলা মারলে পড়ে যায়। আবার ঐ খ্যাক্-খেঁকেটার রকম দেখ্। ও মনে করছে খুব ভাল অ্যাক্‌টিং করে। কিন্তু হাত-

গুলো নিয়ে: যে কি কর্‌বে, কোথায় রাখ্‌বে, তা ঠিক্ করতেই পারছে না। বরং মেয়ে-অ্যাকটর গুলো করছে এক রকম—যেমন শিখিয়েছে, তেম্‌নি বলে যাচ্ছে!—কারুরই মুখে না আছে একটা ভাব, না আছে একটা উত্তেজনা। ঐ দেখ্‌লিনে মন্ত্রী বল্লে, "ঐ রাজা আস্‌ছেন তাঁর মুখের ভাব দেখে আমার ভয় করছে—কি রুদ্রমূর্ত্তি!" আর রাজা তারপরে এলেন—দু'হাত দুলিয়ে, পান চিবোতে চিবোতে। রাজার পায়ে আবার দেখি এক জোড়া ছেঁড়া মোজা—বড় মন্দ মজা নয়।"

নন্দী বলিল, "তা কি করবে বল—এইতেই তো বেশ চলে যাচ্ছে—রাশ রাশ টাকা আস্‌ছে—এর চেয়ে ভাল ক'রে আর কি করবে বল?

"বড় গোল হচ্ছে মশাই"—বলিয়া পিছন হইতে একটা লোক হুঙ্কার দিয়া উঠিল। ইতিমধ্যে একটা মজার ঘটনা ঘটিয়া গেল। রাণী প্রহরীকে হুকুম দিলেন, 'বন্দী করো', প্রহরীটি একে নূতন লোক—এতদিন "নেপথ্যে কোলাহল" প্রভৃতিই সাজিয়া আসিতেছিল—তাহার উপর এতক্ষণ সে জুল্‌জুল্ করিয়া উপরের মেয়েদের সীটের দিকে তাকাইয়াছিল—এখন সহসা হুকুম পাইয়া তাড়াতাড়ি রাণীকে গিয়াই ধরিল। মহা হাসি ঠাট্টা পড়িয়া গেল। গণেশ মুখে কিছু বলিল না,—শুধু কার্ত্তিকের দিকে তাকাইয়া মিট্‌মিট্ করিয়া হাসিতে লাগিল।

দু'অঙ্ক হইয়া গেল। সিট যাইবার ভয়ে কার্ত্তিক গণেশ কেহই জায়গা ছাড়িয়া উঠে নাই। তৃতীয় অঙ্কে এক ভয়ানক

দৃশ্য। নায়ক শত্রু-হস্তে বন্দী। এমন সময়ে নায়িকা পিস্তল হস্তে প্রবেশ করিয়া তাহাকে উদ্ধার করিবে। নায়ক ভাঙ্গা গলা করিয়া চীৎকার করিতেছে—সকলে উৎকর্ণ হইয়া আছে, এমন সময়ে সিটের একটা দিক হইতে মহা কোলাহল উত্থিত হইল। এক ভদ্রলোক বাহির হইতে আসিয়া দেখেন, তাঁহার সীটে অন্য লোক বসিয়াছে ; তাহাতে প্রথমে বাদানুবাদ, পরে বচসা, অবশেষে হাতাহাতির উপক্রম। সকলে হৈ হৈ করিয়া উঠিয়া পড়িল। অত বড় একটা 'রোমাঞ্চকর দৃশ্য' মাঠে মারা গেল।

গণেশ ব্যাপার কি দেখিবার জন্য দাঁড়াইয়া উঠিয়াছিল। গোলমাল থামিবার পর পিছনে বসিতে গিয়া দেখে—আর তিল ধরিবার স্থান নেই। এদিকে পিছন হইতে সকলে 'বসুন বসুন' বলিয়া চীৎকার আরম্ভ করিল। কার্ত্তিক বলিল—'দাদা, তুমি ততক্ষণ বাহিরে গিয়া দাঁড়াও! তোমার তো তেমন ভাল লাগছে না—আমরা খানিক পরেই যাচ্ছি।" গণেশ ক্ষুণ্ণমনে প্রস্থান করিল।—কার্ত্তিক ও নন্দী বসিয়া বসিয়া দেখিতে লাগিল।

তৃতীয় অঙ্ক হইয়া যাওয়ার পর নন্দী বলিল, "দাদাবাবু, আর থাকা ঠিক নয়—রাত্রি অনেক হইয়াছে।" কার্ত্তিক তখন অগত্যা অনিচ্ছাসহকারে বাহির হইয়া আসিল। বাহিরে গণেশ দাঁড়াইয়া দরজার ফাঁক দিয়া ডিঙ্গি মারিয়া দেখিবার চেষ্টা করিতেছিল। এখন তিন জনেই একত্রে গৃহাভিমুখে যাত্রা করিল!

গণেশের পেটে কথা থাকে না। সে আসিয়া মা ও বোন-দিগকে থিয়েটার যাওয়ার কথা সব বলিয়া দিল। শুনিয়া দেবী, লক্ষ্মী ও সরস্বতী মহা হাউ চাই করিতে লাগিল। শেষে দুর্গা বলিলেন "কেমন শুন্‌লি রে ?"

গণেশ বলিল, "শুন্‌লাম আর ছাই। যে অভিনেতাগুলো আস্তে বল্‌ছিল, তাদের কথা শোনা যায় না, -আর যেগুলো জোরে চেঁচিয়ে বল্‌ছিল, তাতে লোকে এত হাত তালি দিচ্ছিল যে তাইতেই সব শব্দ ডুবে গেল।"

কার্ত্তিক বলিল। "তুমি দাদার কথা শুনো না মা। চমৎকার হয়েছে।"

দুর্গা বলিলেন—"বেশ! এখন সুস্থির হয়ে সব ঘুমাও! — রাত ঢের হ'য়েছে।"

নবমীর প্রাতে কার্ত্তিকচন্দ্র নিদ্রাভঙ্গের পর কালীঘাট দর্শনের মতলব আঁটিয়া নন্দী ও ভৃঙ্গীর ঘুম ভাঙ্গাইলেন। নন্দীকে না-চাইতে পারিলেই যে কার্য্যসিদ্ধির বিশেষ সম্ভাবনা, ইহা কার্ত্তিক বিলক্ষণই বুঝিতেন। কালীঘাটে যাইবার কথা শুনিয়া নন্দী অন্তরে মহাখুসী হইলেও প্রকাশ্যে বলিল, "তাইতো ছোড়দা, সে হ'ল অনেক দূর, যেতে আস্‌তে বিশেষ বিলম্ব হ'বে—মা যদি রাগ করেন!"

কার্ত্তিক। "আরে, রেখে দাও মার রাগ করা! আজ বাদে কাল মামারা তো গলা টিপে টিপে সব গঙ্গার পাড়েই আমাদের আছড়ে ফেলবে। আর দিন তো ঘুনিয়ে এলো! আজকের

রাতটি পোহালেই, বস্! ও মাকে আমি ঠিক বুঝিয়ে দেবো, সে জন্য তোমার ভাবনা নেই।"

নন্দী উত্তর করিল, "আমি ও ভৃঙ্গী না হয় সেরে নিলাম, কিন্তু, দাদা বাবুর খবর কি! তিনি কি সিদ্ধির নেশা কাটিয়ে উঠেছেন!"

কার্ত্তিক। "ননসেন্স! দাদাকে, বলে আমি, কখন্ তুলে জামা কাপড় ছাড়িয়ে এলাম। আমি নিজে শেষ রাত্রে উঠে, মুখে সাবান দিয়ে মামাদের ক্ষুরে দাড়ী কামিয়ে 'রেডি' হয়ে আছি।"

তিনজনে গণপতির ঘরে গিয়া দেখেন, গণপতি আয়নাতে মুখ দেখিতেছেন ও মৃদু মৃদু হাসিতেছেন।

তদ্দর্শনে কার্ত্তিক বলিল, "দাদার কি এখনও নেশার ঘোর আছে না কি?" গণেশ একটু লজ্জিত হইয়া আয়না রাখিলেন, ও বিদ্রূপের সুরে বলিলেন, "তা' নেশার ঝোঁকে মাকে লুকিয়ে যাওয়াটা কি ঠিক!"

কথাটা কার্ত্তিকের লাগিল। তিনি জোড়হাতে বলিলেন, "মাপ কর দাদা! আর গোল পাকিও না। তা'হ'লে আমাদের যাওয়া হবে না।"

গণেশ একটু হাসিয়া অগ্রসর হইলেন। কার্ত্তিক, নন্দী ও ভৃঙ্গী পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিল।

পথে আসিয়া সকলে ট্রামের জন্য অপেক্ষা করিতে লাগিলেন, কিন্তু ট্রামগাড়ী আর আসে না। একজন লোককে জিজ্ঞাসা করায় তাঁহারা জানিলেন যে ট্রামগাড়ীর চালকেরা ষ্ট্রাইক্ করিয়াছে।

কার্ত্তিক বলিলেন, "সর্ব্বনাশ! তবে উপায়!"

ভৃঙ্গী অবাক্ হইয়া কার্ত্তিকের মুখের প্রতি চাহিয়া কাঁপিতে কাঁপিতে বলিল, "সর্ব্বনাশ কি ছোড় দা! কি হয়েছ বল!"

কার্ত্তিক, "হবে আর কি! আমাদেরি বিপদ! ট্রাম বন্ধ; চালকেরা সব ধর্ম্মঘট করেছে, গাড়ী চালাবে না।"

গণেশ। "সে কি! কেন?"

কার্ত্তিক। "ট্রামের ড্রাইভার, কণ্ডক্টার যা চায়, তা' পাচ্চে না। ওরা বলচে আমাদের মাহিনা বাড়িয়ে দাও, যা পাই তাতে খেতে কুলায় না। ট্রাম কোম্পানীর সাহেবেরা তাতে রাজি নয়। ওরা দরখাস্ত করে করে শেষে কাল বিকালে কোম্পানীকে জানিয়ে দেয়, আজ হতে কাজ বন্ধ করবে। আমি কাল শুনেছিলাম, কিন্তু বিশ্বাস করি নাই।"

গণেশ। "কেন, অবিশ্বাসের কারণ! ওরা গরীব বলে! ওরে গরীবেই পারে! দেখচিস্ নে, পৃথিবীতে যত কিছু অঘটন ঘটাচ্ছে সব গরীব লোকে। দরিদ্র ধনীর নিষ্পেষণে যে ক্ষেপে উঠেছে। দরিদ্র বলচে, হাড়ভাঙ্গা পরিশ্রম করচি, কিন্তু খেতে পাইনে, শীত ও লজ্জা-নিবারণের বস্ত্র পাই নে। যাদের গোলামী করি, কায়মন উৎসর্গ করে যে ধনীর খিরমৎগার হই, সে বিনিময়ে কশার ব্যবস্থা করে—কাঁদলে অভুক্ত অবস্থায় গারদে বেঁধে রাখে!"

নন্দী। "বলি, দাদা বাবু! ওরা কি অদৃষ্ট মানে না—ভগবানে বিশ্বাস করে না।"

গণেশ। "ওরা কি বলে জান! বলে যে, আমাদের বাপ-দাদারা অত্যাচার-উৎপীড়নে হতাশ হয়ে কাঁদত; আকাশের দিকে চেয়ে বলত "হা ভগবান!" কিন্তু, ভগবান তো আমাদের বাপ-দাদাদের দুঃখ দূর করতে আসে নি। ভগবান কাঁদলে মিলবে না—ভগবানের গলায় গামছা দিয়ে আনবো, যদি ভগবান বলে কিছু থাকে! নিজেদের পায়ে ভর দিয়ে দাঁড়িয়ে বলব,— এস-দেখ ভগবান, আমাদের কাজ ন্যায় কি অন্যায়! অন্যায় হয়, বজ্রাঘাতে আমাদের চূর্ণ করে দাও!"

কার্ত্তিক। "দেখ দাদা এরা কি সব সেই গীতা পড়েছে।"

গণেশ। "দূর তা' কেন! হাওয়ার খেলা—কালের নিয়ম! দেখছিস্ নে,' আবার নূতন গীতার সৃষ্টি হচ্চে। সব ওলট পালট হয়ে যাবার উপক্রম হচ্চে।"

একজন ভদ্রলোক সেইখানে দাঁড়াইয়া গণেশের বক্তৃতা শুনিতেছিলেন। তিনি মুগ্ধ হইয়া গণেশকে প্রণাম করিয়া জিজ্ঞাসিলেন, "মশায়ের নাম কি বাবু আপ্‌ষ্টার্ট বাঁড়ুয্যে?"

কার্ত্তিক হাসিয়া উঠিলেন ও পরে বলিলেন, "দাদা, বক্তৃতা করতে হবে না। দেখ চোতো, ভিড় জমে গেছে। আর একটু পরে, আবার না কেউ তোমাকে স্থরেন বাঁড়ুয্যে বলে গাড়ী চড়িয়ে টান্‌তে স্থরু করে দেয়! এই বেলা সরে পড়া যাক্, বেলা বেড়ে যাচ্চে!"

গণেশ ঈষৎ হাস্য করিয়া সেই ভদ্রলোককে বলিলেন, "না মশায়, আমি অতি সামান্য জন।"

ভদ্রলোক। "হতেই পারে না, আপনি গোপন কচ্চেন নিশ্চয়! তা করুন, কিন্তু তবু বল ভাই একবার 'বন্দেমাতরম'।"

জন কয়েক লোক নিকটে চীৎকার করিয়া উঠিল। নন্দী ও ভৃঙ্গী হাসিয়াই আকুল। কার্ত্তিক বহু কষ্টে হাস্য সম্বরণ করিলেন।

গণেশ স্থির দৃষ্টিতে সেই লোকটির প্রতি চাহিয়া বলিলেন, "যখন 'বন্দেমাতরম' হইল, তখন বন্ধুত্বও হইল। এখন দয়া করিয়া আমাদের ৺কালীঘাটে যাইবার ব্যবস্থা করিয়া দিতে পারেন? ট্রাম তো দেখিতেছি নন্-কোঅপারেশন স্থরু করিয়াছে।"

ভদ্রলোক নিজের উরুদেশে সজোরে চপেটাঘাত করিয়া বলিল, "এর আর কথা কি!" বলিয়াই একটা শিস্ দিলেন। এক মটর গাড়ীও সেই সঙ্গে হাজির হইল। ভদ্রলোক বলিলেন, "আর কি! উঠে পড়ুন। আর একবার বলি 'বন্দেমাতরম'।"

গণেশ ও কার্ত্তিক নন্দী ভৃঙ্গীকে লইয়া হাসিতে হাসিতে মোটরে চড়িলেন। মোটর পশ্চাতে ধূলি উড়াইয়া ভোঁপ ভোঁপ করিতে করিতে ছুটিল। নন্দী ও ভৃঙ্গী আনন্দে আটখানা,—হাসে আর বলে, "ভাগ্যি ধর্ম্মঘট করেছিল। বেশ করেচে—সত্যি তো। নইলে কি আর মটরে চড়া হ'ত।"

কালীঘাটে মহা নবমীর ভিড় দেখিয়া কয়জনেই অবাক্ হইয়া চাহিয়া রহিলেন। ক্ষণপরেই তাঁহারা মোটর গাড়ী বিদায় করিয়া আদি গঙ্গায় স্নান-আহ্নিক সারিয়া লইলেন। কালী-দর্শন ও জলযোগের পর তাঁহারা চৌরঙ্গী রোড বেড়াইবার ইচ্ছায়

হাঁটাপথ ধরিলেন। তাঁহাদের অগ্র-পশ্চাৎ কতলোক চলিতেছে—অগ্রভাগে যাহারা চলিয়াছে, তাহাদের মধ্যে একজন বলিল, "কালীঘাটে যখন আসিতে হইয়াছে, তখন কালী-দর্শনের পর ভবানী-পতি দর্শন না করিয়া যাওয়া বিশেষ অন্যায় হইবে।"

অন্যজন উত্তর করিল, "নিশ্চয়! ভবানী-পতি জানিতে পারিলে কি আর রক্ষা থাকিবে!" তৃতীয় ব্যক্তি বলিল, "একজামিনার হওয়ার তা' হলে ঐখানেই গয়া। দরখাস্ত করেছেন তো!"

প্রথম ব্যক্তি বলিল, "নাঃ তা কেন! তোমাদের মন অতি ছোট, তাই ও সব মনে কর। তবে তিনি একটু যাওয়া-আসা ভাল বাসেন এই যা! আরে বাপু, দেবতাকেও তো স্তব করতে হয়, তা অত বড় একটা লোক—যার স্তব করলে সদ্য সদ্য ফল প্রাপ্তি, তার স্তুতি বল, খোসামোদ বল, কেন না করবো!"

গণেশ হাসিয়া বলিলেন, "হাঁরে কাতি, এরা কার কথা বলচে? মর্ত্ত্যে আবার ভবানীপতি কে?"

কার্ত্তিক। "বোধ হয় ভবানীপুরের কোনও জমিদার! যাই হোক চল তো, এদের পেছনে পেছনে গিয়ে দেখা যাক!"

নন্দী। "খোসামোদের বহর দেখেচ! একেবারে ভবানী-পতি! কিনা দু'মুঠো অন্নের সংস্থান হবে—এরি জন্যে!"

ভৃঙ্গী হাস্য করিতে করিতে বলিল, "তা ভবানীপতি না বলে ভগিনীপতি বলে না কেন, তা হলে তো একটা দাবী দাওয়াও করতে পারত!"

গণেশ। "চুপ চুপ! আবার পথের মাঝে ঝগড়া বাধাবি!"

নন্দী। "তা ভেবনা দাদা! ও সব কথা ওরা কানেই করবে না! ওরা এক ঢঙ্গের মানুষ! চেহারা দেখচো না! ওই ষণ্ডামার্ক চেহারা, বোকা ছাগলের মত এক ফোঁটা দাড়ি, হ্যাট কোট পরে বীরদর্পে যে চলেচেন, উনি বিলাতি কায়দায় খোসা-মোদ করেন। পাশের ওই লোকটি, যার দাড়ী গোঁফ নেই, মাথায় লম্বা চুল, ন্যাকা-বোকা চাউনি, ও হল শেয়ানা-পাগল! গালি দাও—বোকা সাজবে, মারলে কাঁদবে, তাড়াতে গেলে পায়ে নেপ্‌টে ধরবে—ও হ'ল এদের ভবানীপতির এঁটুলি-খোসা-মুদে। কিন্তু নিজের কাজ গুছিয়ে নিচ্চে।"

এমনি সময় পূর্ব্বোক্ত দল এক বাড়ীর দরজায় আসিয়া দাঁড়াইল, সেখানে বিস্তর লোকের ভিড় হইয়াছে। ব্যাপার কি জিজ্ঞাসা করিয়া নন্দী জানিতে পারিল,ইহাই ভবানীপতির মন্দির! সেই জনতার পশ্চাতে কার্ত্তিক গণেশ প্রভৃতিও তামাসা দেখিবার জন্য মন্দিরের দ্বিতলে প্রবেশ করিয়া দ্বারের সন্নিকটে একখানি বেঞ্চের উপর চারিজনে উপবেশ করিলেন। মুহূর্ত্ত মধ্যে দেখেন, অতি-বৃদ্ধ, বৃদ্ধ, প্রৌঢ় ও যুবক প্রভৃভির সম্মিলিত-জনতা পাহারাওয়ালার কুচ্‌কাওয়াজের মত ধড়ফড় করিয়া দাঁড়াইয়া উঠিল ও করজোড়ে বলিতে লাগিল, "নমস্তস্মৈ নমস্তস্মৈ নমস্তস্মৈ নমঃ নমঃ" কার্ত্তিকের পাশের এক ব্যক্তি কার্ত্তিক প্রভৃতিকে বসিয়া থাকিতে দেখিয়া বিশেষ বিরক্ত ভাবে বলিলেন, "আচ্ছা লোক তো! দাঁড়ান—চট্‌করে দাঁড়িয়ে উঠুন!" কার্ত্তিক অবাক হইয়া বলিল, "কেন?"

"কেনো ? ভবানীপতি এসেছেন—আর কেন ! আসা হয়েচে কি করতে ! মরগে !" সেই লোককে এক নিশ্বাসে এতগুলা কথা কহিতে দেখিয়া কার্ত্তিক হাসিয়া ফেলিলেন। কার্ত্তিকের হাসি-মুখের প্রতি ভবানীপতির তীব্র দৃষ্টি পড়িল। ভবানীপতি তখনি চোখ ফিরাইয়া লইয়া কারখানার পীড়িত-কুলীদিগকে সারিবন্দি করিয়া ডাক্তার যেরূপে একে একে পরীক্ষা করে, সেই প্রকার এই সারি বাঁধা সুস্থ বাবুদিগকে একে একে প্রশ্ন করিতে লাগিলেন।

ভবানীপতি। "তোমার কি দরকার !"

বৃদ্ধ করজোড়ে উত্তর করিল, "আজ্ঞে ছেলেটাতো বিলাত থেকে ব্যারিষ্টার হ'য়ে এসেছে, কিন্তু কি যে করবে, কি করে যে খাবে, তার একটা উপায় আপনি না করে দিলে হবে না।"

ভবানীপতি। "আমি কি করব ! তোমার ছেলেটা বিলাত থেকে হয়ে এসেছে একটা আস্ত গাধা ! সে দিন আমার কাছে এল—হ্যাট্ কোট্-টাই পরে, বলে কি না গুড্ মর্নিং ! খাবার খেতে দিলাম—বলে many thanks (মেনি থ্যাঙ্ক্স্)। আমি হলাম তার বাপের বন্ধু—বাঙ্গালী-ব্রাহ্মণ-সন্তান ! সে কি দুদিনের জন্যে বিলেত গিয়ে সব ভুলে গেলো ! ও সব ছেলের দ্বারা কি হবে। কার কি উপকার হবে !"

বৃদ্ধ মস্তক অবনত করিয়া "আপনি তার কান দুটো ছিঁড়ে দিলেন না কেন ! হতভাগা নচ্ছার ছেলে ! কিন্তু কষ্ট যে তার জন্যে আমাকেই পেতে হবে। তার একটা কিছু না করলে আমি যে মারা যাই।'

ভবানীপতি। "আচ্ছা, তাকে পাঠিয়ে দিও! ল-কলেজেই দেওয়া যাবে।"

বৃদ্ধ হৃষ্টান্তঃকরণে ভবানীপতির পদধুলি গ্রহণ করিয়া ধীরে ধীরে চলিয়া গেল। ভবানীপতি দু'নম্বরের প্রতি চাহিয়া বলিলেন, "তোমার কি খবর।"

দু'নম্বর তাহার পটল চেরা-চোখ বিস্ফারিত করিয়া করজোড়ে কাঁদ কাঁদ স্বরে কহিল, "আপনি জীবনকে এবার ম্যাট্রিকের একজামিনার করেচেন, কিন্তু সে বড় ঝগড়া করে। বড়ই আন্ম্যানেজেবল্ (Unmanageable)"

ভবানীপতি। "তোমার কাণ-দুটো ছিঁড়ে দেবো, তোমায় দূর করে দেবো।"

২ নং। "আজ্ঞে, আমি কি করব! আমি তো মিলে-মিশেই কাজ চালাতে চাই।"

ভবানীপতি। "জীব্নে যে ঝগড়াটে, সে কথা এতদিন আমায় শোনাও নি কেন? আচ্ছা যাও, তার দফা রফা করচি।"

তিন নম্বর প্রণাম করিয়া দাঁড়াইতেই, ভবানীপতি তাহার দিকে চাহিয়া বলিলেন, "তোমার কি দরকার।"

প্যাণ্ট-কোট-ধারী তিন নম্বর লোকটি আম্তা আম্তা করিয়া বলিলেন, "কাল রাত্রে কি আপনার সাক্ষাৎ পাওয়া যাবে?"

ভবানীপতি—"কেন?"

তিন নম্বর। "কাল বিজয়া, বড়ই ইচ্ছে যে সকলের আগে আপনার পদধুলি গ্রহণ করিতে আসি।" সেই কথা শুনিয়া

বাকি সকলেই সমস্বরে বলিয়া উঠিল, "আজ্ঞে—আজ্ঞে, আমাদের সকলেরই সেই সাধ, সেই কথা জানাতেই আজ এসেছি।"

ভবানীপতি সকলের মুখের প্রতি একবার তাঁহার অন্তর্ভেদী দৃষ্টি নিমেষের মধ্যে বুলাইয়া লইয়া স্মিত মুখে গুম্ফ গুচ্ছ ঈষৎ কাঁপাইয়া বলিলেন, "হাঁ-হাঁ তা এস, তোমরা যখন আসবে, আমি থাকবো বই কি।"

সকলেই কৃতার্থ হইয়া তাঁহার চরণ-রেণু মস্তকে ধারণ করিয়া চলিয়া যাইতে লাগিল।

নন্দী গণেশের প্রতি ইঙ্গিত করিয়া বলিল, "তামাসা দেখলেন তো দা' ঠাকুর, এই বার চলুন।"

ভিড়ের সঙ্গে ইহারাও বাহির হইয়া পড়িলেন। দ্বিতল হইতে সকলে যখন নামিতেছেন, সেই সময় এক পঞ্চাশ বর্ষ বয়স্ক প্রৌঢ় ঘর্ম্মাক্ত কলেবরে হাঁপাইতে হাঁপাইতে গরম পুলটিশ এ-হাত ও-হাত করিতে করিতে দ্রুতবেগে উপরে উঠিতেছেন। ব্যাপার কি, জিজ্ঞাসা করায় তিনি উত্তর করিলেন, "এও জানেন না, গিয়েছিলেন কেবল নিজেদের কাজ বাগাতে বুঝি! ভবানীপতির যে ফোঁড়া হয়েছে!"

একজন বলিলেন—"তা শ্যামপুকুর থেকে পুল্টিশ আনচো, এখনও কি ও গরম আছে?"

"কি-ই! পকৌড়ি-ভাজার সেই উনুন হাতে করে সমস্ত ট্রাম-পথটুকু এসেছি।"

কার্ত্তিক আস্তে আস্তে বলিল, "দাদা, দেবতার চাইতে এই

রকম বড় মানুষেই আছে ভাল দেখ্‌চি। উঃ! একবার সেবা করবার ঘটাখানা দেখেচ!”

নন্দী সেই শেয়ানা-পাগল-পটল-চেরা-চোখোকে লক্ষ্য করিয়া বলিল, “আচ্ছা মশাই, আপনাদের ভবানীপতির ফোঁড়া হওয়ার তেমন লক্ষণ তো দেখলাম না!”

শেয়ানা-পাগল উর্দ্ধদৃষ্টি করিয়া বলিল, “আপনাদের ভবানী-পতি’ কথাটার মানে? সশ্রদ্ধ হ’য়ে কথা বলতে পার না! ফোঁড়া হয়েচে, তার আবার লক্ষণ কি! সে জন্যে কি বাড়ীতে নহবৎ বসবে না কি!”

ভৃঙ্গী সেই অবসরে পথে নামিয়া বলিল, “নহবৎ না বসুক, বলি, আপনারা তো সে জন্যে ঢাক ঘাড়ে করবেন।”

ভবানীপতির এক খাস্ ভৃত্য সেইখানে দাঁড়াইয়া সব শুনিতে-ছিল, সে বলিয়া উঠিল, “আপুনি ঠিক বলেছে। এই বাবুগুলা হামাদের রোটী মারবার জোগাড় করেছে। আরে বাবু, হাঁমার হুজুরের একটা ঘামাচি পাকিয়েছিল, তা এই বাবুগুলো রোতে সুরু করলে। কই বোলে, এ ফোঁড়া আছে, কই বোলে, এ করবল্লা আছে। আরে বাপু, ইসব লোক একদম না-মরদ্ আছে।”

খাস ভৃত্যের এবম্বিধ বক্তৃতা শুনিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের কোহিনুর-মণ্ডলী একেবারে চট্‌পট্ সরিয়া পড়িলেন। তাহাকে তিরস্কার করা দূরে থাক, তাহার কথার প্রতিবাদ করাও তাঁহাদের পক্ষে দুঃসাহসের কাজ!—রোটী মারা যায় কাহার!!

কিছুদূর অগ্রসর হইয়া কার্ত্তিক বলিল, “দেখ দাদা, বাড়ী ফিরে

গিয়ে কিন্তু এবার আমি কৈলাসে একই উনিভারসিটী স্থাপনের আয়োজন করবো। তোমাকে কিন্তু সে জন্যে লাগতে হবে।"

গণেশ অন্যমনস্ক হইয়া চলিতেছিলেন ; কেবলমাত্র "আচ্ছা" বলিয়া পরে বলিলেন—"তা' বলে ইউনিভারসিটী-ইন্সটিউট্ করে ছেলে-বকানোর আড্ডা করতে দেবো না।"

কার্ত্তিক সবিস্ময়ে বলিয়া উঠিল, "ছেলে-বকানোর আড্ডা কি রকম! ওতে কত ভাল কাজ হয় জানো! ভাবের আদান-প্রদান হয়, কেমন থিয়েটার হয়—বিনা স্ত্রীলোকে থিয়েটার।"

গণেশ।—"তা বটে, তবু যদি না দেখতাম্। ওরে কেতো এদের ইন্‌ষ্টুটে 'পুরুষ লোক' একটাও দেখাতে পারিস্ কি ? এরা সবি তো স্ত্রীলোক। যে গুলোকে পুরুষ বলচিস্, তাদের চেহারা দেখেছিস্—মাথার চুলগুলো সব মেয়েদের মত পিছন দিকে আঁচড়ে রেখেচে, গোঁফ তিন ভাগ ছেলের নেই, যা' একভাগের আছে, তাও নাকের মাপে দু'চার গাছা, ঠোঁটের দু'পাশ থেকে উড়িয়ে দিয়েছে, কথা কয় এমনি ঢং করে যে, তা দেখ্‌লে মেয়েরাও হেসে অস্থির হয়ে পড়ে। আমি তো ভাই আলোকপ্রাপ্ত মেয়ে ও এই পুরুষদের মধ্যে প্রভেদ কিছু দেখতে পাই নে। গায়ে এক চুড়ীদার ও পায়ে এক নম্পটী জুতা—এই পরে ঘাড় ঘুরিয়ে লক্কা পায়রার মতন যখন এরা চলে, তখন এদের পুরুষ বলে মনে করতে ইচ্ছে হয় কি !"

কার্ত্তিক। "আচ্ছা, ইন্‌ষ্টুট্ না করলাম, কিন্তু ইউনিভারসিটী !"

নন্দী। "ছোড়দার বুঝি ভবানীপতির মত হতে সাধ হয়েচে।"

কার্ত্তিক। "দূর। তা কেন! শিক্ষা-প্রচার!"

গণেশ। "শিক্ষা কারে বলিস কাতি! কতকগুলো বই পড়ে পাশ করা ও পাশ করে অর্থোপার্জ্জন করা যদি শিক্ষার চরম উদ্দেশ্য হয়, তবে সে শিক্ষায় লাভ কি? এই তো দেখে এলি ভবানীপতির বাড়ী—শিক্ষিত-মণ্ডলীর কেমন শিক্ষা, কেমন মনুষ্যত্ব! আর সেদিন দেখিয়েছিলাম আদালতের শিক্ষিত উকীলদের ব্যবহার! গরীবের পয়সা খাচ্চে, আর দু'পক্ষের উকীলে পরস্পর চোখ টেপাটিপি করে জজ-মেজিষ্টারকে বলচে, "হুজুর, মকদ্দমার তারিখ বদলে দিন, গরীব এ মকদ্দমার হাল্ এখনও বুঝতে পারে নি'।" এমনি করে পাঁচ সাত দিনের টাকা অম্লানমুখে মক্কেলের কাছ থেকে এরা নিচ্চে। এরাও ঐ বিশ্ব-বিদ্যালয়ের শিক্ষায় শিক্ষিত বলে গর্ব্ব করে! এই হীন উপায়ে টাকা রোজগার করে এরা গাড়ী চড়ে বেড়ায়, নিজেকে একটা কেষ্ট-বিষ্ণু মনে করে' বুক ফুলায়! গরীবের শোণিত শোষণ এই শিক্ষিতদের হ'ল জীবন ও গাড়ী-চড়নের উপায়! এমন শিক্ষার প্রচার বন্ধ হওয়াই শ্রেয়ঃ।"

কার্ত্তিক। "ঠিক বলেছ দাদা, ঠিক বলেছ! আমার কেমন ভুল হয়ে যায়!"

নন্দী বলিল, "দাদাবাবু! আর হাঁটে না, অসুখ হবে। এইবারে একখানা গাড়ী করা যাক।"

কথা কহিতে কহিতে যখন তাহারা গোল তলায় আসিয়া পৌঁছিল, গোলতলা দেখাইয়া নন্দী তখন বলিল, "এইখানে এবারে কংগ্রেস হইয়াছিল।"

কার্ত্তিক। "বটে, এই বাগানে?"

গণেশ। "হাঁ রে হাঁ! সেই যে মামা-বেটা কাল বলছিল যে এবারে এখানকার কংগ্রেসে শুধু আগুনের ফুলকি উড়েছে,—নিছক্ আগুন।"

ভৃঙ্গী। "সে কি দাদা বাবু! এই তো এত গাছ-পালা!—কই একটাও তো পোড়া কি ঝলসান দেখছি নে।"

নন্দী। "তুই একটা জানোয়ার! সে কি আর সত্যি সত্যি আগুন, সে হ'ল কথার অগ্নিবৃষ্টি! কেমন?—নয় দাদা বাবু!"

কার্ত্তিক সম্মতি-সূচক ঘাড় নাড়িয়া বাগানের প্রতি চাহিয়া রহিলেন। এদিকে নন্দী 'ট্যাক্সি' 'ট্যাক্সি' করিয়া চীৎকার করিতে লাগিল, এমন সময় তাঁহাদের সম্মুখ দিয়া এক মোটর ছুটিয়া গেল। সেই মোটর-বিহারীকে দেখিয়া কার্ত্তিক হাসিয়া কহিলেন, "অবশ্য এ লোকটা কুৎসিত বলে হাসছি নে, কিন্তু এর কি কেউ নেই যে একটু চিকিৎসা করায়! দেখলে তো দাদা কি বিশ্রী-রোগা, গায়ে শুধু একখানা ছাল ঢাকা, মুখখানা যেন সিঁটকে আছে। এ কে দাদা?"

ভৃঙ্গী তাড়াতাড়ি বলিয়া উঠিল, "এ সেই আমাদের নরুকে বোধ হয়।" বলিয়া হাসিতে লাগিল। গণেশ বলিলেন—"এ লোকটা নিজেই হ'ল একজন নামজাদা ডাক্তার।"

কার্ত্তিক—"ওঃ বুঝেছি! এ লোকটার আকৃতিও যেমন, প্রকৃতিও তেমনি! নিজের নাম জাহিরের জন্যে যদি স্বদেশী লোকের বুকে ছুরি মার্তে হয়, এ লোকটা তাও পারে! এর অনেক গুণ!"

গণেশ। "ইনি আবার শুধু চিকিৎসক নন, ইনি রাজনীতিরও একজন পাণ্ডা বলে আপনাকে পরিচয় দেন। ইনি ভবানীপতির একজন প্রধান বিরোধী।"

কার্ত্তিক। "সে কি দাদা! এ যে হাসির কথা! সিংহের পেছনে খেঁকী কুকুর! সত্যি বলতে কি ভবানীপতির অনেক দোষ থাক্লেও আমি তো তাঁকে একটা সিংহ বলে মনে করি।"

গণেশ। "সত্যিই তাই। দেশ-সেবা নাম করে এই চিকিৎসকটা এবং আরও দুই চারিটা মাতব্বর লোক কেবল নিজের কোলে ঝোল টানচে। কি করে খেতাব পাব, কিসে দু'পয়সা লোক ঠকিয়ে ঘরে আনব,—এই হচ্চে ইহাদের রাজনীতিক ধর্ম্ম।"

কার্ত্তিক। "আচ্ছা, ও গান্ধী লোকটা কেমন?"

গণেশ। "খুব ভাল, খুব ভাবুক, খাঁটি লোক, কিন্তু ভবিষ্যৎ দৃষ্টি আছে বলে মনে হয় না। ঝোঁকের উপর চলেন—নিজেকে সামলাতে পারেন না।"

কার্ত্তিক। "আর এদের রাজ্যহীন, মুকুট-বিহীন রাজা সুরেন বাঁড়ুয্যে?"

গণেশ। "তাঁর দিন এখন চলে গিয়েছে। তিনি এখন বিষয়ী, সুখী পুরুষ!—নরেন সেনের সঙ্গে অনেকে এখন তাঁহার

তুলনা করে। নরেন সেনের 'স্থলভ-সমাচার' প্রকাশিত হয়েছিল বটে, কিন্তু সে কাগজে হিন্দুরা গরু খেত—ভোজ দিলেই তেলে-জলে মিশ খায়, এমন সব কথা কখনও বাহির হয় নাই। স্থরেন বাঁড়ুয্যের কাগজ তা'ও প্রচার করছে। তিনি এখন গাছেরও খেতে চান, তলারও কুড়াতে চান।"

এমন সময় নন্দী এক ট্যাকসী লইয়া উপস্থিত হইল। কয়জনে গল্প করিতে করিতে মোটরে উঠিলেন।

বিজয়া

দেবী বলিলেন, "চল সব, আর থাকে না। কার্ত্তিক, গণেশ, আজ আর কোথাও যেও না। আমরা এখনি রওনা হব।"

সরস্বতী—"বিদায়টা নিয়ে গেলে হত না মা!"

গণেশ—"কি গলা ধাক্কা। বাপ আর থাকে না। কলকাতার মামাদের কীর্ত্তি দেখে অবাক হয়ে গেছি। প্রতিমাগুলো মুটে-বেহারা দিয়ে ডাঙ্গার উপর আছ্‌ড়ে আছ্‌ড়ে ফেলে দিচ্চে! চল মা চল এখনি বেরিয়ে পড়া যাক।"

কার্ত্তিক। "কিন্তু ছোট ছোট ছেলে-মেয়েদের মুখ দেখলে কষ্ট হয়! তারা কত দুঃখিত। আর মাসীরাও—"

গণেশ। "ওই শুধু মামাদেরই যা' কিছু ভক্তি শ্রদ্ধা—তা নইলে আর কারু কিছু নেই।"

নন্দী আসিয়া বলিল, "মা! ওই দেখ, ভৃঙ্গী দোলা নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। এবার আমাদের দোলায় যাবার পালা।"

দেবী। "চল, চল। কার্ত্তিক! দোল দে—দোল দে। পবন আলোড়িত করে, মেদিনী প্রকম্পিত করে দোল দে! মেঘমালা ছিন্ন ভিন্ন হয়ে যাক্—দুদিনের জন্য নির্ম্মল আকাশ একবার এরা দেখুক—তারপর, তারপর এদের বুক ভাঙ্গা দীর্ঘ নিশ্বাসের মেঘে আকাশ একেবারে ঢেকে যাবে। আমি কি করব! কর্ম্মফল—কর্ম্মফল—কর্ম্মফল!